পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ১১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1555, Saturday, 09 December 2023 FREE www.parichoy.com

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ট্রাম্পকে না পেলে নির্বাচনে লড়তে চান না বাইডেন!

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে আসছে স্বাস্থ্য কার্ড, কী সুবিধা পাওয়া যাবে- ৫ম পাতায়
- রাজনীতি নয়, এবার বাংলাদেশে বোয়িং বেচতে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তদবির- ৫ম পাতায়
- চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে সৌদি প্রতিষ্ঠান - ৫ম পাতায়
- বাইডেনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা : রয়টার্সের বিশ্লেষণ- ৬ষ্ঠ পাতায়
- বাইডেনপুত্র হান্টারের বিরুদ্ধে নয়া ফৌজদারি মামলা- ৬ষ্ঠ পাতায়
- মার্কিন সিনেটে আটকে গেল ইসরাইল, ইউক্রেনের সাহায্য- ৭ম পাতায়
- ইউক্রেন পরাজিত হলে দায় যুক্তরাষ্ট্রের বললেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন-৭ম পাতায়
- নাগরিক অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে খারাপ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ-৮ম পাতায়
- বাল্যবিয়ের সর্বোচ্চ হারের তালিকায় বাংলাদেশ-৮ম পাতায়
- বিরোধীদের অবরোধের ৪০ দিনে বাংলাদেশে ২৬৩ যানবাহনে আগুন-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হবে, আশা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের-৯ম পাতায়

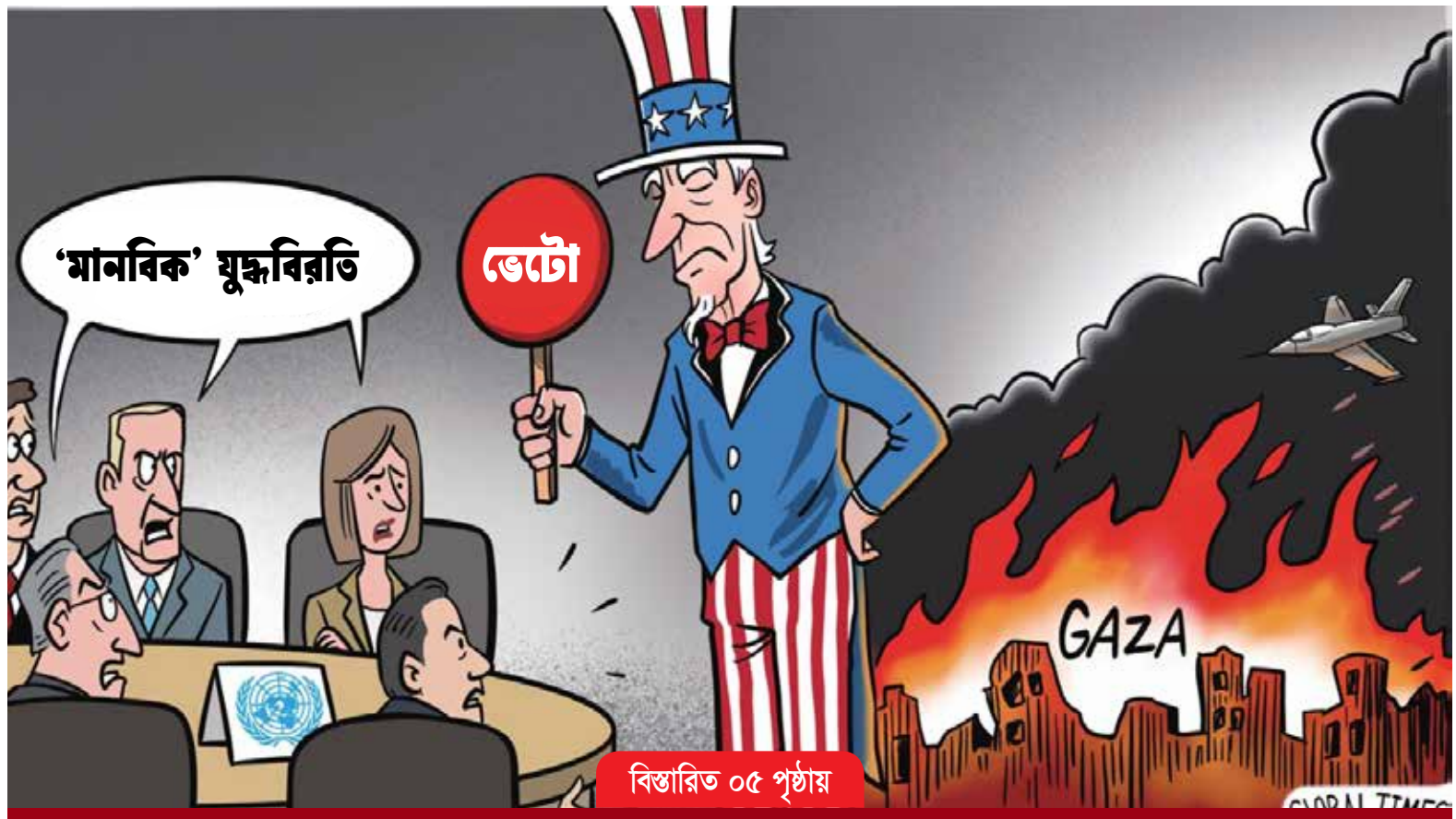

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেও গাজায় ‘মানবিক’ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দিল যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ নিয়ে রুশ-মার্কিন পাল্টাপাল্টি

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি | আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MOINUL ISLAM

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেও গাজায় ‘মানবিক’ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দিল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়ে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আনা প্রস্তাব আটকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রস্তাবটি তোলা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। প্রস্তাবটির সহপৃষ্ঠপোষক ছিল অন্তত ৯৭টি দেশ।

১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাজ্য। শেষ পর্যন্ত ভেটো ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি আটকে যায়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। এসব দেশের কোনো একটি বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাব পাস করা যায় না।

ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। প্রস্তাব আটকের পক্ষে যুক্তি হিসেবে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন দূত রবার্ট উড বলেন, ‘প্রস্তাবটি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। এতে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়নি।’

তবে গাজা ইস্যুতে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদকে অকার্যকর করে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করেছে রাশিয়া। এ কারণে গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত দিমিত্রি পোলিয়ানস্কি।

রাশিয়ার দূত বলেন, ‘আবারও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি পোড়ামাটি নীতির প্রতি সমর্থন জানাল এবং এ কারণে এই ধ্বংসযজ্ঞ।’ ওয়াশিংটন ‘সাধারণ বোধবুদ্ধির’ পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গাজা ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদ আবারও ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত নিকোলাস দে রিভিয়েরে। তিনি বলেন, গাজায় সংঘটিত মানবিক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘কে কি বললেন’

‘আমি প্রেসিডেন্ট থাকতে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যা করেছি, তা আর কাউকে করতে দেখিনি। আমি মনে করি ৭৫ লাখ নয়, দেড় কোটি ভোটার আমার সঙ্গে আছে।’-রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে আবারও মনোনয়নপ্রত্যাশী যুক্তরাষ্ট্রেরসাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অনুমান বা ভাবনা-চিন্তা নেই। তবে, দেশটি বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার, বিরোধী দল ও সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্টদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো অব্যাহত রাখবে। -মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার

“বিএনপি চিন্তা করেছিল নির্বাচন হবে না। এখন নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। এক সময় বলেছিল নির্বাচন হতে দেবে না। নির্বাচনের সিডিউল হয়ে গেছে। এখন তারা মনে করছে নির্বাচন হয়েই যাবে। তাই তারা মার্চ মাসের দিকে দেশের এমন অবস্থা করবে, দুর্ভিক্ষ ঘটাবে। এটা হচ্ছে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা। যেভাবেই হোক দুর্ভিক্ষ ঘটাতে হবে।”- কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

‘এটা আমার পুরোনো দল। মাঝখানে অন্য জায়গায় ছিলাম। ব্যাক টু বেঞ্চ।’-আওয়ামী লীগকে নিজের পুরোনা দল দাবি করে ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর

বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেল ‘ইফতার’

রমজান মাসের ইফতারকে অনন্য বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো। গত বুধবার নিজেদের ওয়েবসাইটে এ স্বীকৃতির কথা জানায় সংস্থাটি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইফতারকে ইউনেসকোর বিশ্ব *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আসছে স্বাস্থ্য কার্ড, কী সুবিধা পাওয়া যাবে

পরিচয় ডেস্ক: স্বাস্থ্যসেবাকে ডিজিটাল করতে ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ডের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এটি বাস্তবায়িত হলে কার্ডধারীকে বাড়তি কোনো কাগজপত্র বহন করতে হবে না। কার্ডেই সব তথ্য থাকবে। চিকিৎসকও সেখান থেকে রোগীর আগের তথ্য পাবেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম জানিয়েছেন, প্রথমে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কয়েকটি হাসপাতালে এই কার্ড ও কার্ডের মাধ্যমে সেবা দেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এটা বিস্তৃত হবে। পুরো কাজ শেষ হতে পাঁচ-ছয় বছর লেগে যাবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, স্বাস্থ্য কার্ডের জন্য আলাদা ওয়েবসাইট হবে। সেই ওয়েবসাইটে অনলাইনে নিবন্ধন করে স্বাস্থ্য কার্ড পাওয়া যাবে। তবে যারা অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারবেন না তারা অনুমোদিত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিবন্ধন করাতে পারবেন। নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র বা ১৮ বছরের কম বয়সিদের জন্য জন্ম নিবন্ধনের অনুলিপি নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। হাসপাতালের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে বিনামূল্যে এই কার্ড করা যাবে। প্রতিটি নাগরিকের একটি নিজস্ব হেলথ আইডি নম্বর থাকবে। স্বাস্থ্য কার্ডের আওতায় আসা একজন রোগীর ‘জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবার সব তথ্য ডিজিটাল ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা থাকবে।

এই কাজের জন্য সরকারি হাসপাতালগুলো অটোমেশনের কাজ আগেই শুরু হয়েছে।যেসব বেসরকারি হাসপাতাল নিজস্ব অটোমেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, তারা তাদের সফটওয়্যারকে ‘শেয়ারড হেলথ রেকর্ডসের’ সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবেন। যেসব বেসরকারি হাসপাতালের নিজস্ব সফটওয়্যার নেই এবং নতুন কোনো সফটওয়্যার তৈরি করতে চাচ্ছে না, তাদের সংযুক্ত করতে একটি সফটওয়্যার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশন এবং *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

রাজনীতি নয়, এবার বাংলাদেশে বোয়িং বেচতে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তদবির

পরিচয় ডেস্ক: প্রকাশ্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার কিংবা নির্বাচন নিয়ে কথা বললেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কী চায় বাংলাদেশের কাছে? নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার, একচেটিয়া ব্যবসা এবং বাংলাদেশকে নিজেদের মতো করে ব্যবহারের সুযোগ চায় তারা। কিছুদিন আগেও নির্বাচন নিয়ে সরব থাকা ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডেই সব স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নাওয়া খাওয়া ভুলে অযাচিত দৌড়ঝাঁপের রহস্যজাল খুলতে শুরু করেছে অবশেষে। বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ, গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ইত্যাদি শব্দমালা গেঁথে রাজনৈতিক দলগুলোর দুয়ারে ধরনা দিচ্ছিলেন পিটার হাস।

সরকারর বিভিন্ন দফতরেও ছিল তার নিত্য আনাগোনা। সব দল নিয়ে অবাধ নির্বাচনের কথা বলে আসছিল দেশটি। আর এ লক্ষ্যে নিজেদের পুরানো ভিসানীতি নতুন করে ঘোষণা দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে কেউ বাধা হলে তা প্রয়োগের ঘোষণা দেয় দেশটি।

কিন্তু এসবেও বাংলাদেশকে টলানো না গেলে শুরু করে নতুন খেলা। নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একদফা দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপির ঘাড়ে সওয়ার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনা করবে সৌদি প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদি আরব সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ)।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর আওতায় সাপ্লাই-অপারেট-ট্রান্সফার ভিত্তিতে ২২ বছর মেয়াদে টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছে সৌদি প্রতিষ্ঠান “রেড সী গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল” (আরএসজিটিআই)।

বুধবার (৬ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ এ আল-ফালিহ এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সৌদি মন্ত্রী। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাইডেনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা-রয়টার্সের বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর প্রশাসন। ইসরায়েলি নৃশংসতায় অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ায় বাইডেনের প্রতি ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমরা। তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এক হওয়ার ডাক দিচ্ছেন নেতারা।

আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে আবার লড়বেন বাইডেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলনির্ধারণী (সুইং স্টেট) দেশটির অন্তত ছয় অঙ্গরাজ্যের মুসলিম নেতারা গতকাল শনিবার বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এককাট্টা করবেন তাঁরা। তবে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিমরা কাকে সমর্থন দেবে, সেটি অবশ্য তাঁরা স্পষ্ট করেননি।

২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার নেপথ্যে যেসব অঙ্গরাজ্যের বড় ভূমিকা ছিল তার মধ্যে এই ছয় অঙ্গরাজ্যও আছে। এসব রাজ্যের ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম ও আরবআমেরিকান। আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের জয়ে তারা বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের নাগরিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) নামে একটি সংগঠন। শনিবার মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির মিনেসোটা শাখার পরিচালক

জায়লানি হুসেইনকে বাইডেনের বিকল্প নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জায়লানি হুসেইন বলেন, 'আমাদের কাছে দুজন নয়, অনেক বিকল্প (প্রার্থী) আছে। তবে আমরা (মুসলিমরা) ট্রাম্পকেও (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প) সমর্থন দিচ্ছি না।' গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় প্রতিদিন শত মানুষের প্রাণহানির মুখে আমেরিকার মুসলিমরা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেন যাতে আহ্বান জানান, সেই দাবি তোলেন দেশটির মুসলিমরা। কিন্তু বাইডেন এতে সাড়া না দেওয়ায় '#অ্যাবানডন বাইডেন' (বাইডেনকে ত্যাগ করো) নামে একটি প্রচারাভিযান শুরু হয় মিনেসোটা থেকে। এরপর মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ে। গাজায় স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ প্রতিনিয়তই বাড়ছে। গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলা নিয়ে গতকাল শনিবার বাইডেনের সুরে কথা বলেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনিও ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলেন।

আমেরিকার মুসলিমরা বলছেন, পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁদের জন্য ভালো কিছু করবেন, এমন আশা তাঁরা করেন না। আর বাইডেনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হলে এটাই তাদের একমাত্র উপায়। এখন এটাই দেখার বিষয় যে মুসলিম ভোটাররা দল বেঁধে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন নাকি অল্প কিছু ভোটার তাঁকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

বাইডেনপুত্র হান্টারের বিরুদ্ধে নয়া ফৌজদারি মামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে নতুন করে ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের করা করা হয়েছে। মার্কিন ফেডারেল কৌঁসুলিরা তাঁকে কর ফাঁকির মামলায় অভিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগসহ মোট ৯টি অভিযোগ আনা হয়ে হান্টারের বিরুদ্ধে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন বলা হয়েছে, হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, হান্টার বাইডেন ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারটি কর বছরে তিনি তাঁর স্বমূল্যায়নকৃত আয়ের বিপরীতে ফেডারেল ট্যাক্সে কমপক্ষে ১৪ লাখ ডলার কর পরিশোধ করেননি। হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে আনীত অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে আরও কয়েকটি অভিযোগ হলোতিনি কর তথ্য লিপিবদ্ধ করেননি, কর জমা দেওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন এবং তাঁর আয়ের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। এর আগে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বাইডেনপুত্রের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলায় দায়ের করা হয় ডেলাওয়ারে।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাইডেনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের অঙ্গীকার যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিমদের

পরিচয় ডেস্ক: গাজা সংকটকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান নেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করেছেন দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের মুসলিম নেতারা এই অঙ্গীকার করেছেন। গত শনিবার (০২ ডিসেম্বর) তাঁরা এই ঘোষণা দেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান, অ্যারিজোনা, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও ফ্লোরিডার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে বাইডেনের বিরুদ্ধে #অ্যাবানডনবাইডেন প্রচারণাও শুরু হয়ে গেছে।

এই প্রচারণা চালানো একটি গোষ্ঠী মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে জানিয়েছে, 'ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলে নিরপরাধ মানুষের প্রাণ রক্ষায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানোতে অনীহা প্রকাশ করার প্রেক্ষাপটে আগামী ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বাইডেনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের উদ্যোগ হিসেবে #অ্যাবানডনবাইডেন প্রচারণা শুরু করা হয়েছে।' এ বিষয়ে বাইডেনবিরোধী প্রচারণা চালানো গোষ্ঠী মিনেসোটার কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনের (সিএআইআর) পরিচালক

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেওয়ায় ইসরায়েলকে সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ গাজায় হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলের আচরণের সমালোচনা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে এবং হতাহত এড়াতে ইসরায়েল সরকার কথা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের আচরণের সঙ্গে এর অনেক ফারাক রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ব্লিঙ্কেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ গাজায় চালানো অভিযানে বেসামরিক মানুষের সুরক্ষায় ইসরায়েলের পদক্ষেপ নেওয়াটা অপরিহার্য। তবে ইসরায়েল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

ব্যবস্থা না নেওয়ায় ব্লিঙ্কেন হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করতে ইসরায়েলের পরিকল্পনা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তাতে বেশ ফারাক থেকে যাচ্ছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে হামলা করে হামাস যোদ্ধারা। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ওই দিন এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন। এরপরই পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল। গাজায় দুই মাস ধরে চলমান ইসরায়েলি নির্বিচার হামলায় নিহতের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে। যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। খবর রয়টার্স।

রাশিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার ওপর আরেক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ও ইউক্রেন আক্রমণে সহযোগিতাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন বেলারুশের ১১টি সংস্থা এবং ৮ ব্যক্তি। এ ছাড়া রাশিয়াকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের সঙ্গে জড়িত বেলজিয়ামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল বেলজিয়ামের হ্যান্স দে গিতিরের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি নেটওয়ার্ককে নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু করেছে। এ নেটওয়ার্কের নয়টি প্রতিষ্ঠান এবং পাঁচজন ব্যক্তি রাশিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, সুইডেন, হংকং এবং নেদারল্যান্ডস জুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাঁদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জন্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া মঙ্গলবার মার্কিন বিচার বিভাগ হ্যান্স দে গিতিরের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ গঠন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এ নিষেধাজ্ঞার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সম্পত্তি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ছাড়া মার্কিনদের সঙ্গে ব্যবসা করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিবিসির পক্ষ থেকে ইমেইল বার্তার মাধ্যমে দে গিতিরেকে মন্তব্য চাইলে তিনি সাড়া দেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাট মিলার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে নিয়োজিত নেটওয়ার্কগুলোকে উন্মোচন এবং প্রতিরোধ করতে মিত্র এবং সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্রেমলিনের অ্যাকসেস (এ) যে সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে সেগুলোর সরবরাহ ব্যাহত করতে রাশিয়ার সামরিকুশিল্প কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখবে।'

এদিকে ট্রেজারি বিভাগের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেলারুশের গণতন্ত্রপন্থী নাগরিক সমাজকে দমন, লুকাশেঙ্কো পরিবারের দুর্নীতি এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার মিত্র বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দোর লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে যুক্ত ১১টি সংস্থা এবং ৮ ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ট্রেজারির সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান নেলসন বলেন, 'আজকের পদক্ষেপটি বেলারুশ ও বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র বিরোধী কর্মকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে লুকাশেঙ্কো, তাঁর পরিবার এবং তাঁর রাজত্বকে জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত।'

নেলসন বলেন, 'আমরা লুকাশেঙ্কো সরকারের আয়ের উৎস, তাঁর তথাকথিত ব্যক্তিগত "মানিব্যাগ" এবং সেসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থাকব যারা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনে সহায়তা করে, ইউক্রেন থেকে বেলারুশে শিশুদের পাচারে সহযোগিতা করে এবং লুকাশেঙ্কোর কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সমর্থন করে।'

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ট্রাম্পকে না পেলে নির্বাচনে লড়তে চান না বাইডেন!

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না পেলে লড়বেন কি না, এখনো নিশ্চিত নন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর এই মন্তব্য আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না, সে বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান হতে পারে।

ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বোস্টনে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ প্রচারণায় বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'যদি ট্রাম্প নির্বাচনে প্রার্থিতা না দেন, তবে আমিও নিশ্চিত নই যে আমি লড়ব কিনা।' এ সময় তিনি আরও বলেন, 'ডেমোক্র্যাটরা কোনোভাবেই তাঁকে (ট্রাম্পকে) নির্বাচনে জিততে দেবে না।'

ট্রাম্পকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না পেলে নির্বাচনে না লড়ার বিষয়ে বাইডেনের এই মন্তব্য তাঁর উপদেষ্টা ও প্রচারণা কর্মকর্তাদের বেশ অবাক করেছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, বাইডেনের এক প্রচারণা উপদেষ্টার কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি আশ্চর্য হয়ে কেবল, 'ওহ!' শব্দটি উচ্চারণ করেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। গোপনীয়তার স্বার্থে ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

বাইডেনের এই মন্তব্যের পর নানা শঙ্কা থাকলেও তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার কো-চেয়ারম্যান ও বাইডেনের নিজের এলাকা ডেলাওয়্যারের সিনেটর ক্রিস কুনস বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন ২০২০ সালে বলেছিলেন, তিনি আমাদের জাতির আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতে লড়ছেন এবং তিনি সাবেক প্রেসিডেন্টকে (ট্রাম্প) আমাদের গণতন্ত্রের জন্য

একটি অনন্য হুমকি হিসেবে দেখেন।' ক্রিস কুনস আরও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন ট্রাম্পকে আগেও হারিয়েছেন এবং তিনি আবারও হারাবেন।'

এই মন্তব্যের পর বাইডেন তাঁর বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন, যার মধ্যে মিনেসোটার রিপাবলিক ডিন ফিলিপস অন্যতম। তিনি বলেছেন, বাইডেনের বয়স হয়েছে এবং তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে দিতে তাঁর সরে যাওয়া উচিত। তবে বয়সের ভার থাকার পরও বাইডেন আগামী নির্বাচনে লড়াইয়ের পণ করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন তিনিই একমাত্র ডেমোক্র্যাট প্রার্থী, যিনি ট্রাম্পকে আবারও পরাজিত করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইতোমধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে বয়সী প্রেসিডেন্ট।

মঙ্গলবার ফক্স নিউজের টাউন হল অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কেউ একজন তাঁকে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় মেয়াদের প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের দৌড়ে থাকা বাইডেন পরে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি কোনোভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ালে তিনিও সরে দাঁড়াবেন কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে বাইডেন বলেন, 'না, এখন নয়। দেখুন, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সুতরাং আমাকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।'

ট্রাম্প যদি শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না থাকেন, তবু কি তিনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন, এমন প্রশ্নে বাইডেন বলেন, 'আমি এখন আশা করছি, আমি থাকব।' *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

২০২০ সালে নির্বাচনের ফল পাল্টে দেওয়ার নানা অভিযোগের ফৌজদারি মামলায় মুখোমুখি হওয়া ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে একজন 'স্বৈরাচার' বলে উল্লেখ করেছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনে কেন্দ্র পাহারা দিতে সমর্থকদের প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে সমর্থকদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোট পাহারা দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টি যাতে কারচুপি করতে না পারে, এজন্য ট্রাম্প এ আহ্বান জানান।

শনিবার (২ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া রাজ্যের অ্যাঙ্কেনি শহরে এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। ভাষণের একপর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, 'কেন্দ্রে ভোট পাহারা দেওয়াটা হবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই নির্বাচনের দিন তোমাদের ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া ও আটলান্টা শহরে গিয়ে কেন্দ্র পাহারা দিতে যাওয়া উচিত।'

ট্রাম্পের উল্লিখিত শহরগুলোর মধ্যে ডেট্রয়েট মিশিগানের, ফিলাডেলফিয়া পেনসিলভানিয়ার ও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সাবেক রাষ্ট্রদূতকে গ্রেপ্তার করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বলিভিয়ায় নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূতকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) দীর্ঘদিনের তদন্ত শেষে ওই সাবেক রাষ্ট্রদূতকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কিউবা সরকারের হয়ে দীর্ঘদিন গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন সিনেটে আটকে গেল ইসরাইল ইউক্রেনের সাহায্য

পরিচয় ডেস্ক: রিপাবলিকানদের বাধায় মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য বিলিয়ন ডলারের নতুন নিরাপত্তা সহায়তা বিল আটকে গেছে। নতুন এই সহায়তা বিলের বিনিময়ে রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসী নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের দাবি করলে বিলটি আর সামনে অগ্রসর হয়নি। বুধবার (৭ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

১০০ আসন বিশিষ্ট মার্কিন সিনেটে কোনো বিল পাস হতে হলে বিলের পক্ষে অন্তত ৬০টি ভোট পড়তে হয়। তবে বুধবার ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য বিলিয়ন ডলারের নতুন নিরাপত্তা সহায়তা বিলের পক্ষে মাত্র ৪৯ জন সিনেট সদস্য ভোট দিয়েছেন। আর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫১ জন সদস্য।

নতুন এই বিল নিয়ে নিজ নিজ দলের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা। তবে বিভিন্ন বিলে নিয়মিত ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিলেও এবারের বিলে রিপাবলিকানদের পক্ষ নিয়ে বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। একই সঙ্গে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের বর্তমান অমানবিক সামরিক কৌশলে অর্থায়নের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গত অক্টোবরে কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন, ইসরায়েল ও মার্কিন সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণের জন্য একশ বিলিয়ন ডলারের বেশি বরাদ্দ চায়। বিলে ইউক্রেনের জন্য প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের নতুন নিরাপত্তা সহায়তা ছাড়াও মানবিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য অর্থ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইসরায়েলের জন্য ১৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনকে ১১০ বিলিয়ন *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেন পরাজিত হলে দায় যুক্তরাষ্ট্রের বললেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদের দ্বন্দ্বের জেরে ইউক্রেনের জন্য অর্থ সহায়তার অনুমোদন দিতে পারছে না মার্কিন কংগ্রেস। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সহায়তার অভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেশ বেকায়দায় পড়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেন যদি যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহলে এর দায়ভার যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে এসে পড়বে বলে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেনকে দেওয়ার অর্থ 'ফুরিয়ে গেছে', এখন কী করবে যুক্তরাষ্ট্র

জন ই গ্রেভি : গত সোমবার (৪ ডিসেম্বর) মার্কিন কংগ্রেসের কাছে হোয়াইট হাউস থেকে জরুরি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। সেই চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইউক্রেন যদি নতুন করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা না পায়, তাহলে যুদ্ধে রাশিয়ার কাছে তারা শিগগিরই পরাজয়ের মুখে পড়বে।

কংগ্রেসের নেতাদের কাছে লেখা চিঠিতে ব্যবস্থাপনা ও বাজেটসংক্রান্ত কার্যালয়ের পরিচালক শালান্ডা ইয়াং লেখেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে কংগ্রেসের পদক্ষেপ ছাড়া এ বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনের জন্য আরও অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার এবং যুক্তরাষ্ট্রের মজুত থেকে সরঞ্জাম দেওয়ার মতো অর্থ থাকবে না।'

চিঠিতে তিনি লেখেন, 'এ মুহূর্তে যে তহবিল প্রয়োজন, সেটা জাদুকরিভাবে কেউ জোগাবে না। আমাদের অর্থ ফুরিয়ে আসছে এবং সময়ও প্রায় ফুরিয়ে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নাগরিক অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে খারাপ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি দেশে-বিদেশে অনেক জায়গাতেই সমালোচিত হচ্ছে। সর্বশেষ এই সমালোচনায় যোগ দিয়েছে সিভিকাস মনিটর। জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি দেশে-বিদেশে অনেক জায়গাতেই সমালোচিত হচ্ছে

জোহানেসবার্গ ভিত্তিক নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী সিভিকাস মনিটর বুধবার প্রকাশিত তাদের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে যেসব দেশে এই মুহূর্তে নাগরিক অধিকার সবচাইতে সংকুচিত, বাংলাদেশকে সেরকম ২৮টি দেশের কাতারে রেখেছে। সিভিকাসের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এশিয়ায় এধরনের দেশের সংখ্যা আগে ছিল সাতটি - আফগানিস্তান, চীন, হংকং, লাওস, মায়ানমার, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনাম। নতুন করে এদের কাতারে যোগ হয়েছে বাংলাদেশ।

সিভিকাস মূলত নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তির একটি বৈশ্বিক জোট। সারা বিশ্বের ১৭৫টি দেশে অনেকগুলো সংস্থা ও প্রায় ১৫ হাজার অধিকার কর্মী তাদের নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। দেশে দেশে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য নাগরিক সমাজের পদক্ষেপকে শক্তিশালী করতে এসব ব্যক্তি ও সংস্থা কাজ করে। নাগরিক অধিকারকে বিঘ্নিত করে এমন সব ঘটনাবলীকে তারা নথিভুক্ত করে এবং এ নিয়ে গবেষণা করে।

সংস্থাটি নাগরিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ ও আক্রমণ নথিভুক্ত কাজটি শুরু করে মূলত ২০১৮ সালে। পাঁচটি

ক্যাটাগারিতে দেশগুলোকে বিভক্ত করে সিভিকাস। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম থেকেই, অর্থাৎ ২০১৮ সাল থেকেই চতুর্থ সর্বনিম্ন ধাপ "রেস্ট্রিকটেডচ ক্যাটাগরিতে। ক্রম অবনতিশীল অধিকার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই বাংলাদেশকে তারা বিশেষ দৃষ্টিবদ্ধ দেশগুলোর তালিকায়, অর্থাৎ ওয়াচ লিস্টে রাখে। আর ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে তারা শেষ ধাপ অর্থাৎ "ক্লোজডচ ক্যাটাগরিতে নামিয়ে দেয়। এই অবনমনের কারণ হিসেবে তারা মূলত ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন সমালোচকদের উপর সরকারের ব্যাপক দমন-পীড়নকে উল্লেখ করেছে।

"পিপল পাওয়ার আন্ডার অ্যাটাক ২০২৩চ শীর্ষক প্রতিবেদনে ১৯৮টি দেশের নাগরিক অধিকার পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে ভিন্নমত দমনে সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের সার সংক্ষেপ তুলে ধরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের টার্গেট করেছে, সাংবাদিক, বিক্ষোভকারী এবং অন্যান্য সমালোচকদের নানা উপায়ে ভীতি প্রদর্শন করছে। তারা নানা ধরনের সহিংসতা, গ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুশীল সমাজের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন এবং তাদের তহবিল ও কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ, সরকার কর্তৃক মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, অধিকারের দুই মানবাধিকার কর্মী আদিলুর রহমান ও নাসির উদ্দিন এলানকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা, নোবেল জয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি এবং সাম্প্রতিক মাস গুলোতে বিরোধী দলের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন ও গ্রেপ্তার, সাংবাদিকদের হয়রানি, নজরদারি, নির্যাতন ও শারীরিক হামলা সহ তাদের কাজের জন্য টার্গেট করার ঘটনাওগুলোকেও নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিভিকাস।

সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামস, অধরা ইয়াসমিন ও রঘুনাথ খুঁর হয়রানি ও নির্যাতনকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে সিভিকাস মন্তব্য করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেসব ধারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, পরিবর্তিত নতুন আইন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এ তার অনেক কিছুই রয়ে গেছে।

"যদিও বছরের পর বছর ধরে আমরা শেখ হাসিনার শাসনামলে নাগরিক স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ দেখেছি কিন্তু ২০২৩ সালে এই লঙ্ঘন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে,চ বলে মন্তব্য করেছেন সিভিকাসের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গবেষক জোসেফ বেনেডিক্ট। শেখ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাল্যবিয়ের সর্বোচ্চ হারের তালিকায় বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: যেসব দেশে বাল্যবিয়ের হার সর্বোচ্চ, সেগুলোর কাতারে এখনো রয়েছে বাংলাদেশ। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ ও ইউএন উইমেন যৌথভাবে একটি মেটা-বিশ্লেষণের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্লেষণটিতে, কোভিড-১৯ মহামারির ফলে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি বাংলাদেশের নারী, মেয়ে, শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা কীভাবে মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরা হয়।

নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতার লক্ষ্যে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় 'ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা ও সহায়তা: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য সেবা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের অপরিহার্য সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য, পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং সামাজিক পরিষেবার সঙ্গে ও ভুক্তভোগীদের সঠিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রতিবেদনে জোর দেয়া হয়।

বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো, ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক এবং ট্রমা-অবহিত সেবা নিশ্চিত করা। এ পদ্ধতিটির মাধ্যমে নারী ও শিশু, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা সহজে ও বিনা সঙ্কোচে সহায়তা চাইতে পারবে; আর এভাবে শিশুবিয়ে, পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) ক্ষতিকর প্রথাগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমা ব্রিগহাম বলেন, এখনই সময় জিবিভির শিকার ব্যক্তিরা, যেসব বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবিলায় একটি সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ব্যাবস্থা গ্রহণ করার।

তিনি আরও বলেন, নারী ও শিশুরা ভালোভাবে বেঁচে থাকার ও পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাগুলো যাতে সময় মতো পায় তা নিশ্চিত করতে আসুন আমরা আমাদের প্রতিরোধ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে তুলি।

ইউএন উইমেনের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ৯৩ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে তারা নিজেরা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার (ভিএডব্লিউজি) শিকার হয়েছেন অথবা অন্য এমন নারীকে তারা চেনেন, যিনি এর শিকার হয়েছেন। এছাড়া বিশ্বে যেসব দেশে শিশুবিয়ের হার সর্বোচ্চ, বাংলাদেশ এখনো সেই দেশগুলোর কাতারে রয়েছে, যেখানে ২২ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের অর্ধেকের বেশির বিয়ে হয়েছে যখন তারা শিশু ছিলেন।

ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ মাসাকি ওয়াতাবে, ইউএন উইমেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শ্রাবনা দত্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

করোনায় বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনে তেমন ক্ষতি হয়নি বললেন আইএফপিআরআই গবেষক

পরিচয় ডেস্ক: কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরে উৎপাদনে তেমন ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) ফরেন অ্যান্ড পলিসি মডেলিংয়ের ডিরেক্টর জেমস থুরলো। তিনি বলেন, কোভিডে বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদন কমেনি। বরং উল্টো কাজ হয়েছে। শহরের লোকজন গ্রামে গিয়ে চাষাবাদে যুক্ত হয়েছে। তবে সেখানে প্রাথমিক চাষাবাদ ভালো থাকলেও এগ্রিফুড সিস্টেম তথা ট্রেডিং, প্রসেসিং, সার্ভিসিং ও রপ্তানি সেক্টরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ কোভিডে মাত্র একটি অংশ ঠিক রাখা সম্ভব হলেও বাকিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক সম্মেলনে গবেষণাপত্রে তিনি এ তথ্য তুলে ধরেন। আইএফপিআরআইর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাট্রেজি অ্যান্ড গভার্নেন্সের পরিচালক পাওল দোরসের

সভাপতিত্বে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'গ্লোবাল প্রাইজ শকস এন্ড ফুড সিকিউরিটি' শীর্ষক অধিবেশনে চারটি পেপার উপস্থাপন করা হয়।

আইএফপিআরআইর সিনিয়র রিসার্স ফেলো ডুনিয়েল রেসনিক উপস্থাপন করেন গভর্নেন্স অব ফুড সিস্টেম শীর্ষক পেপার, ফরেন অ্যান্ড পলিসি মডেলিংয়ের ডিরেক্টর জেমস থুরলো স্ট্রাকচার অব বাংলাদেশ ফুড সিস্টেম, ফরেন অ্যান্ড পলিসি মডেলিংয়ের সিনিয়র সায়েনটিস্ট এনজা প্যারাডিসার ইমপ্যাক্ট অব দ্য গ্লোবাল প্রাইজ শক অন দি বাংলাদেশ ফুড সিস্টেম এবং পাওল দোরসের ইমপ্লিকেশনস ফর পলিসি অ্যান্ড ফারদার রিসার্স। অধিবেশনটির সঞ্চালনায় ছিলেন *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বিরোধীদের অবরোধের ৪০ দিনে বাংলাদেশে ২৬৩ যানবাহনে আগুন

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপিসহ বিরোধীদের এক দফার দাবিতে ডাকা অবরোধ ও হরতালের ৪০ দিনে (এক মাস ১০ দিন) সারা দেশে ২৬৩ যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগুন দেওয়া হয়েছে যাত্রীবাহী বাসে। এ সংখ্যা ১৬২টি। শুক্রবার (৮ ডিসেম্বর) ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে সরকারবিরোধীদের নতুন করে অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা না এলেও অন্যান্য কর্মসূচি ঘিরে নাশকতার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা। এ কারণে সারা দেশে আগের মতোই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থান নিয়ে থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

গত ২৮ অক্টোবর সরকার পতনের দাবিতে

সমাবেশ করার সময় বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এরপর থেকে হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করে আসছিল বিএনপিসহ অন্য সমমনা দলগুলো। বিরতি দিয়ে কয়েক দফায় ১ মাস ১০ দিন এ কর্মসূচি পালন করে তারা। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ নিয়ে রুশ-মার্কিন পাল্টাপাল্টি

পরিচয় ডেস্ক: বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ লেগেই আছে। সপ্তাহ কয়েক ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। এখানে জাতীয় নির্বাচন, মানবাধিকার ও শ্রম পরিস্থিতি ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার হুঁশিয়ারি জারি আছে। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তৎপরতা এখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে ঢাকা এবং ওয়াশিংটনে। এ নিয়ে ওয়াশিংটন ও মস্কোয় ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে চলছে কথার লড়াই।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার এই পাল্টাপাল্টি খুব বিপজ্জনক বলে মনে করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি খুবই চিন্তিত। এটা খুব বিপজ্জনক।'

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং শ্রমমান রক্ষার তাগিদ দিয়ে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারিকে আমলে নেওয়া না হলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে, এমন আশঙ্কা আছে বলে মনে করছেন কূটনীতিকেরা।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গত ০৭ ডিসেম্বর ঢাকায় কটন ইউএসএ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় শ্রমনীতি ও শক্ত শ্রম আইন থাকা এবং তার বাস্তবায়ন স্থিতিশীল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য অন্যতম মুখ্য বিষয়। কাজের পরিবেশের দিক থেকেও মার্কিন কোম্পানিগুলো এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রায় একই সময়ে অন্য এক অনুষ্ঠানে ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভি মান্তিৎস্কি বলেন, মার্কিনরা শেষ পর্যন্ত

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই নিক, তার পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ০৭ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরামের এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, 'আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব যদি নিষেধাজ্ঞাসহ কোনো বেআইনি পদক্ষেপ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নেয়, রাশিয়া তখন এর বিরুদ্ধে সবকিছুই করবে।'

রাশিয়া পশ্চিমাদের একতরফা নিষেধাজ্ঞাকে স্বীকৃতি দেয় না, এমনটি জানিয়ে রাষ্ট্রদূত মান্তিৎস্কি বলেন, তাঁর দেশ শুধু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব দেয়। মার্কিনরা বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলে রাশিয়া ঠিক কী করবে, জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা এখনো জানি না, এখানে কী ঘটতে যাচ্ছে।...তবে সমস্যা দেখা দিলে বাংলাদেশকে কী ধরনের সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হবে।'

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন। মারিয়া জাখারোভা গত ২২ নভেম্বর মস্কোয় এক সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

এর আগে এক্সে (সাবেক টুইটার) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক পোস্টে বলা হয়, অক্টোবরের শেষ দিকে পিটার হাস ঢাকায় বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সরকারবিরোধী মিছিল আয়োজনের পরিকল্পনা করেছেন। এসব কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বড় ধরনের হস্তক্ষেপ।

রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ মার্কিন সরকারের তৎপরতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল বলে সরকারের অনেকে মনে করেন। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ১ ডিসেম্বর ঢাকায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, পিটার হাস মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর আচরণের সীমা মেনে চলবেন বলে আশা করে সরকার। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে-বিপক্ষে তাঁর অবস্থান নেওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রররাষ্ট্রদূত পিটার হাসের হস্তক্ষেপের যে অভিযোগ রাশিয়া করেছে, তা নির্জলা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্ট্র্যাটেজিক (সুদূরপ্রসারী সার্বিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট) যোগাযোগবিষয়ক সমন্বয়কারী জন কিরবি ওয়াশিংটনে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্রদূত হাস ও মার্কিন দূতাবাস কাজ করছিল। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ইস্যুতে মিত্রদের পাশে পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র

তাসনিম মহসিন : বিএনপির গত ২৮ অক্টোবরের সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনার পর পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বিবৃতির ভাষা নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা দেয় মতবিরোধ। একমত হতে সময় লাগে দু'দিন। এর পর যে বিবৃতি আসে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ সাতটি দেশ বাংলাদেশে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানায়।

তবে সংঘর্ষের দিনই ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানায়। ভিসা নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো পর্যালোচনা হবে বলেও উল্লেখ করে। ২৯ অক্টোবর এ ব্যাপারে পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে ২৭ পশ্চিমা দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বিবৃতিতে বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ খোঁজার কথাও বলা হয়।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, গত ২৮ অক্টোবরের ঘটনা ও বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউর অবস্থান স্পষ্টতই আলাদা।

এর আগে ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনের প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনায় ঢাকায় পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতরা একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখনও বিবৃতির ভাষা নিয়ে

ঐকমত্যে পৌঁছাতে দু'দিন লাগে। শেষ পর্যন্ত ১৩টি দেশ শুধু ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেয়।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশ নিয়ে এমন বেশ কিছু ঘটনায় পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে একমত হতে যুক্তরাষ্ট্রকে বেগ পেতে হচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যে ভাষায় বিবৃতি দিতে চাচ্ছে, অন্যরা তাতে রাজি হচ্ছে না। বিবৃতির ভাষা পরিবর্তনে শর্ত আসছে, ঐকমত্যে পৌঁছাতে সময় লাগছে। শেষ পর্যন্ত নমনীয় ভাষায় বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও শ্রম অধিকার বিষয়ে সম্প্রতি ঢাকায় পশ্চিমা কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নির্বাচন ও শ্রম অধিকার নিয়ে তাদের অবস্থান জানতে চাওয়া হয়। তবে কেউই এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যে তারা তাদের অবস্থান তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে বলেছে, তারা বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করে। এজন্য সংলাপ করার আহ্বান জানিয়েছে তারা। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করলে ভিসা না দেওয়ার কথাও বলে দিয়েছে ওয়াশিংটন। এদিকে রাশিয়া ও চীন তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছে, নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা সংবিধান অনুযায়ী হবে। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হবে আশা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আরও বিস্তৃত এবং উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।বৃহস্পতিবার (৮ ডিসেম্বর) ঢাকায় আয়োজিত চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন চীনা রাষ্ট্রদূত। যৌথ ভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, বাংলাদেশের চায়না স্টাডিজ এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন কেন্দ্র।

২০২৩ সালে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতির তথ্য উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যৌথ নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় দুই দেশ পারস্পরিক কৌশলগত সহযোগিতা আরও উন্নত করেছে। আর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন ঘিরে অযাচিত-অযৌক্তিক চাপের অভিযোগ তুলে জাতিসংঘকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন মহল থেকে বাংলাদেশ 'অযাচিত, অযৌক্তিক ও আরোপিত রাজনৈতিক চাপের' মুখোমুখি হচ্ছে উল্লেখ করে এই প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে জাতিসংঘকে আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা। গত মাসে জাতিসংঘের মহাসচিবের শেফ দ্য ক্যাবিনেট আর্ল কোর্টনে র‍্যাট্রের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এই আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র চিঠি পাঠানোর বিষয়টি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে নির্বাচনে বহুমুখী সঙ্কট

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহুমুখী সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এখানকার তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় দুই ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। কিন্তু তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট। নির্বাচনের পরে যদি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় অব্যাহত থাকে অথবা ক্ষমতার অদলবদল হয় তাহলে বাণিজ্যিক গতিশীলতায় কি প্রভাব ফেলে তা দেখার বিষয়। ভারতের অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনে প্রকাশিত 'ইলেকশন্স ইন বাংলাদেশ: এ কালিডোস্কোপিক ওভারভিউ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ কথাই বলেছেন সাংবাদিক সোহিনী বোস। তিনি অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের একজন অ্যাসোসিয়েট ফেলো।

ওই প্রতিবেদনে লিখেছেন, বিরোধী দলগুলোর দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ৭ই জানুয়ারিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। ১২তম এই জাতীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার আশা করছেন, যাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘসময় ক্ষমতায় তার লিগ্যাসিকে আরও সুসংহত করতে পারেন। তবে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আবহ বর্তমানে সহজ জয়ের জন্য অনুকূল নয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ, হরতাল, অবরোধ এবং আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ একটি 'টিপিং পয়েন্টে' বলে বর্ণনা করছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া।

ORF OBSERVER RESEARCH FOUNDATION

এতে আরও বলা হয়, ১৫ই নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা, চাঁদপুর, গাজীপুর, সিলেট, নোয়াখালী এবং বগুড়াসহ দেশের বেশ কিছু জেলায় তাণ্ডব দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামিসহ বিরোধী দলগুলো ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ দেয়ার পরপরই যানবাহন ভাংচুর করা হয়েছে। টাঙ্গাইল রেলস্টেশনে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুন দেয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে চালক ও কয়েকজন যাত্রী *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে শঙ্কায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক: অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের মুখোমুখি অবস্থান দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে শঙ্কা এখন সবচেয়ে বেশি।

তৈরি পোশাক রপ্তানির বৃহৎ গন্তব্যের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি ছাড়া যুক্তরাজ্য ও কানাডা আছে। যুক্তরাষ্ট্র কোন সিদ্ধান্ত নিলে পশ্চিমারাও অনেকটাই সেই পথ অনুসরণ করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কী ধরনের সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে তা নিয়েই ব্যবসায়ী মহলে আলোচনা হচ্ছে। উদ্বেগ, শঙ্কা আর অস্বস্তিতে দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের।

গত সোমবার, ৪ঠা ডিসেম্বর রাতে ১৪ দলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি সংবিধানের বাধ্যবাধকতার বাইরে যেতে পারবেন না। দেশি-বিদেশি নানা চাপ, ষড়যন্ত্রের মধ্যে তিনি চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। নির্বাচন দেশে যথা সময়ে হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। ফলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। তিনি পিছপা হবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পর ব্যবসায়ী মহলেও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

যদিও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শহরিয়ার আলম গত মঙ্গলবার, ৫ই ডিসেম্বর বিকেলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, অতি সম্প্রতি এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসার কোন যুক্তিই নেই। তিনি কয়েকটি

দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে থাকলেও অনেক দেশের সঙ্গে ব্যবসা তারা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। একটা ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের মাধ্যমেই ব্যবসায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়। কয়েকদিন আগে ইবিএ (এভরিথিং বাট আর্মস) রিভিউ করার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা টিম এসেছিল বাংলাদেশে। তখন আলোচনা হল, দু'একটি মিডিয়ায়ও রিপোর্ট হয়ে গেল যে, তারা জিএসপি সুবিধা বাতিল করতে যাচ্ছে। অথচ তারা বাণিজ্য, শ্রম ও পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর আমার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। সেখানে তারা পরিষ্কার বলেছেন, মনিটরিং পিরিয়ড তিন বছর বাড়ানো হবে। সেটা ২০২৬ হতে পারে বা ২০২৯ পর্যন্ত হতে পারে। যদিও প্রধানমন্ত্রী এটা ২০৩২ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর কথা বলেছেন। সেটা যাই হোক এখন আমাদের আলোচনা হচ্ছে জিএসপি প্লাস কীভাবে হতে পারে সেটা নিয়ে। জিএসপি আছে, এটা নিয়ে কোন শঙ্কা নেই। ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে, এমন অনেক দেশের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য দিন দিন বেড়েই চলছে এমন উদাহরণও আছে। ফলে অর্থনৈতিক কোন নিষেধাজ্ঞা আসার কোন যুক্তি আমি দেখি না।"

শ্রম অধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতির কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের আশঙ্কা নাকচ করেছেন বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ। শ্রম পরিস্থিতির ধারাবাহিক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান আছে জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমাদের কাজে তারা সন্তুষ্ট।" গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ী, শ্রমসচিব, বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন বাণিজ্যসচিব।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে সব দেশে শ্রম পরিস্থিতি আরও উন্নত হোক। এটা শুধু বাংলাদেশকে টার্গেট করে না। ইউএস-এর প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম বিষয়ে রপ্তানিকারকরা সচেতন আছেন। আমরাও অবশ্যই সচেতন আছি। আমাদের রপ্তানি বাজার যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য যা যা করা দরকার আমরা সেটা করব। তবে অর্থনৈতিক সক্ষমতা, রপ্তানি পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর চাহিদা বিবেচনায় রেখেই সামনে আগাতে হবে।"

বৈঠকে উপস্থিত তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক ও উৎপাদকদের সমিতি বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে আমরা মোটেও *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পে রপ্তানি আয়ে সুবাতাস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সুবাতাস পরিলক্ষিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাইসেপ্টেম্বরে তৈরি পোশাক খাতে মোট রপ্তানির প্রায় ৭১ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে এ খাতে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল সাড়ে ৫১ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেশি বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলতি ২০২৩২৪ অর্থবছরের জুলাই সেপ্টেম্বরে পোশাক খাতের প্রকৃত রপ্তানি বা মূল্য সংযোজন ছিল ৮২২ কোটি মার্কিন ডলারের। পোশাকের মোট রপ্তানি আয় থেকে কাঁচামাল আমদানি বাবদ খরচ বাদ দিয়ে প্রকৃত আয়ের এ হিসাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জুলাইসেপ্টেম্বরে পোশাক রপ্তানি বাবদ মোট আয় ছিল ১ হাজার ১৬২ কোটি ডলার। তার বিপরীতে আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩৯ কোটি ডলার। তাতে এ খাতের মোট রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৮২২ কোটি ডলারে, যা এ খাতের মোট আয়ের প্রায় ৭১ শতাংশ। অথচ ২০২২২৩ অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাইসেপ্টেম্বর) ১ হাজার ২৭ কোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের বিপরীতে কাঁচামাল আমদানি বাবদ ব্যয় ছিল ৪৯৮ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এ খাতে প্রকৃত রপ্তানি আয় ছিল ৫২৯ কোটি ডলার, যা মোট আয়ের সাড়ে ৫১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের শুরু থেকে পোশাক খাতের প্রকৃত রপ্তানি হঠাৎ করে বেড়ে ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট পোশাক রপ্তানি আয়ের ৭১ শতাংশই ছিল প্রকৃত আয়। এপ্রিলজুন প্রান্তিকে তা বেড়ে হয় সাড়ে ৭১ শতাংশ।

এ বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানির বিপরীতে আমদানি খরচ কমার কয়েকটি কারণ হতে পারে । প্রথমত- পণ্যের চাহিদা কম থাকায় আমদানিও কমতে পারে। দ্বিতীয়ত- বিশ্ববাজারে পোশাকের কাঁচামালের দাম কিছুটা কমেছে তাই এ বাবদ খরচ কমে গেছে। তৃতীয় কারণ - ডলারসংকটের কারণে আমদানি কম হয়েছে। যেহেতু পোশাক খাতে আমদানি করা কাঁচামাল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা যায়, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের পোশাক খাতে সবুজ বিপ্লব

পরিচয় ডেস্ক: 'সবুজ' অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানায় বিশ্বনেতা হিসেবে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ। ফলে দেশের ২০৪টি কারখানা এখন ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) লিড সার্টিফিকেশন (সবুজ কারখানার জন্য প্রশংসাপত্র) পেয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুসারে, ডিসেম্বরে গোল্ড ক্যাটাগরিতে ইউএসজিবিসি থেকে গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন পেয়েছে আরও একটি বাংলাদেশি পোশাক কারখানা। ১১০ পয়েন্টের মধ্যে ৯৯ পয়েন্ট পাওয়া গাজীপুরের সবুজ কারখানাটির নাম 'ইন্টিগ্রা ড্রেসেস লিমিটেড'।

বাংলাদেশ ২০২২ সালে ২৭টি গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে– যার মধ্যে ১৩টি প্লাটিনাম ক্যাটাগরিতে রয়েছে; যা এক বছরে সর্বোচ্চ। মোট ২০৪টি সবুজ সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কারখানার মধ্যে ৭৪টি প্লাটিনাম-রেটেড, ১১৬টি গোল্ড-রেটেড এবং বাকিগুলো অন্যান্য রেটেড। ইউএসজিবিসির লিড সার্টিফিকেশন পেতে আরও ৫০০টি কারখানা পাইপলাইনে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ মানের লিড গ্রিন কারখানার মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশে রয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০টির মধ্যে ৯টি এবং ২০টি লিড সার্টিফিকেশন কারখানার মধ্যে ১৮টি বাংলাদেশে রয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বের সর্বোচ্চ ১০৪ স্কোর পাওয়া কারখানাটি বাংলাদেশেই অবস্থিত। ইউএসজিবিসি বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে কারখানাগুলোকে এ সনদ দেয়। যেমন– রূপান্তর কার্যক্ষমতা, জ্বালানি, পানি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সেরা পারফর্মারদের প্ল্যাটিনাম দিয়ে রেট দেওয়া হয়, এরপর গোল্ড ও সিলভার।

এ বিষয়ে তৈরি বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, 'বাংলাদেশে এখন বিশ্বের কিছু সর্বোচ্চ রেটপ্রাপ্ত লিড সার্টিফায়েড কারখানা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ মানের লিড গ্রিন কারখানার মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী শীর্ষ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে পারসোনাল কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার (পিসিই) ফেডের গড় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ শতাংশ। তবে অক্টোবরে এটি ছিল ৩ শতাংশ। আগের মাস সেপ্টেম্বরে ছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ, যা আগের মাসটির তুলনায় মোটামুটি স্থিতিশীল এবং অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ।

অস্থির খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যস্ফীতি বাদ দেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে বছরওয়ারি মূল্যস্ফীতি ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে, যা এক বছর আগে ছিল ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। সে হিসেবে বার্ষিক মূল্যস্ফীতিও কমেছে।

অন্যান্য ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির গতি কমে আসার বিষয়টিও ফেড কর্মকর্তাদের জন্য সুখবর। ভোক্তারা ধীরগতিতে ব্যয় বাড়াচ্ছেন। সেপ্টেম্বর থেকে ব্যক্তিগত ব্যয় দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে, যা আগের মাসের তুলনায় কিছুটা মন্থর গতিকে নির্দেশ করে। প্রতিবেদনটি ফেড কর্মকর্তাদের কাছে গুরুপূর্ণ বিষয় হতে পারে। কারণ তারা ২০২৩ সালের চূড়ান্ত সভার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা ১২-১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

যদিও বিনিয়োগকারীরা ব্যাপকভাবে প্রত্যাশা করছেন, সভায় নীতিনির্ধারকরা ঋণ গ্রহণের ব্যয় অপরিবর্তিত রাখবেন। সভা থেকে শীর্ষ অর্থনীতিবিদরা একটি নতুন অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ প্রকাশ করবেন, যা ভবিষ্যতের নীতির জন্য তাদের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিতে পারে। সভা শেষে ফেড প্রধান জেরোম এইচ পাওয়েলের একটি সংবাদ সম্মেলন করার কথা।

ইনফ্লাশন ইনসাইটসের প্রতিষ্ঠাতা ওমর শরীফ জানান, তারা এখনই 'মিশন সম্পন্ন' ঘোষণা করার বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন।

মূল্যস্ফীতি ও ভোক্তা ব্যয় উভয়ই কীভাবে এগিয়ে যাবে, নীতিনির্ধারকরা নিবিড়ভাবে তা পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা এরই মধ্যে সুদহার ৫ দশমিক ২৫ থেকে ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, যা দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর। অনেক কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন, এখন এটি বন্ধ করার সময় একই সঙ্গে নীতিটি কীভাবে কার্যকর হয়, তা দেখারও সময়।

ফেডারেল ডিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট জন সি উইলিয়ামস সম্প্রতি এক আলোচনায় ইঙ্গিত দিয়েছেন, মূল্যস্ফীতির আকার মাঝারি হবে। যদিও এমন তথ্যের পর ফেডের কর্মকর্তারা সুদহার আরো বাড়াতে পারেন বলেও আশঙ্কা করেন তিনি।

জন সি উইলিয়ামস বলেন, 'যদি মূল্যস্ফীতি ও বাজারের ভারসাম্যহীনতা আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি থাকে, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অর্থনীতি

জাকির হোসেন: বাংলাদেশে আগামী ৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। টানা তিন মেয়াদে সরকারে থাকা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনের মাঠে নেমে পড়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে আসতে চাইছে না। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তারা অবরোধ ও হরতালের ডাক দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন। ফলে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক সংকট নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার এমন এক সময়ে নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে, যখন দেশের অর্থনীতি বেশ সংকটাপন্ন। বাজারে জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতির হার এখন গত এক যুগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উদ্বেগজনকভাবে কমেছে। টাকা অনবরত দর হারাচ্ছে। বিদেশের সঙ্গে লেনদেনে ঘাটতি বেড়েছে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপও বেড়েছে। সরকারকে এর পরিণতিতে ব্যয় সংকোচন করতে হচ্ছে। সরকারের নীতির প্রভাবে বেসরকারি খাতও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে। এ পরিস্থিতিতে রাজনীতি ও নির্বাচনের সাথে অর্থনীতির আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সাধারণ মানুষের আলোচনায় আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অর্থনীতির প্রসঙ্গ এখন বেশি বেশি উঠে আসছে। শুধু জিনিসপত্রের দাম নিয়ে নয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিংবা বৈদেশিক ঋণের পরিমাণের হালনাগাদ পরিসংখ্যান নিয়েও মানুষ কথা বলছে। অনেকে জানতে চাইছেন, দেশের অর্থনীতির অবস্থা আসলে কেমন। বাজারে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়বে কিনা। ডলারের দাম আর কত বাড়বে। কেউ কেউ এমনও জিজ্ঞেস করছেন, শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে কিনা।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু সংকট দেখা যাচ্ছে যার সঙ্গে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, শ্রম অধিকার ইত্যাদি বিষয় যুক্ত। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা বাধার সৃষ্টি করবে, তারা সেদেশের ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি স্মারক অনুমোদন করেছে। কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র শ্রম অধিকার ক্ষুন্ন করেছে মনে করলে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। বাংলাদেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞায় পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আর যদি তা ঘটে তাহলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা বাংলাদেশ থেকে একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নও শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার ইস্যুতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা তারা আমদানির উৎস দেশগুলোতে বাস্তবায়ন করতে চায়। ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মূল বাজার। ফলে রপ্তানিকারকদের মধ্যে এসব বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সরকারকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির অন্যতম টার্গেট হতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সরকারও মনে করছে, নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন তৎপরতার কারণে অর্থনৈতিক চাপ আসতে পারে । সরকারের নীতি-নির্ধারকদের বক্তব্যে এমন কথা-বার্তা আসছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সম্প্রতি বলেছেন, দেশের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে অর্থনৈতিক সংকট গভীর হবে। সার্বিকভাবে অর্থনীতির স্বার্থেই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন।

এদিকে রাজনৈতিক সংকট বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীরা এ ধরণের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা চুপচাপ বসে আছেন। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরই বলেছেন, বর্তমানে নতুন পুঁজি বা ইক্যুয়িটি আকারে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আসছে না। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন যা বিনিয়োগ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ডলার সংকটে বাংলাদেশে অনেকের ব্যবসা বন্ধ

পরিচয় ডেস্ক: ডলার সংকটের কারণে ছোট ছোট আমদানিকারকেরা তাদের ব্যবসা নিয়ে বিপাকে আছেন। কেউবা ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার কেউ ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে বাইরে থেকে উচ্চ মূল্যে ডলার কিনছেন আমদানির জন্য এলসি খুলতে।

ব্যাংকগুলো ছোট আমদানিকারকদের এলসি খুলতে রাজি হচ্ছে না। আবার বড় ব্যবসায়ীরাও প্রয়োজনীয় ডলার কিনতে পারছেন না। ফলে আমদানি করা পণ্যের দাম কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ী ফারুক হোসেন গত সপ্তাহে কলাবাগান এলাকার রাস্তায় ডয়চে ভেলের প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, ভাই আপনারা কিছু লেখেন, আর তো ব্যবসা ধরে রাখতে পারছি না। ছোট খাট আমদানির ব্যবসা করি তা দিয়েই সংসার চলে। কিন্তু ব্যাংক থেকে অনেক দিন ধরেই ডলার পাচ্ছি না। বাইরে থেকে ডলার কিনেও এলসি খোলা অনেক কষ্টের। ব্যবসা করা যায় না।

তার কথা, বড় ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ম্যানেজ করতে পারেন। আমাদের পাত্তা দেয় না। কোনো কোনো ব্যাংক রাজি হলেও ডলারের সমপরিমাণ টাকা আবার ব্যাংকে জমা রাখতে বলছে। এলসির বিপরীতে ডলার দিচ্ছে না।

ঢাকার মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. বশির উদ্দিন বলেন, ''আমরা

এখন আর এলসি খুলতে পারছি না। মৌলভীবাজারের অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা সরসরি ভোগ্যপণ্য আমদানি করেন। কিন্তু তাদের আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাংক আমাদের আর ডলার দিচ্ছে না। ডলার সংকটের কারণে ব্যবসা এখন মনোপলি হয়ে গেছে। বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের হাতে চলে গেছে আমদানি ব্যবসা।''

তিনি জানান, ''তারপরও আমাদের ব্যবসায়ীরা ২৫-৩০ হাজার ডলার ম্যানেজ করে ছোট ছোট চালানে আমদানি করে। সবাই মিলে আমরা এখন এইভাবে কম কম আমদানি করে ব্যবসা টিকিয়ে রাখছি। এক লাখ ডলারের কছাকাছি হলেই আমরা আর আমদানি করতে পারি না। গত এক বছরে ব্যাংক থেকে আমি কোনো এলসি খুলতে পারি নাই।''

এফবিসিসিআইর সাবেক পরিচালক মো. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''ডলার সংকটের কারণে যারা ছোট ছোট আমদানিকারক তাদের অনেকের ব্যবসাই বন্ধ হয়ে গেছে। তারা ব্যাংক থেকে ডলার পাচ্ছেন না। যারা আমদানি করছেন তারা বাইরে থেকে চড়া দামে ডলার কিনে আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়ছে।বড় ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকেরা ব্যাংক থেকে ডলার পাচ্ছেন। কারণ তাদের তো নিজেদেরই ব্যাংক আছে। তারা ডলার ম্যানেজ করতে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

প্রবাসী বাড়লেও বাড়ছে না বাংলাদেশের রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: ডলার-সংকটে রেমিট্যান্স বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু বৈধপথে রেমিট্যান্স সংগ্রহে গত মাসে ভাটা পড়েছে। এক মাসের ব্যবধানে ৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স কম এসেছে। যদিও করোনার পর থেকে প্রতি মাসেই বিদেশে জনসংখ্যা পাঠানো অব্যাহত রয়েছে। বেড়েই চলেছে প্রবাসীর সংখ্যা। সেই অনুপাতে রেমিট্যান্স বাড়ছে না। যার নেপথ্যে রয়েছে রেমিট্যান্স পাঠাতে জটিলতা এবং হুন্ডিতে বাড়তি দাম পাওয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৯৩ কোটি ডলার (১ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন) ডলার দেশে এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ (প্রতি ডলার ১০৯ টাকা ৭৫ পয়সা ধরে) ২১ হাজার ১৮২ কোটি টাকা। তার আগের মাস অক্টোবরে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে ১৯৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা গত চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে রেমিট্যান্স কম এসেছে প্রায় ৫ কোটি ডলার।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, করোনার পরেই প্রবাসী বেড়েছে। যাঁদের বড় একটি অংশ শ্রমিক হিসেবে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকের আয় বৈধ পথে হয় না। আবার ব্যাংকে পাঠাতে জটিলতা রয়েছে। কিন্তু হুন্ডিওলাদের তাঁরা সহজে পান এবং রেটও তুলনামূলক বেশি। এ জন্য ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ছে না। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে ৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক হিসেবে বিদেশে গেছেন। ২০২২ সালে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩। এর আগে ২০২১ সালেও ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ বাংলাদেশি শ্রমিক অভিবাসী হয়েছেন। সব মিলিয়ে করোনার পরে বিদেশের শ্রমবাজারে নতুন করে ২৫ লাখ বাংলাদেশি যুক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৪ কোটি ৪২ লাখ ৬০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫ কোটি ৩১ লাখ ৮০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৭২ কোটি ৬৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫৯ লাখ ২০ হাজার ডলার। তবে ৭ ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি।

২০২৪ সালে বৈশ্বিক খাদ্যশস্য মূল্য ৬.৫% কমার পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ববাজারে ২০২৪ সালে খাদ্যশস্যের দাম ৬ দশমিক ৫ শতাংশ কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক ও ফিচ সলিউশনের গবেষণা সংস্থা বিএমআই। তবে এল নিনোর প্রভাবে ব্যতিক্রম হতে পারে চালের বাজার। বিশেষ করে শীর্ষ উৎপাদক ভারত চাল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা রাখায় পণ্যটির দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। খবর দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন।

বিশ্বব্যাংকের কমোডিটি আউটলুক প্রতিবেদন বলছে, চালের সম্ভাব্য উচ্চমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে পারে ভুট্টা ও গমের ফলন। আগামী বছর খাদ্যশস্য দুটির ব্যাপক সরবরাহ প্রত্যাশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিএমআইর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শিকাগো বোর্ড অব ট্রেডে (সিবিওটি) তালিকাভুক্ত দ্বিতীয় মাসে সরবরাহ চুক্তিতে ভুট্টা, সয়াবিন ও গমের গড় বার্ষিক মূল্য যথাক্রমে ৯ দশমিক ৯, ৩ দশমিক ৯ ও ৫ দশমিক ৭ শতাংশ কমতে পারে। ফসল তিনটির উৎপাদনের ওপর বার্ষিক গড় মূল্য ৬ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

কভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০২০ সালে খাদ্যশস্যের দাম ব্যাপক বেড়ে যায়। তবে বছরওয়ারি হিসাবে ২০২৩ সালে বার্ষিক গড় মূল্য ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ কমতে পারে বলে প্রত্যাশা।

শীর্ষ উৎপাদক দেশগুলোয় ২০২৩-২৪ মৌসুমে ব্যাপক ফলন হলে বাজারে দামের ওপর নিম্নমুখী প্রভাব পড়তে পারে। চলতি বছর আরো একবার রাশিয়ায় গমের ব্যাপক উৎপাদন প্রত্যাশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজারে ব্রাজিলিয়ান ভুট্টা ও সয়াবিন সরবরাহ বাড়ার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ধ্বংসস্তূপ থেকে বাবার কণ্ঠ শুনছি, বাঁচাও বাঁচাও

পরিচয় ডেস্ক: হামাস নিধনের নামে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজার সর্বত্র ফের বিভীষিকা নেমে এসেছে। বেসামরিক ঘরবাড়ি, আশ্রয়শিবির ও স্কুল-মসজিদে গণবোমা বর্ষণে হু হু করে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ নির্বিকার বিশ্ব। সদ্য পৃথিবীতে আসা নতুন শিশু মা ডাকার আগেই বোমায় নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট সন্তানের লাশ কোলে জড়িয়ে আহাজারি করছে বাবা-মা। কোথাও শিশুরা খুঁজছে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত স্থাপনার ধ্বংসস্তূপে তাদের স্বজনদের। কিন্তু উদ্ধার করতে পারছে না। আবার বোমা-রঙিন আকাশের নিচে অকাতরে প্রাণ দিতে হচ্ছে তাদের। গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত জাবালিয়া রিফিউজি ক্যাম্প এই উপত্যকার সবচেয়ে বড় শরণার্থীশিবির। সেখানে বাস করে ১ লাখ ১৬ হাজার উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনি। যারা জাতিসংঘ, বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের সহায়তায় বেঁচে থাকে। রবিবার (৩ ডিসেম্বর) সেখানে ভয়ংকর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। বেসামরিক ও উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিদের ওপর এই হামলা আন্তর্জাতিক আইনের পুরোপুরি পরিপন্থি। জাতিসংঘ বারবার এ ধরনের হামলা বন্ধের আহ্বান জানালেও কর্ণপাত করছে না ইসরায়েল নামক জায়নিস্ট রাষ্ট্র। জাবালিয়া ক্যাম্পে নজিরবিহীন হামলায় বহু ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছে। নরহত্যার ভয়ংকর সব দৃশ্য সেখানে। আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া ফিলিস্তিনিদের উদ্ধারে কোনো উপায় না পেয়ে খালি হাতে কাজ করতে হচ্ছে। সেখানকার বাসিন্দারা হাত দিয়ে ইট-পাথর সরিয়ে চাপা পড়া জীবিত মানুষদের বাঁচানোর চেষ্টা

করছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। আবার লাশও বের করে আনছে অনেকে। সেখানে একটি শিশুর ছিন্নভিন্ন লাশ পড়ে আছে।

বোমার আঘাতে বিস্ফোরিত ভবনের ধুলাবালু, ধোঁয়ায় জাবালিয়া রিফিউজি ক্যাম্পের আকাশ ধোঁয়াশায় ছেয়ে গেছে। তার মধ্যে এক শিশু চিৎকার করছে, 'আমার বাবা কোথায়? বাবা তুমি কোথায়?' তারপর আরেকজনের কণ্ঠে শোয়া যায়, 'আমার বাবার কণ্ঠ শুনছি, বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছেন তিনি।' গত শনিবার (০২ ডিসেম্বর) জাবালিয়া ক্যাম্পে হামলা চালায় ইসরায়েল। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই সেখানে আবার হামলা করা হলো। শুধু জাবালিয়া ক্যাম্পেই নয়, গাজার বেসামরিক স্থাপনা ও ঘরবাড়িও জ্বলছে।

অন্য এক জায়গায় দেখা যায় হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ইসরায়েলি বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রাণ হারানো ছোট্ট ভাই মোহাম্মদ খালিদকে বিদায় জানানোর মুহূর্তে এই মর্মান্তিক দৃশ্য ধরা পড়ে। খালিদের লাশ চাপা পড়ে ছিল ধ্বংসস্তূপে। তার কিশোর ভাই সাইদ খালিদ শেহতা লাশটি তুলে আনে। তারপর থেকে সে অঝোরে কাঁদছে। তাকে বলতে শোনা যায়, 'তোমার মতো আরেকজন ভাই আমি কোথায় পাব। আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে কবর দিয়ে দাও।'

গাজায় মানবেতিহাসের বর্বরতম ইসরায়েলি হামলায় এত বেশি বীভৎসতা হয়েছে, যা স্মরণকালের ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। প্রতিরোধহীন ও নির্বিচার এই হামলায় হাজার হাজার মানুষ প্রতিবন্ধী হয়েছে। বহু শিশু তার স্বাভাবিক জীবন হারিয়েছে। তবু মাতৃভূমি আঁকড়ে থাকা এই ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার অভিযানে মত্ত রয়েছে ইসরায়েল। আর দেশটিকে সরাসরি সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শনিবার ইসরায়েলে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ংকর বাঙ্কার বোমা। এই বোমা মাটির নিচ থেকে পুকুরের মতো গর্ত করে বিস্ফোরিত হতে পারে। এতে সেখানে শুধু প্রাণহানিই হবে না, দীর্ঘস্থায়ী হবে বিষক্রিয়া। ফলে ভবিষ্যতে সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া হবে মৃত্যুঝুঁকির কারণ।

ইসরায়েল কৌশলে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করছে বললেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল কৌশলে ফিলিস্তিনি এলাকাগুলো দখল করে ফেলছে বলে মন্তব্য করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। গত বৃহস্পতিবার, ৩০ নভেম্বর তিনি ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান বলে সংবাদমাধ্যম আনাদলুর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ছবি:এএফপি

পেদ্রো স্পেনের সম্প্রচারমাধ্যম টিভিইকে বলেন, 'আমরা দেখেছি, ইসরায়েল পরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড, পশ্চিম তীর দখল করেছে। আর এখন আমরা দেখছি গাজায় কী হচ্ছে।'

স্পেনে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া পেদ্রো সানচেজ বলেন, তাঁর সরকার গত ৭

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

২ বছরে ৩ লাখের বেশি সেনা হারিয়েছে ইউক্রেন

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের প্রায় ২ বছরে ৩ লাখেরও বেশি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্য হারিয়েছে ইউক্রেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাবেক উপদেষ্টা অ্যালেক্সেই অ্যারেস্তোভিচ এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন। রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানানোর পাশাপাশি ইউক্রেনকে সদস্যপদ দেয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর গড়িমসি মনোভাবের সমালোচনাও করেছেন জেলেনস্কির সাবেক এ উপদেষ্টা।

অ্যারেস্তোভিচ বলেন, 'কোথায় ন্যাটো? তারা কি আদৌ আমাদের গ্রহণ করবে? গত ২ বছরের যুদ্ধে আমাদের ৩ লাখেরও বেশি সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আর কত ক্ষয়ক্ষতির পর আমরা (ন্যাটোর) সদস্যপদ পাবো?'

মিনস্ক চুক্তি স্বাক্ষরের ৬ বছর পেরোনোর পরও ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য তদবিরের অভিযোগে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সেই অভিযান এখনো চলছে এবং গত দুই বছরের যুদ্ধে লাখ লাখ সেনা সদস্যের পাশাপাশি নিহত হয়েছেন হাজার হাজার বেসামরিক লোকজনও। স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য গত বছর দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তি সংলাপের আয়োজন করেছিল তুরস্ক। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর সেই আলোচনা ভেস্তে যায়। ইউক্রেনের এমপি ডেভিড আরখামিয়া সম্প্রতি সেই আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে দায়ী করেছেন।

আরটি নিউজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পরোক্ষভাবে ডেভিড আরখামিয়াকে সমর্থন করেছেন অ্যারেস্তোভিচ। তিনি বলেন, 'সেই শান্তি সংলাপে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের মধ্যে আমিও ছিলাম। সংলাপ থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম, তা সঠিক ছিল না।'

মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে ফিলিস্তিনিদের জীবন

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৪৮ সালে যুদ্ধের কারণে অনেক মানুষ পালাতে বাধ্য হন। সেই সময় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদের জীবন কিভাবে কাটছে এখন?

সব দেশে একই অবস্থায় নেই তারা। তবে যেখানেই আছেন, আছেন একটাই দাবি নিয়ে- দ্বি-রাষ্ট্র নীতিতে হতে হবে ফিলিস্তিন সংকটের সমাধান।

বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেয়া সব ফিলিস্তিনি অবশ্য শরণার্থী শিবিরে নেই, তাই সবাইকে শরণার্থী বলাও সমীচীন নয়। ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণসহায়তা সংস্থা (ইউএনআরডাব্লিউএ)-র সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমের ৫৮টি শরণার্থী শিবিরে মোট ৫৯ লাখ ফিলিস্তিনি রয়েছে।

লেবাননে ফিলিস্তিনিদের জীবন : ইউএনআরডাব্লিউএ-র তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে লেবাননে মোট আড়াই লাখ ফিলিস্তিনি ছিলেন। তবে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষক কেলি পেটিলো মনে করেন, প্রকৃত সংখ্যাটা পাঁচ লাখের মতো। গত প্রায় ১০০ বছরে একবারও আদমশুমারি না হওয়ায়

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

আরো ৬ বছর রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকতে চান পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ০৮ ডিসেম্বর শুক্রবার এ খবর দিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রিয় বার্তা সংস্থা তাস।এর মাধ্যমে আরো ছয় বছরের জন্য ক্ষমতায় থেকে যেতে চান ৭১ বছর বয়সী পুতিন। রাষ্ট্রপরিচালিত বার্তা সংস্থাগুলো খবর দিয়েছে যে পুতিন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার ক্ষমতার ২৪ বছরের সময়কে আরো বাড়িয়ে নিতে চান। ক্রেমলিনে একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুতিন এ ঘোষণা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন একজন সামরিক কর্মকর্তা।

ইউক্রেন যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সামরিক কর্মকর্তাদের রাশিয়ার সর্বোচ্চ সামরিক সম্মাননা 'দি হিরো অফ রাশিয়া গোল্ড স্টার' প্রধান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে স্পার্টা ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর্তিওম জোগা প্রেসিডেন্ট পুতিনকে আবারো নির্বাচনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ডেনমার্কে বিল পাস, পবিত্র কোরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: ডেনমার্কে পবিত্র কোরআন পোড়ানো, ছেঁড়া বা অমর্যাদাকর কোনো কাজ করা যাবে না। করলে জরিমানা বা জেল। বিল পাস পার্লামেন্টে। ডেনমার্কের পার্লামেন্টে এনিয়ে একটি বিল পাস হয়েছে। ফলে এই উত্তর ইউরোপীয় দেশে পবিত্র কোরআন পড়ানো, ছেঁড়া বা অমর্যাদাকর আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গন্য হবে।

দুই বছর পর্যন্ত জেল : বিল-এর পক্ষে ৯৪ ও বিপক্ষে ৭৭টি ভোট পড়ে।

বিল-এ বলা হয়েছে, একটি স্বীকৃত ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বই বা লেখার প্রতি অন্যায্য আচরণ করা যাবে না। ধর্মগ্রন্থ পোড়ানো, ছেঁড়া বা অমর্যাদার জন্য জরিমানা বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়ানো নিয়ে যদি ভিডিও প্রচার করা হয়, তাহলে অপরাধীর কারাদণ্ড হবে।

ডেনমার্কের বিচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে জঙ্গি আক্রমণের সম্ভাবনা কম করার জন্য এই বিল পাস করা হয়েছে। এই আইন ধর্মগ্রন্থের পরিকল্পনামাফিক বিদ্রুপ, অসম্মান বন্ধ করতে চেয়েছে। বিচারমন্ত্রী পিটার হুমেলগার্ড বলেছেন, আমাদের দেশ ও দেশের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই হবে। সেজন্যই আমাদের কাছে এই ব্যবস্থা নেয়া জরুরি

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র

নির্বাচন ২০২৩

সন্মানিত উপদেষ্টা ও কার্যকরি কমিটির নেতৃবৃন্দ,

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী সকল চাঁদপুরবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন রচনা এবং অগ্রজদের গঠন করা চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য আগামী ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে সভাপতি এবং সোহেল গাজীকে সাধারণ সম্পাদক পদে আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া কামনা করছি।

সাইফুল ইসলাম

সভাপতি পদপ্রার্থী

সোহেল গাজী

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী

আওয়ামী লীগ হয়তো জিতবে, কতটা মূল্য দিতে হতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে

মাহফুজ আনাম

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি প্রায়ই ১৯৭১ সালের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা স্মরণ করি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে পেরে আমরা কতটা ভাগ্যবান ছিলাম, সেই কথা ভাবি। আমরা সেই গৌরব, ত্যাগ ও সাহসিকতার সময়টিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করি এবং আমাদের অন্তর্নিহিত অভা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চাই, যেটি আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সাহসী ও ভীরু, সবাইকে দুঃসাহসিকতায় পূর্ণ, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মতো কাজে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং গণহত্যাকারী সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত করেছিল।

সেই সময় নিঃসন্দেহে আমাদের সহযোদ্ধারাই ছিলেন অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস। একইসঙ্গে কবিতা, দেশাত্মবোধক গান, অতীত সংগ্রামের ইতিহাস এবং অবশ্যই, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে সময়ের একটি গান আমার স্মৃতিতে চির অম্লান:

“মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি”

ছয় বছর বয়সী সিয়াম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পড়তে যেয়ে আমার এই গানের কথা মনে পড়ে যায়। গত বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে সিয়াম তার বাবা কারাবন্দী বিএনপি নেতা আবুল কালামের (৩৫) একটি ছবি তুলে ধরেছিল। সেখানে আরও উপস্থিত ছিল নুরজাহান (৪) ও তার বড় বোন আকলিমা (৭)। তাদের বাবা গ্রেপ্তার এড়াতে লুকিয়ে আছেন। তাদের মা হাফসা আখতারকে তুলে নেওয়া হয় এবং তার বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়। তার পরিবারের ভাষ্য, তিনি কখনোই কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এর পরও আদালত তাকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আবেদন মঞ্জুর করে। শিশুগুলো তাদের দাদা-দাদী, নানা-নানীর সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিতে এসেছে। চার বছরের নুরজাহানের চোখ-মুখ দেখেই তার মায়ের শূন্যতা বোঝা যাচ্ছিল। সে এর আগে আর কখনোই মাকে ছাড়া বাসা থেকে বের হয়নি। এই বিক্ষোভ কেন হচ্ছে বা এখানে কী হচ্ছে, সে বিষয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু মাইক্রোফোনে তার বাবা-মায়ের নাম শুনে তারস্বরে কেঁদে উঠেছিল শিশুটি। তার মতো আরও অনেক শিশু ছিল সেখানে। একেবারে ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ছিল সেখানে, যারা সবাই তাদের বাবা-মায়ের খোঁজে এসেছে—বিশেষত, বাবাদের—যারা আটক আছে।

একটু আগে যে গানটির কথা উল্লেখ করেছি, সেটা কি স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিয়ে লেখা হয়নি? এই শিশুরাই কি সেই ‘ফুল’ নয়, যাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি? আমরা কি আমাদের তরুণ প্রজন্মের মুখের হাসি অটুট রাখতে অস্ত্র ধরিনি? আমরা কি আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে দায় দিতে পারি, যদি তারা ধরে নেয় যে শহীদদের প্রতি আমাদের সকল অঙ্গীকার ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়? আমাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কি আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যবোধগুলোকে প্রহসনে পরিণত করিনি? আমরা কি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মিথ্যা বলেছি?

নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, মারধর, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভয়-ভীতি প্রদর্শনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা গত মঙ্গলবার প্রশ্ন তোলেন, ‘বিএনপি করা কি অপরাধ?’। বুধবার বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের একটি সংগঠনের দাবি করে, ২৮ অক্টোবর থেকে সারা দেশে বিরোধীদলের ২০ হাজার ৩২৬ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই বিএনপির। আইনজীবীরা দাবি করেন, মোট ৮৩৭টি ‘সাজানো ও গায়েবি’ মামলায় ৭৩ হাজার ১২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া, পুলিশ ও অন্যান্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে একই সময়ে ৮ হাজার ২৪৯ জন আহত হয়েছেন এবং এক সাংবাদিকসহ ১৭ জন নিহত হয়েছেন।

তাহলে কি আমরা এটাই ধরে নেব যে, বিরোধীদলের কর্মীরা, বিশেষত যারা বিএনপির সদস্য, তারা সবাই হঠাৎ অপরাধী হয়ে উঠেছেন? কর্তৃপক্ষের উত্তর হবে: যারা অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত, শুধু তাদেরকেই আটক করা হচ্ছে, বিএনপি কর্মীদের নয়। বিষয়টি যদি এরকমই হয়, তাহলে বিএনপি যখন হাজারো মানুষ নিয়ে (কখনো লাখো মানুষের অংশগ্রহণে) বড় সমাবেশের আয়োজন করেছিল, তখন কেন সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেনি? কেনই বা পাঁচ থেকে দশ বছরের পুরনো মামলাগুলোকে হঠাৎ করে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, ঠিক নির্বাচনের আগে? এসব ঘটনা কি এক সুস্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে না যে, আমাদের আইনি ব্যবস্থা এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যবহার হচ্ছে?

এই মুহূর্তে বেশ কিছু ঘটনা ঘটছে যা আমাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে।

প্রথমত, বিএনপি নেতাকর্মীদের হয়রানি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, গ্রেপ্তার, জোর করে বাসায় ঢুকে হেনস্তা, তাদেরকে খুঁজে না পেলে পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ইচ্ছেমত মামলায় জড়ানোসহ আরও অনেক কিছুর জন্য পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সার্বিকভাবে এমন এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে বাধ্য হয়ে দলটির অনেক কর্মী এখন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এতে দুইটি ঘটনা ঘটেছে: দলের সেই কর্মীদের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ও তাদের পরিবার আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়েছে। এদের অনেকেই চরম অর্থ সংকটে আছেন। বিএনপি নেতাকর্মীদের মনে ভয় ঢোকাতে পেরেছে পুলিশ। এটাই আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিত্র।

দ্বিতীয়ত, আমাদের আইনি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে দুইভাবে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে। ১) যে কাউকে অভিযুক্ত করা যায়, এবং এ ক্ষেত্রে মামলাগুলোর পেছনের যুক্তি যেমনই হোক না কেন—খুব সম্ভবত গ্রহণ করা হবে; এবং ২) জামিন দেওয়ার বিষয়টিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধিকার নয়, বরং সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল এবং উপযুক্ত কারণ ছাড়াই জামিন আবেদন নাকচ হতে পারে। এর অর্থ হলো, আসামি হলেই কারাবরণ করতে হচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিমান্ডেও যেতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা সম্প্রতি খাদিজাতুল কুবরার বিরুদ্ধে মামলাটি বিবেচনা করতে পারি। তাকে জামিন পেতে আটবার আবেদনের প্রয়োজন পড়ে, শেষ পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ আদালতে গড়ায়। এর মধ্যে পেরিয়ে যায় ১৪ মাস।

আইন এখন আর নাগরিকদের সুরক্ষা কবচ নয়, বরং ভীতি ও দমন-পীড়নের উৎস। আজকের দিনে, যেকোনো মানুষকে, যেকোনো মামলায়, যেকোনো সময় এবং যেকোনো অজুহাতে অভিযুক্ত করা যেতে পারে—এবং এ ক্ষেত্রে পুলিশই বিচারকের ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বিএনপির কর্মী হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আইনি ব্যবস্থা তাকে মুক্ত করার কোনো দায় নেবে বলে মনে হয় না। আমাদের আইন ‘অজ্ঞাতনামাদের’ বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সুযোগ দেয়, যাদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন থেকে শুরু করে কয়েক ডজন, এমনকি শত শতও হতে পারে। এতে পুলিশ যেকোনো মানুষকে অভিযুক্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়, বিশেষত, যাদের সঙ্গে রাজনীতির ন্যূনতম হলেও যোগসূত্র রয়েছে এবং যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন (অথবা ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা পরিচালক বা ছোটখাটো উদ্যোক্তা), যারা পুলিশের বিরুদ্ধে অসহায় এবং যাদের টাকা খরচ করা ছাড়া এই বিপদ থেকে বের হয়ে আসার কোনো উপায় নেই। কর্তৃপক্ষও কিছু মনে করে না, কারণ এতে পুলিশ খুশি থাকে।

বহির্বিশ্বের কাছে আমরা আমাদের আইনি ব্যবস্থার এ কোন ভাবমূর্তি তুলে ধরছি?

এই কলাম লেখার সময় আমি মালদ্বীপের সাম্প্রতিক নির্বাচনের কথা না ভেবে পারছি না, যেখানে বিরোধী দলের প্রার্থী—মোহামেদ মুইজ্জু—৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন—আর তার প্রতিপক্ষ ও ক্ষমতাসীন, আমি আবারও বলছি, ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী—৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এই দুই দলের ধ্যানধারণা পুরোপুরি বিপরীতধর্মী। তা সত্ত্বেও, কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়াই নির্বাচন হয়েছে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। উন্নয়নের রোল মডেল হওয়া সত্ত্বেও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ বছর: আমরা কতটুকু এগোলাম?

ড. মইনুল ইসলাম

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি। ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা আমাদের ৫২তম বিজয় দিবস উদযাপন করতে চলেছি। এখন প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সূচক বিশ্বকে জানান দিয়ে চলেছে যে বাংলাদেশ একটি আত্মনির্ভরশীল এবং দ্রুত-বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে শোষণ, বঞ্চনা, সীমাহীন বৈষম্য ও লুণ্ঠনের অসহায় শিকারে পরিণত করেছিল পাকিস্তানের শাসকরা, যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিজয় অর্জন করে আমরা পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলাম।

স্বাধীনতার ৫২ বছরে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল বিশ্বের ‘রোল মডেলে’ পরিণত হয়েছে। যে দশটি গুরুত্বপূর্ণ ডাইমেনশন বাংলাদেশের অর্থনীতির এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে ধারণ করছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ‘খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২’ মোতাবেক ২০২২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত ১৮ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, অথচ ১৯৭২ সালে এদেশের ৮২ শতাংশ মানুষের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল।

২। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছর থেকে ১৯৮১-৮২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য ১০ শতাংশের বেশি ছিল এবং ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে ওই অনুপাত ১৩.৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল। নিচে উপস্থাপিত সারণি-১ এর তথ্য-উপাত্তে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের, প্রধানত জিয়া আমলের, অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তানির্ভরতার করুণ চালচিত্রটি ফুটে উঠেছে। জিয়া সরকার ১৯৭২-৭৫ পর্বের বঙ্গবন্ধু সরকারের চাইতে অনেক বেশি বৈদেশিক সহায়তা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে। ফলে ওই সময়েই বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক অনুদান ও ঋণনির্ভরতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

গত ৪১ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর এদেশের অর্থনীতির নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপির এক শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ওই বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের মাত্র ১ শতাংশের মতো ছিল খাদ্য সাহায্য, আর বাকি ৯৯ শতাংশই ছিল প্রকল্প ঋণ। এখন বাংলাদেশ আর পণ্য সাহায্য নেয় না। এর তাৎপর্য হলো, বৈদেশিক ঋণ-অনুদানের ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতির টিকে থাকা না থাকা এখন আর কোনোভাবেই নির্ভর করে না।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক সাহায্য পেত, গড়ে তার ২৯.৪ শতাংশ ছিল খাদ্য সাহায্য, ৪০.৮ শতাংশ ছিল পণ্য সাহায্য, আর ২৯.৮ শতাংশ থাকত প্রকল্প সাহায্য। সারণি-১ দেখাচ্ছে, ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর বাংলাদেশের আমদানি বিলের ৭১.১৭ শতাংশই পরিশোধ করতে হয়েছিল বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ দিয়ে। ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ১০৪.৮ শতাংশ এবং ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর উন্নয়ন বাজেটের ৯৭.৮৩ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। (তার মানে, ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের পৌনঃপুনিক ব্যয়ের অংশবিশেষও বৈদেশিক সহায়তার অর্থে মেটাতে হয়েছিল!) বৈদেশিক সাহায্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে একটা জুজুর ভয় দেখানো হতো, কারণ বৈদেশিক সাহায্য দুর্নীতির একটি সিস্টেমকে লালন করে থাকে। উপরন্তু, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করা এনজিওগুলো বৈদেশিক সাহায্যের জন্যে লালায়িত। এখন যখন খাদ্য সাহায্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং পণ্য সাহায্য আর নিতে হচ্ছেনা তাহলে বৈদেশিক সাহায্যকে বাংলাদেশের জনগণের জীবন-মরণের সমস্যা হিসেবে দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ এখন আর খয়রাত-নির্ভর দেশ নয়; এটা এখন একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ এখন তার আমদানি ব্যয় আর রপ্তানি আয়ের ব্যবধানটা প্রায় বছর মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে প্রেরিত রেমিট্যান্সের চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধির হার এবং বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বছরের পর বছর অব্যাহত চলমান প্রবৃদ্ধি দেশের লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবের এই স্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

৪। জনসংখ্যার অত্যন্ত অধিক ঘনত্ব, জমি-জনঅনুপাতের অত্যল্পতা এবং চাষযোগ্য জমির ক্রম-সংকোচন সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে এখন ধান-উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি দশ লাখ টন, ২০২২ সালে তা সাড়ে তিনগুণেরও বেশি বেড়ে তিন কোটি নব্বই লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। ধান, গম ও ভুট্টা মিলে ২০২২ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল চার কোটি ষাট লাখ টন। সত্তর লাখ টন আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিপরীতে ২০২২ সালে বাংলাদেশে এক কোটি পাঁচ লাখ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। (এখনো আমরা অবশ্য প্রায় ৫৫/৬০ লাখ টন গম আমদানি করি।) মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। তরিতরকারি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ। খাদ্যশস্য, মাছ, তরিতরকারি উৎপাদনের এই সাফল্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এটাও খুবই গুরুত্ববহ যে, আকস্মিক খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য ২০ লাখ টন খাদ্যশস্যের বিশাল মজুতও গড়ে তোলা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় প্রতি বছর বেড়েই চলেছে এবং গত এক দশক গড়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশের মতো। নিচে উপস্থাপিত সারণি-২ এর তথ্য-উপাত্তে অর্থনীতির এই ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা ও রূপান্তরের চিত্রটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক ও সূচকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। করোনা ভাইরাস মহামারি আঘাত হানার আগের বছর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছিল ৮.১৩ শতাংশ। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম গতিশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত লক্ষণীয়, সারণি-২ এর ৪ নম্বর আইটেমে জিডিপির খাতওয়ারি হিস্যার পরিবর্তন অর্থনীতির রূপান্তরের সাক্ষ্যবহন করছে, যেখানে শিল্পখাতের অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে। সারণির ৫ নম্বর আইটেমে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩১.৫৭ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুবই আশাপ্রদ। বিশেষত, সরকারি বিনিয়োগ ২০০৭-৮ অর্থবছরের জিডিপির মাত্র ৪.৫০ শতাংশের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.০৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি প্রশংসার্হ।

৬। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৫৫.৫৬ বিলিয়ন ডলার (৫,৫৫৬ কোটি ডলার), অথচ ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৭৫২ মিলিয়ন ডলার, মানে ৭৫.২ কোটি ডলার। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। রফতানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশই আসছে বুনন ও বয়নকৃত তৈরি পোশাক খাত থেকে। চীনের পর বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। সস্তা শ্রমশক্তির কারণে তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের সুবিধাজনক অবস্থান অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আবারো সঞ্জীবিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক পণ্য, জাহাজ নির্মাণ ও কৃষিভিত্তিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি বাজারে ভালোই সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

৭। বাংলাদেশের এক কোটি পঞ্চান্ন লাখেরও বেশি মানুষ বিদেশে কাজ করছেন ও বসবাস করছেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

শিক্ষকরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন না

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ব্রিটেনের ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির স্রষ্টা জেমস কেয়ার হার্ডি। তিনি সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ জর্জ অরওয়েলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বন্ধু জেমস কেয়ার হার্ডির পরামর্শে জর্জ অরওয়েল ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির সদস্য হলেন। কিন্তু কিছুদিন পর খেয়াল করলেন, দলীয় সদস্য হিসেবে তার স্বাধীন মত ও মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত হচ্ছে। তাই তিনি বন্ধু জেমস কেয়ার হার্ডির সঙ্গে আলোচনা করেই ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি থেকে পদত্যাগ করলেন। পরে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করলেন। আমরা জানি, জর্জ অরওয়েল রাজনীতিবিদের চেয়ে লেখক হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তার লেখায় সব সময় স্বাধীন মতামত ছিল।

আমি মনে করি- বাংলাদেশের কোনো শিক্ষক তার রাজনৈতিক মত ও মন্তব্য অবশ্যই প্রকাশ করবেন এবং তা স্বাধীনভাবে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না। রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেই তার রাজনৈতিক মত ও মন্তব্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবেন না। দলীয় মত ও মন্তব্যকে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আছে রাজনৈতিকভাবে দলাদলি।

তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে নানাভাবে বিব্রত করছে। তাই আমি মনে করি, রাজনীতি ও শিক্ষকতা একসঙ্গে চলে না। অথবা আমার মনে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সব সময় রাজনীতিমুক্ত থাকবেন। শিক্ষক রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছে তার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

শিক্ষকরা দেশ ও জাতির বিবেক হিসেবে কাজ করবেন। তা করতে গিয়ে দেশ এবং জাতির যত সংকটময় মুহূর্ত আসবে- এর সবকিছুতেই চিন্তা, মত ও মন্তব্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবেন। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দিতে হবে দেশের সব রাজনীতিবিদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেটিই করেছিলেন। ১৯৭২ সালে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন- এই যে যারা অধ্যক্ষ হয়েছেন ও ভিসি হয়েছেন, তারা কেউ আমার ভাই-ব্রাদার নন। সবাইকে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখে আমি নিয়োগ দিয়েছি। শিক্ষা খাতে কোনো রাজনীতি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিনটি ঘটনার কথা আমি জানি, তিনি কীভাবে উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজল। তাকে আমি মনে করি, তিনি যথাযথ অধ্যাপক। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ। এ তিনজনই ছিলেন অত্যন্ত মেধা ও মননে যশস্বী অধ্যাপক। এ তিনজনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুরোধ করে উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছেন।

আমরা জানি, এই তিনজন কেমন উপাচার্য ছিলেন। যেমন- আমার নিজের চোখে দেখা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তরুণ প্রভাষক হিসেবে জয়েন করেছি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিচ্ছে। তাদের দাবি, অটোপ্রমোশন দিতে হবে। উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উত্তর দিয়েছিলেন, You can have auto promotion only over my dead bod। এর প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। উপাচার্য মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী ডায়াবেটিকসহ উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। বেলা সাড়ে ৩টায় বঙ্গবন্ধু এসে শিক্ষার্থীদের বকাবকি করলেন।

স্যারের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দৃশ্য আমার চোখে দেখা। শিক্ষকদের কী সম্মান করলেন!

তার পর ছাত্রদের সরিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী স্যারকে তার গাড়িতে তুলতে চাইলেন। তিনি বললেন, গৎ. Prime Minister, thatÕs your car. I can walk down my home। এই বলে তিনি কয়েক ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হতবাক হয়ে থাকলেন। এই দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলব না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষকদের কী সম্মান করতেন! ওই সম্মান এখন বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল ফজল ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ- তারা কেউ কোনোদিন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক মত ও মন্তব্য ছিল। তাই আমি মনে করি, কোনো শিক্ষক কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারেন না। কারণ তারা দেশ ও জনগণের। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)। দৈনিক আমাদের সময় এর সৌজন্যে

ভারতবিদ্বেষ কেন জাতীয় ইস্যু

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত অবস্থায় ১৯৯৮ বা ১৯৯৯ সালে আমি লালদীঘি ময়দানের উত্তর পাশে হাবিব ব্যাংক বা ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম শাখা পরিদর্শন করি। শাখা ব্যবস্থাপক পাকিস্তানি, আলাপ-আলোচনায় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দুপুরে ভাত খাওয়ার টেবিলে হালকা কথাবার্তার মধ্যে শাখা ব্যবস্থাপক বললেন, 'স্যার, পাকিস্তানে এখনও নবজাত শিশুর কানে আমরা আজান দেয়ার পাশাপাশি শিশুকে ভারতবিরোধী হওয়ার কথা বলি।'

ভারতবিরোধিতা বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরাও করেন, যার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বক্রিকেটে ভারতের পরাজয়ের পর। খেলায় ভারতকে সমর্থন করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ভারতের পরাজয়ে আনন্দ করা যাবে না তাও কিন্তু নয়। তাই বলে আনন্দ-উল্লাসে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়াও যথার্থ বলে মনে হয় না।

ভারতের পরাজয়ে আমরা 'ঈদ'-এর আনন্দ উপভোগ করব কেন? ভারতের বিরুদ্ধে 'কলাগাছ'কে সমর্থন দেয়ার মানসিকতা গড়ে উঠবে কেন? বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কেবল একাত্তর দিয়ে বিবেচনা করলে ভারত ভুল করবে। একাত্তরে ভারত আমাদের এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দিয়েছে, ১১ হাজার ইন্ডিয়ান সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, ভারতের সেনারা প্রাণ না দিলে হয়তো আমাদের অবস্থা হতো গাজার হামাস বা পশ্চিম তীরের প্যালেস্টাইনিদের মতো, ধুঁকে ধুঁকে ৭৫ বছর ধরে যুদ্ধ করতে হতো। সবই সত্য। তাই বলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরাও ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে- এমন প্রত্যাশা করা ঠিক না।

'পাকিস্তান ভাঙার' জন্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা দায়ী করে ভারতকে। তারা মনে করে ভারত নিজ স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সমর্থন দিয়েছে। হিন্দুবিদ্বেষের চরম বহিঃপ্রকাশ দেখেছি ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়; তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক হিন্দুকে গুপ্তচর হিসেবে গণ্য করা হতো, হিন্দুরা যে পাকিস্তানের নাগরিক তা বাঙালি মুসলমানদের আচরণে মনেই হতো না। গুপ্তচর নাম দিয়ে আমাদের এলাকার বহু হিন্দুকে তখন পুলিশের হাতে তুলে দিতে দেখেছি। তবে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ প্রথম শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' ঘোষণায় 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' হয়ে গেল; এই দাঙ্গায় কলকাতায় যত মানুষ খুন হলো, যত সম্পত্তি ধ্বংস হলো, অতীতে তার নজির মেলে না।

মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস মেনে নিল যে, দেশভাগই একমাত্র সমাধান। এই দাঙ্গার মাধ্যমে হলো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসার গোড়াপত্তন। যে মানুষগুলো প্রতিবেশী হয়ে যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাস করেছে সেই মানুষগুলোই ধর্মের ভিন্নতায় এক মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে গেল, একজন আরেকজনের কল্লা কেটে উল্লাস করল। ভারতবর্ষে বিভাজিত ধার্মিকদের রক্তের এই হোলি খেলা আর থামেনি।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল। দুটি ধর্মের লোকদের জন্য আলাদা আলাদা ভূমি বরাদ্দ হলো। বাপ-দাদার ভিটা ত্যাগ করে শুধু ধর্মের কারণে ভিনদেশে অজানা পরিবেশে নতুন করে ঘর বাঁধতে হলো। হাজার হাজার পরিবার ঘটিবাটি নিয়ে হিজরত করল, কিন্তু ভারতকে মুসলমানশূন্য বা পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করা গেল না। এজন্যই মাওলানা আবুল কালাম দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্ব হচ্ছে, হিন্দু এবং মুসলমান ভিন্ন জাতি, তারা একসঙ্গে একই ভূমিতে বাস করতে পারে না। ভারতবর্ষ ভাগের সময় সৃষ্ট এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ দিন দিন বংশ পরম্পরায় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

ভালো-মন্দ নির্বিশেষে ভারতবিরোধিতায় কিছু বাঙালি বিনা কারণে বেশ আনন্দ পায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারত নাজেহাল হলে, চীনের ধমক খেলে, নেপাল বা মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের বন্ধন শিথিল হলে, ক্রিকেট খেলায় হেরে গেলে তারা খুশি হয়- 'পৈশাচিক' উল্লাসে মেতে ওঠে এবং এভাবে তারা 'পাকিস্তান ভাঙার' প্রতিশোধ নেয়। প্রকৃতপক্ষে তারা ভারতের সাহায্যে সেক্যুলার বাংলাদেশের জন্ম মেনে নিতে পারছে না। এই মেনে না নেয়াটা তারা প্রকাশ করে বাবরি মসজিদ, ফারাক্কা বাঁধ, করিডোর আর সীমান্ত হত্যার ঘটনাকে হাইলাইট করে।

এসব ঘটনার কথা বলে ভারতবিরোধিতার নেপথ্যে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আছে তা তারা আড়াল করতে চায়। এসব কর্মকান্ডের জন্য ভারতের সমালোচনা হতেই পারে, কিন্তু এসব কর্মকান্ড কখনো পাকিস্তানের ধর্ষণ আর গণহত্যার সমতুল্য নয়। ভেবে আশ্চর্য লাগে, যে দেশটি বাংলাদেশের গণহত্যা এবং অসংখ্য নারীর ধর্ষিতার দায়ে দন্ডিত সেই পাকিস্তানের জয়ে এ দেশের কিছু মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়, উচ্ছ্বসিত হওয়ার পেছনে আবার হাজারখানেক যুক্তি দাঁড় করে। পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের কেউ কেউ এতটাই ধর্মান্ধ যে, পাকিস্তানের পতাকা, জার্সি নিয়ে বাংলাদেশ ভার্সেস পাকিস্তান খেলায় বাংলাদেশের মাটিতে, নিজের দেশকে সমর্থন না করে পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

যারা বাংলাদেশবিরোধী তারা ভারতবিরোধী হবে না তা শুভেন্দু বাবু আশা করেন কেন? পাকিস্তান ভাঙার' কারণে সৃষ্ট ক্ষোভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্ম। বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশে ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম বেড়ে গেছে। ভারতের গেরুয়া পোশাকের রাজনৈতিক আন্দোলন হিন্দু মৌলবাদীদের উগ্র হতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সেই আন্দোলন সংক্রামক রোগের মতো বাংলাদেশের উগ্র ধার্মিক মুসলমানদেরও আক্রান্ত করেছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ওয়াজ। কিছু ওয়াজি মাওলানা যেভাবে হিন্দু এবং তাদের দেবদেবী নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন বক্তব্য দেয় তা শ্রোতাদের হিন্দুবিদ্বেষী করে তুলছে। চীনপন্থীরা শুধু ধর্মবিদ্বেষী নয়, ভারতবিদ্বেষীও, কারণ ভারত চীনের শত্রু। চীনপন্থীরাও তাই ভারতের পরাজয়ে আনন্দ পাওয়ার কথা। নাস্তিক আর উদার মানসিকতার লোক ছাড়া প্রায় সব লোকেরই সম্প্রদায়প্রীতি রয়েছে। সম্প্রদায়প্রীতির কারণেই ভিনদেশের ভিনজাতির মোগল সম্রাটদের আমরা প্রশংসা করি। তুর্কি-আফগান সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি ১৭ জন অশ্বারোহী দিয়ে লক্ষ্মণ সেনকে তাড়ালেন, আমরা এই বিজয়ে গর্ববোধ করি। লক্ষ্মণ সোনের পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর দৃশ্য কল্পনা করে আমরা আনন্দিত হই। কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে সম্প্রদায়প্রীতি।

বস্তুত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রভাবই অনেক বাঙালির মধ্যে নেই, অনেকের থাকলেও তাদের ভারতবিদ্বেষ যায়নি। ভারতে চিকিৎসা নিলে ক্রিকেট খেলায় ভারতকে সমর্থন করবে এই উপলব্ধি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কেন হলো জানি না। বাঙালি মুসলমানের ভারতবিরোধিতার আরও একটি কারণ রয়েছে, এবং তা হচ্ছে রাজনীতি। এ দেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে বেশি পছন্দ করে। তাই আওয়ামী লীগবিরোধী মানুষগুলো হিন্দুবিরোধী।

ভারতও আওয়ামী লীগকে বেশি বিশ্বাস করে, এটাও আওয়ামী লীগবিরোধীদের রাগের কারণ। এক্ষেত্রে ভারত নিজের স্বার্থেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে।

কারণ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ভারতের বিচ্ছিন্নবাদী সশস্ত্র গ্রুপগুলো সক্রিয় ছিল, তারা ক্ষমতায় আসলেই বাংলাদেশে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএস-এর তৎপরতা বেড়ে যায়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলেই ভারতীয় সশস্ত্র গ্রুপের জন্য আনা কয়েক ট্রাক অস্ত্র জব্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি ভারতের সমর্থন স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগবিরোধীদের নাখোশ করেছে এবং তা ক্রিকেট খেলার মধ্যে প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের জনমানসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। কারণ ধীরে ধীরে দুদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রূপ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ভারত এবং বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ধর্মে আচ্ছন্ন, তারা ধর্ম দিয়েই সবকিছুর বিচার করে। খেলা নিয়ে বিরোধিতা বা সমর্থন অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু তা যদি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচ্য হয় তাহলে তা শঙ্কার কারণ। সাম্প্রদায়িকতা সমূলে উৎপাটন হওয়া জরুরি। জিয়াউদ্দীন আহমেদ সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টাকশাল] ঢাকার দৈনিক সংবাদ এর সৌজন্যে

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

যেসব অভ্যাসের কারণে আপনি আরও গরীব হচ্ছেন

সাইফুল হোসেন

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জন্মগতভাবে গরীব থাকেন, আবার কেউ কেউ জন্মগতভাবেই ধনী হন। অনেকে বলছেন যে, গরীব হিসেবে জন্ম নেওয়াটা দোষের নয় কিন্তু মারা যাওয়ার সময় যদি আপনি দরিদ্র বা গরীব থাকেন সেটা আপনার দোষ। কারণ, আপনি সারাজীবন আর্থিকভাবে সফল হওয়ার জন্যে, স্বাধীন হওয়ার জন্যে, ঠিক মতো কাজ করেননি।

আমরা কেউ কেউ মনে করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে গরীব রেখেছেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন যে তাঁদের ভাগ্যই খারাপ। আমি কোনো কথাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করছি না, এখানে কিছু কথা যোগ করছি। ভাগ্য বলে একটা কথা আছে, আমরা জানি। কিন্তু আপনি যদি কাজ না করে বসে থাকেন, তাহলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আপনি কাজ করবেন, পরিশ্রম করবেন, তাঁর সাথে আপনার ভাগ্য যোগ হবে। আপনি ধনী হবেন, আপনি আপনার পেশায় সফল হবেন।

আপনার খরচের পর যা থাকবে তা সঞ্চয় করবেন না বরং সঞ্চয়ের পর যা থাকবে তাই খরচ করবেন। যারা এটা করেন না এবং খরচের সঠিক পরিকল্পনা করেন না, তাঁরা আয় এবং ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। দেখবেন যে, অনেকের কাছে রিটায়েরমেন্টের পরে পর্যাপ্ত টাকা থাকে। আবার অনেকের অনেক ঋণ থাকে। এটা মূলত আয়ের উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে ব্যক্তির খরচের অভ্যাসের উপরে এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের দক্ষতার উপর।

কী কী অভ্যাসের কারণে মূলত আপনি গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছেন, আপনি হয়তো জানেন অথবা জানেন না। যারা প্রতিদিন একটু একটু করে গরীব হচ্ছেন, তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে, তাঁদের খেয়াল করার জন্য আমরা কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি। এই আলোচনায় সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে আপনি দেখবেন যে, এই পয়েন্টগুলো আপনি সঠিকভাবে অনুসরণ করছেন না। অনুসরণ করলে আপনি ধীরে ধীরে ওয়েলদি হয়ে উঠতেন।

এক. পরিকল্পনাহীনতা। দেখবেন যে, আপনি ইনকাম করছেন, খরচ করছেন, আপনার সময় চলে যাচ্ছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে, আপনার বয়স হচ্ছে, আপনি বুড়ো হচ্ছেন কিন্তু আপনার কোনো ধরনের কোনো আর্থিক পরিকল্পনা নেই। সময়ের সাথে সাথে যেগুলো সামনে আসছে শুধু সেগুলো মিট করতে করতে আপনি সামনে যাচ্ছেন। আপনি পাঁচ বছর পরে নিজেকে কোন অবস্থায় দেখতে চান? আপনার বাচ্চাকে ভবিষ্যতে কি ধরনের এডুকেশন দিতে চান? আপনি রিটায়ারমেন্টের পরে কি করতে চান? আপনি দশ বছর পরে কি আর্থিক অবস্থায় নিজেকে দেখতে চান- এগুলোর ব্যাপারে কোনো চিন্তাভাবনা আপনার নেই। সবকিছু ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করা। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আপনি আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে পারবেন না, আপনি দরিদ্র থেকে যাবেন। কারণ আপনি শুধু আয় করবেন আর ব্যয় করবেন।

দুই. নিডস এবং ওয়ান্টস- এই দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা। আমরা অধিকাংশ সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে, আমাদের সামনে যে প্রয়োজন চলে আসে, সেই প্রয়োজনীয়তাকে মিট করে সামনে এগিয়ে যাই। কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, এটা আমার নিডস নাকি ওয়ান্টস। নিডস যেটা সেটা আপনার না হলে চলবে না। ওয়ান্টস যেটা সেটা আপনার না হলেও চলে। (যদিও সেটা আপনার জীবনে কিছু ভ্যালু যোগ করে।) জীবন চালানোর জন্য যখন আপনি খরচ করছেন, তখন দেখবেন যে মনের অজান্তেই আপনি ওয়ান্টসের প্রতি বেশি মনোযোগী হচ্ছেন। ধরুন, আপনার জামা আছে পাঁচটা, আপনার আরও দুটো কিনলে ভালো লাগবে। আপনার ঘড়ি আছে একটা, একটু পুরানো হয়ে গেছে, আর একটা নতুন ঘড়ি হলে ভালো লাগবে। টেলিভিশনটা একটু পুরনো, একটু বড় স্ক্রিনের একটা টিভি হলে আপনার ভালো লাগবে। আপনার বাসাটা একটু কম চকচক করছে। এটা যদি ভালো করে ইন্টেরিয়র করা যায় তাহলে ভাল লাগবে। এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করলে আপনি চলতে পারবেন। কিন্তু আপনার হাতে টাকা আসলেই আপনি সেগুলো খরচ করে ফেলেন। মানে আপনি নিডস আর ওয়ান্টসের মধ্যে পার্থক্যটা সঠিকভাবে করেন না। আপনাকে এই দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য করতে হবে এবং আপনাকে নিডস-এ ফোকাস করতে হবে। আপনি ওয়ান্টসে কম ফোকাস করবেন।

তিন. একটি আয়ের উৎসের উপর নির্ভর করা। দেখবেন, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা গরীবশ্রেণির মানুষ তাঁরা শুধু একটা আয়-উৎসের উপর নির্ভর করে। তাঁরা হয়তো একটা চাকরি করে, কিন্তু তাঁদের যে দক্ষতা সেটাকে কাজে লাগিয়ে বা দক্ষতাকে উন্নত করে বা অন্য একটা স্কিল ডেভেলপ করে, আরও যে বাড়তি ইনকাম করার সুযোগ রয়েছে, তাঁরা সেই দিকে খেয়াল করেন না। ফলে একটা ইনকামের পরে যখন আপনি নির্ভর করবেন তখন ইনফ্লেশনের ইফেক্ট বা অন্যান্য তাৎক্ষণিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার কারণে আপনার উপরে প্রেসার অনেক বেশি পড়বে এবং সেভিংসের প্রতি আপনার নজর কমে যাবে। আপনার চেষ্টা করা দরকার একের অধিক ইনকাম সোর্স তৈরি করার। যারা সেটা করেন না, তাঁরা গরীব থেকে আরো গরীব হন।

চার. শর্টকাট পন্থা অবলম্বন করা। আমাদের সবার চারপাশে অনেক মানুষ আছে, যারা টাকাপয়সা আয়ের জন্য খুব সহজ কোনো রাস্তার খোঁজ করেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে সফল হওয়ার জন্য বা টাকা পয়সা আয় করার জন্য শর্টকাট কোনো পথ নেই। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন, অনেক টাকা আয় করেন কিন্তু উনি জুয়া খেলেন। ফলে যে ইনকাম তিনি করেন, হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। জুয়াতে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে তার অনেক লাভ হয়ে যায়। এই যে লোভ এই লোভ তাকে অন্য কাজে মনোযোগ দেওয়া থেকে, অন্য ইনকাম বাড়ানোর পথ থেকে দূরে রাখে। এবং সে প্রতিনিয়ত জুয়ায় পার্টিসিপেট করে। তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না। আসলে শর্টকাট ওয়েতে বড়লোক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এই প্রচেষ্টা না করাই ভাল। আপনি যদি সেটা করে থাকেন তাহলে আলটিমেটলি আপনার নেটওয়ার্থ কমে যাবে। বা আপনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বেন।

পাঁচ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা। দেখবেন, আমরা অনেকেই আছি, যারা কোনো একটা কাজ শুরু করতে গিয়ে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় নিয়ে নিই। তারপর অনেকের সাথে শেয়ার করি, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করি, পরে কাজটা শুরু করা হয় না। ফলে যেটা এই জানুয়ারিতে শুরু করার কথা ছিল, দেখা গেল সেই কাজ শুরু করতে আপনার সামনের বছরের জানুয়ারি চলে এলো। এত সময় নেয়ার কোনো যৈক্তিক কারণ ছিল না। এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা এবং সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, এগুলো আপনার ইনকাম স্ট্রিমকে নষ্ট করে। যে কাজ এখন শুরু করার কথা, এক বছর পরে শুরু করার কারণে আপনার জীবন থেকে একবছর চলে গেল এবং আপনি পিছিয়ে পড়লেন। অন্যের থেকে না, আপনি নিজের থেকে পিছিয়ে পড়লেন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার সতর্ক হতে হবে, সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে হবে।

ছয়. কাজ না করে অভিযোগকে প্রাধান্য দেয়া। দেখুন, আমাদের সংসারে, আশেপাশে অনেক মানুষ আছেন যারা সবকিছুর মধ্যে দোষ ত্রুটি খুঁজে। নিজে কাজ করতে পারছেন না বা কাজ শুরু করতে পারছেন না, বা শুরু করলেও সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারছেন না, সেখানে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ না করে, এই কারণে করতে পারিনি, ঐ কারণে হচ্ছে না, আমার কাছে পুঁজি নেই, আমার বাবা আমাকে হেল্প করছে না, আমার ভাই আমাকে টাকা দিচ্ছে না, এ ধরনের নানা অভিযোগ করে। যারা সফল হয়েছেন তাঁদের দিকে যদি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন যে, কারোর প্রতি তাঁদের অভিযোগ নেই। তাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করেন। এবং যেটুকু আছে, যে অবস্থায় আছেন, সেখান থেকে তাঁরা শুরু করেছেন। আপনিও তাই করুন। আপনার যে সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য দিয়ে আপনি শুরু করুন। যখন আপনি সামনে হাঁটা শুরু করবেন, দেখবেন অনেকেই আপনার সঙ্গী হচ্ছে। যে কোনো কিছু যোগান দেওয়ার জন্য দেখবেন তখন আর লোকের অভাব হচ্ছে না। আপনি ছোট কোনো কাজ শুরু করলেও দেখবেন যে, সেই কাজই একসময় বড় হচ্ছে এবং অন্যান্য অনেক কাজের পথ খুলে গেছে।

সাত.

খরচের সঠিক হিসাব না রাখা। দেখুন, আয়ের হিসাব খুব বেশি একটা না রাখলেও চলে কারণ আপনার অসংখ্য উৎস নেই আয় করার। কিন্তু সকালে বাসা থেকে বের হয়ে বাসায় ফিরে আসা পর্যন্ত দেখবেন অনেকগুলো খাতে আপনার টাকা খরচ হয়েছে। জাপানিজরা একটা কাজ করে। তাঁরা ছোট্ট একটা নোটবুক ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকটা খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে রাখে। খরচের হিসাব আপনাকে করতে হবে। কিন্তু এই হিসাব করে শুধু রেখে দিলে হবে না। সম্পূর্ণ খরচের রিভিউ আপনাকে করতে হবে। একসময় মোট খরচ দেখার পর আপনার মনে হবে, অনেকগুলো খরচ আপনি না করলেও পারতেন কিন্তু আপনি করেছেন। আপনার যে ভুল খরচগুলো হয়েছে, সেগুলো পরবর্তীতে যেন না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে। কারণ আপনার আয় তো আনলিমিটেড না। ফলে আপনি খরচও আনলিমিটেড করতে পারবেন না। যারা ভুল খরচ করেন, তাঁরা দুর্দশায় পড়েন, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর যারা খরচে ভুল করেন না তাঁরা আস্তে আস্তে আর্থিকভাবে সফল হতে থাকেন।

আট. সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অসতর্কতা। এখানে সঙ্গী বলতে শুধু স্পাউস বাছাইয়ের কথা বলিনি। এর পাশাপাশি বন্ধুবান্ধব, যাদের সাথে আপনি চলেন, তাঁদের কথা বলছি। মূলত, আপনি যাদের সাথে চলেন, দেখবেন আপনার কাজকর্ম তাঁদের মত হচ্ছে। আপনি যদি অপব্যয়ী কারও সাথে চলেন, দেখবেন আপনিও তাঁদের মত অপব্যয়ী হচ্ছেন। তাঁদের যে অভ্যাস আপনার মধ্যে চলে আসছে। আপনি যদি মিতব্যয়ী লোকের সাথে চলেন, দেখবেন, আপনিও তাঁদের মত মিতব্যয়ী হচ্ছেন। আপনি যে স্পাউস নির্বাচন করেছেন, সে যদি অতি খরচ করে, দেখবেন আপনার অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আপনার খুব সচেতন হওয়া দরকার আপনি কাদের সাথে চলাফেরা করছেন। তাঁরা কি সফল মানুষ? তাঁরা কি আপনাকে পজিটিভ দিকে উৎসাহিত করে নাকি আপনাকে খরচের দিকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ভারতের কি ‘হিট লিস্ট’ আছে

শশী থারুর

নিউইয়র্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ও বিশিষ্ট শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরপাতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য নিখিল গুপ্ত নামের ৫২ বছর বয়সী মাদক ও অস্ত্র ব্যবসায়ীকে যুক্তরাষ্ট্র অভিযুক্ত করেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ভারতের একজন সরকারি কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডটি সংঘটনের জন্য নিখিল গুপ্তকে অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের ওপর কালো ছায়া ফেলেছে। একই সঙ্গে ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকেও এটি প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

একই ধরনের ঘটনা আমরা আগেও দেখেছি। কয়েক মাস আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কানাডার মাটিতে দুর্বৃত্তের গুলিতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ও কানাডীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারতের জড়িত থাকার ‘বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ’ তুলেছিলেন। এরপর ভারত সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং কানাডাকে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ৪১ জন কানাডীয় কূটনীতিককে প্রত্যাহার করতে বলেছিল।

নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের পেছনে ভারতের হাত আছে বলে ট্রুডো যদিও প্রমাণপত্র হাজির করতে পারেননি; কিন্তু নিউইয়র্কের পান্নুন হত্যার ষড়যন্ত্র বিষয়ে মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয় আদালতে সাক্ষীসাবুদ হাজির করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে থাকা একজন সরকারি কর্মকর্তা শিখ নেতা পান্নুনকে হত্যা করার জন্য আমেরিকায় থাকা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিখিল গুপ্ত দিল্লির ওই কর্মকর্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করে আমেরিকায় একজন খুনিকে ভাড়া করেন।

এ অভিযোগের সমর্থনে যতগুলো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি ভিডিওচিত্র আছে। অভিযোগের বিবরণে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লি থেকে যে কর্মকর্তা নিখিল গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি গুপ্তকে একটি ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন। ওই ক্লিপে নিজ্জরের (কানাডায় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শিখ নেতা নিজ্জর) রক্তাক্ত দেহ গাড়িতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

নিখিল গুপ্ত ক্লিপটি অসতর্কতাবশত তাঁর ভাড়া করা খুনিকে শেয়ার করেছিলেন। খুন করার জন্য যাঁকে ভাড়া করা হয়েছিল, তিনি আদতে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (ডিইএ) একজন গোপন এজেন্ট। এই খুনের পরিকল্পনার বিষয়ে বিশদ তথ্যপ্রমাণ পেতে নিখিল গুপ্তকে তিনি আসল পরিচয় গোপন করে ফাঁদে ফেলেন।

ওই গোপন এজেন্টের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কারণ, নিখিল গুপ্ত তাঁর জালে ধরা দিয়ে এত সব তথ্যপ্রমাণ রেখে গেছেন যে এসব তথ্যপ্রমাণ এই চক্রান্তে যুক্ত সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এ ঘটনা নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে।

প্রথম কথা হলো, এটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যাপক প্রচারিত অগ্রাধিকারমূলক বিষয়ের সঙ্গে একেবারেই অসংগতিপূর্ণ। মোদির সরকার ধারাবাহিকভাবে ভারতকে একটি দায়িত্বশীল বৈশ্বিক শক্তি, জি-২০ সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের নেতা হিসেবে প্রচার করে আসছে। মোদি বারবার সগৌরবে ভারতবাসীকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। সর্বশেষ এ ঘটনা ভারতের এসব দাবিকে কমজোরি করে ফেলবে।

অন্যদিকে চীনের আগ্রাসন ঠেকাতে অংশীদার দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা রয়েছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বন্ধুদেশের নাগরিকদের গুপ্তহত্যার চক্রান্ত করা, তাদের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করা, আইনের শাসন ভাঙাড়এসব অভিযোগে জড়িয়ে পড়ায় ভারতের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি সন্দেহাতীতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নিজের দেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় মোদি যেকোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, এমনকি বিদেশের মাটিতে গুপ্তহত্যার মিশন পরিচালনায়ও তিনি পিছপা হবেন নাড়ভারতের ভোটারদের মধ্যে এ ধরনের একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে মোদির সরকার এসব গুপ্তহত্যা ‘প্রকল্প’ চালাচ্ছেড়কেউ কেউ এমন ধারণাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

এখন প্রশ্ন হলো, ভারত সরকারের মধ্যে থাকা লোকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভোটারদের কাছে মোদি সরকারের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই এই কাজ করছেন?

ঘটনা হলো, নিখিল গুপ্ত প্রশিক্ষিত চর নন, এমনকি অপরাধী হিসেবে খুব একটা ধূর্তও নন। এতে মনে করা যেতে পারে, এই গুপ্তহত্যার আদেশ খুব উঁচু স্তর থেকে আসেনি। নিখিল গুপ্তর এই মামলা আরও একটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন এখন আর তেমন জোরালো কোনো আন্দোলন নয়। ভারতে এর কোনো তৎপরতা নেই। বিদেশের মাটিতে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন। তাঁরা ভারত সরকারের জন্য তেমন কোনো হুমকি নন।

এ কারণে আন্দাজ করা যেতে পারে, নিখিল গুপ্তকে দিল্লিতে থাকা যে কর্মকর্তা (যুক্তরাষ্ট্র যাঁর নাম প্রকাশ করেনি) ঠিক করেছিলেন, তিনি সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বকে খুশি করতে নয়, বরং ক্ষমতার কাছে থাকা ‘কঠোর লোকদের’ আশীর্বাদপুষ্ট হতেই এই পরিকল্পনা করে থাকতে পারেন।

ঘটনা যা-ই হোক, দিল্লিকে এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসতেই হবে। কাউকে না কাউকে এর দায় হয়তো নিতে হবে। আর বৈশ্বিক সম্পর্কের কথা চিন্তা করে হলেও এ অভিযোগের বিষয়ে নয়াদিল্লিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে এসব ঘটনা তদন্ত করে দেখতে হবে। শশী থারুর জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, যিনি বর্তমানে দেশটির কংগ্রেস পার্টির একজন এমপি, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP08

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SIZE 800-1000 SALE $15.99/EA HILSHA	3 KG SALE $11.99/EA ROHU	SALE $2.99/LB BEEF WITH BONE SINA MIX	SALE $3.49/LB CUBE CUT FROZEN GOAT	SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL	SIZE 800-1000 GM SALE $2.29/LB PUTI	SALE $14.99/EA 10 LB SHAHJALAL KALIJEERA RICE	SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE	SALE $7.99/EA 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE $4.99/EA 500 GM SHAHJALAL KOI BLOCK	SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI	SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE 2/$21.99 96 OZ MAZOLA CANOLA & VEGETABLE OIL	SALE 2/$6.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $9.99/EA 21/25 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL SHRIMP	SALE $6.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK	SALE 3/$3.00 26 OZ RED CROSS SALT	SALE $12.99/EA 900 GM ANCHOR MILK POWDER	SALE 2/$6.99 4 LB DOMINO SUGAR

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER | SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY | ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT OTC Network EBT CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

PREMIUM SUPERMARKET

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP48

SALE $6.99/LB SIZE 8/10 HILSHA	SALE $1.79/LB SIZE 3 KG ROHU	SALE $2.99/LB SIZE 4 KG MRIGEL	SALE $2.49/LB SIZE 7-9 KG KATLA	SALE $2.49/LB 1.5 KG PUTI
SALE $1.99/LB FRESH CATFISH	SALE $2.99/LB PANGASH WHOLE	SALE $5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET	SALE $4.99/LB BEFF BONELESS	SALE $5.99/LB FRESH REGULAR WHOLE GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG	SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE	SALE $8.99/EA 10 LB LAXMI AGED BASMATI RICE	SALE $7.99/EA 10 LB PARLIAMENT CHAKKI ATA	SALE 2/$7.00 4 LB GOLD MEDAL ALL PURPOSE FLOUR
SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL	SALE 2/$6.99 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL	SALE $10.99/EA 38 OZ PYRAMID PURE HONEY WITH COMB	SALE 2/$6.99 600 GM SHAHJALAL KOCHUR LATI

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT | WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU TAZ TEL: 347-657-8911	TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134	ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362	JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE: THARU, TAZ | BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM | JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN | JAMAICA: ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM | OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

NYPD Traffic Enforcement Agent দের ইউনিয়ন CWA Local 1182 এর নির্বাচনে কমিউনিটির পরীক্ষিত সৈনিক এবং জব সেমিনারের সফল উদ্যোক্তা খান শওকত এর প্যানেল কে নির্বাচিত করে মূলধারায় আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন ।

Election-2023

VOTE TO STOP CORRUPTION & BETTER DIRECTION.

Better Union, Better Representation

Khan Showkat
President

Ahmad Mumtaz
Vice President

Chandan Das
Secretary Treasurer

Deb Dipal
Bx/Qns Delegate

Md Khan
Bx/Qns Delegate

Hock Ling Ding
Manhattan Delegate

Frank Fraser
Manhattan Delegate

Denia Cesar
Bkln/SI Delegate

Ballots will be mailed out on 11/29/2023 & will be counted on 12/20/2023.

a member since 2001

OUR AGENDAS

1. Members welfare fund. Max salary according to joining date. Forensic Audit & take legal steps to recover unauthorized spent money. File class action lawsuits to recover $744,000 & reimburse back to members.

2. Membership ID card, Reduce Union dues & operating costs, Financial updates regularly. Amend bylaws, top 3 executives restrict to 2 terms. Magazines with members' thoughts. Active all sub committees & empowered them. Official Facebook & Activity Logbook for Union Leaders.

3. Better training for Delegates and command Delegates and standard CD hearings to insure members' rights. Monthly Virtual meetings with members.

4. Introduce information seminars: Retirement Planning/ NYCERS benefits/ promotions exam coaching/ Medical/Dental/Vision & Prescription benefits/ Insurance Benefits/ Social Security benefits/ Housing benefits/ Labor rules/ OSHA regulations, etc.

5. Demand the file grievances: Stop Unfair management practices, Title change to TSO/TEO, Resolve Squad average, Resolve CD procedures, Active Local law 56, More Permits, Extend self enforcement areas, protection and safety, Adequate upgrade department vehicles, Adequate command floor space as per OSHA and labor regulations, Fair Promotions and upgrades opportunities, Better coverage and benefits etc.

6. Voting will be in front of every command, not by mail anymore.

> "Corruption and greedy leadership are destroying all the dreams and expectations of our members and our family members. Those Leaders are using this union as a vending machine for their own interests. They don't care members' opinions and any accountability. In order to save this union, it is very important to throw them out and establish a new leadership."
>
> – ***Khan Showkat***

Political Connections are Important to Achieve Demands

Khan Showkat with Senator Chuck Schumer.

Khan Showkat with Mayor Eric Adams.

Khan Showkat with Attorney Gen. Letitia James.

Khan Showkat with Hillary Rodham Clinton.

Will You Vote for Rahim & Sadik? YES or NO ??

(1). 500 members demanded a Free Annual Picnic. The board said "**NO**".
(2). 661 members demanded the $744,000 be returned from Syed Rahim or his impeachment. The board said "**NO**".
(3). 500 members demanded a forensic audit. The board said "**NO**".
(4). 200 members demanded a new Election Committee. The board said "**NO**".
(5). Hundreds of members demanded to update membership lists. The board said "**NO**".
(6). Hundreds of members demanded of remove the name of the bankrupt precedent from the bank accounts. The board said "**NO**".
(7). Former Office Secretary sued and costing us $744,000. The current Office Secretary takes salary sitting at home, not sitting in the office. Members have repeatedly demanded to hire someone new. The board said "**NO**".
(8). Members have repeatedly demanded to show us vouchers and receipts of the Accounts. The board said "**NO**".
(9). On 6/05/2020 CWA National Presidential meeting identified 37 irregularities and the loss of more than a million dollars about Local-1182. Hundreds of members demanded that for taken actions against the violators. The board said "**NO**".
(10). Hundreds of members have repeatedly demanded to reduce Union dues. The board said "**NO**".

Rahim & Sadik both are on the board. They did not accept any of your demands. Now they want your vote.

What you will say to them? YES or NO?

শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কেন বাড়ে, করণীয় কী

পরিচয় ডেস্ক: শীত এলে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ নানা রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো হার্ট অ্যাটাক। একাধিক গবেষণায় ও বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই এ সময়টায় হার্টের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় ও পর্যবেক্ষণে দেখে গেছে, শীতকালে দিনের একটি বিশেষ সময়ে হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক এ বিষয়ক আরও তথ্য...

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কাদের মধ্যে বেশি?

ইউরোপিয়ান জার্নাল অব এপিডেমিওলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যাদের ওজন বেশি বা স্থূলতার সমস্যায় ভুগছেন বা যারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি।

রক্ত জমাট বেঁধে হার্ট অ্যাটাক

শীতের মৌসুমে রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার কারণে রক্তচাপ বাড়তে থাকে। রক্তচাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঘটনা বাড়তে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে মানুষের শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে, যার কারণে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

শীতের সকালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সকালে মানুষ হার্ট অ্যাটাক করে। শীতকালে সকালে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রাও অনেক কমে যায়। এ কারণে শরীরের তাপমাত্রার সমতা ফেরাতে গিয়ে রক্তচাপ বাড়তে পারে, যা হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি এড়াতে যা যা করবেন

১) শীতকালে সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে হাঁটতে যাবেন না।

সকাল ৯টার পরই হাঁটতে বের হন।

সুপারফুড মুলার স্বাস্থ্য উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: মুলা শীতকালীন একটি সবজি। অনেকেই এই সবজিটি খেতে পছন্দ করেন না। কিন্তু স্বাস্থ্য উপকারিতার কারণে মূলাকে সুপারফুড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাদ্যতালিকায় কেন মুলা যোগ করবেন তা জানানো হয়েছে 'ইন্ডিয়া টিভি'র এক প্রতিবেদনে।

পুষ্টিতে ভরপুর: মুলা আকারে ছোট হলেও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি ভিটামিন সি-এর একটি বড় উৎস যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং সাধারণ সর্দি-কাশির মতো অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও মুলা অন্যান্য ভিটামিন যেমন বি ভিটামিন, ফোলেট এবং পটাসিয়াম সমৃদ্ধ।

ফাইবার: মুলা ফাইবারের একটি দুর্দান্ত উৎস। নিয়িমত মুলা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে। এতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান রয়েছে যা শক্তিশালী হাড় এবং দাঁতের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

ওজন কমায় : এই সবজিতে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি, এ কারণে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এই সবজি দারুন উপকারী। মুলার মধ্যে থাকা ফাইবার আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পূর্ণ বোধ করতে সাহায্য করে, ফলে ক্ষুধা হ্রাস হয় এবং অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে।

ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে : মুলাতে গ্লুকোসিনোলেটস নামক যৌগ রয়েছে যা অ্যান্টি-কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এসব উপাদান কোলন ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

তিতা খাবার কেন খাবেন, তিতা খাবারের অনেক গুণ

পরিচয় ডেস্ক: তিতা খাবারের নাম শুনলেই আমাদের মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। অনেকেই তিতা খাবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, আবার অনেকের পছন্দ খাবারের তালিকায় থাকে এমন খাবার। সাধারণত বাচ্চারা তিতা স্বাদের খাবার খেতেই চায় না।

কিন্তু এই তিতা স্বাদের খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান। করলা, পাট শাক, মেথি শাক, চিরতার মতো খাদ্য উপকরণগুলো খেতে তিতা হলেও এগুলোর মধ্যে রয়েছে ওষধি গুণ, যা আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এসব তিতা খাবারের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আসুন জেনে নেওয়া যাক।

করলা : বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত এবং সবচেয়ে সহজলভ্য সবজির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে করলা বা উচ্ছে। এতে প্রচুর ভিটামিন ও মিনারেলসের পাশাপাশি রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। প্রতিদিন সকালে করলার রস পান করলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। করলাতে বিদ্যমান ইনফ্লামেটরি উপাদান রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এর ফলে হার্ট ভালো থাকে। করলা বা উচ্ছেতে থাকা উপাদান রক্তচাপ ও রক্তের সুগার কমাতে সাহায্য করে। এটি চুল ও ত্বক ভালো রাখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে।

পাট শাক : পাট গাছের কচি পাতাগুলোকে শাক হিসেবে খাওয়া হয়।

এই শাকের মধ্যে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাট, লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

কিডনি পরিষ্কার করে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: আপনি যা খাবেন তাই আপনার স্বাস্থ্যে প্রতিফলিত হবে। এবং আর যে কোনো অঙ্গের মতোই কিডনির সুরক্ষায়ও বিশেষ কিছু খাবার দরকার হয়। স্বাস্থ্যবান হৃদপিণ্ডের মতোই একটি স্বাস্থ্যবান কিডনি থাকাটাও জরুরি। কিডনিদের প্রধান কাজ হলো দেহ থেকে বর্জ্য বের করে দেওয়া। এবং ক্ষতিকর টক্সিন বা বিষ অপসারণের মাধ্যমে দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া। এছাড়াও কিডনি ইলেকট্রোলাইটস এবং অন্যান্য তরলের ভারসাম্য রক্ষা করে। এমনই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গকে সুস্থ রাখার জন্য সঠিক কিডনির জন্য উপকারী খাদ্যাভ্যাসও জরুরি। এখানে রইল এমন নয় খাদ্যের তালিকা যেগুলো কিডনির সুরক্ষায় নিয়মিত খেতে হবে।

১. সবুজ শাকসবজি : নিয়মিত সবুজ শাকসবজি খেতে হবে। বেশিরভাগ শাকসবজিতে ভিটামিন সি, কে, ফাইবার ও ফলিক এসিড থাকে। এগুলো রক্তচাপ কমায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিডনি জটিলতা কমায়।

২. ক্যানবেরি জুস : চেরির মতো ক্যানবেরিতেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন সি ও ম্যাগনেসিয়াম। এই দুটি উপাদান কিডনির ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিয়মিত ক্যানবেরি জুস খেলে মূত্রথলির সংক্রমণ কমে যায়। সেই সঙ্গে এটি কিডনিও পরিষ্কার করে। এছাড়া কিডনিতে পাথর জমার ঝুঁকিও কমে যায়।

৩. হলুদ : এলার্জি থেকে ত্বককে রক্ষা করা ত্বককে পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি কিডনির রক্ষাও করে হলুদ। নিয়মিত হলুদ খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। সেই সঙ্গে কিডনিও পরিষ্কার হয়। এতে থাকা কারকুমিনে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান কিডনি রোগ ও পাথর জমা হওয়া রোধ করে।

৪. আপেল : প্রচলিত আছেপ্রতিদিন একটা আপেল খান আর ডাক্তারকে দূরে রাখুন। কথাটা কিডনির ক্ষেত্রেও সত্য। আপেল উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার, এতে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটোরি আছে যা বাজে কোলেস্টেরল দূর করে হৃদ রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। ছাড়া এটি ক্যান্সারের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বেদানা বা ডালিমের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: টকটকে লাল, রসালো ফল বলতেই মনে আসে বেদানা বা ডালিমের কথা। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন মিষ্টি। বিভিন্ন পুষ্টিগুণেও ভরপুর এই সুস্বাদু ফল। ভিটামিন, ফোলেট, পটাশিয়াম এবং নানা রকম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে এই ফলে। সব মিলে স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় বেদানা। তবে জানেন কি ডালিমের এর বীজেও রয়েছে নানা স্বাস্থ্যগুণ! হৃদরোগ এবং ক্যানসার-সহ নানা দীর্ঘস্থায়ী রোগভোগের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ডালিম। চলুন জেনে নেয়া যাক ডালিম খাওয়ার উপকারিতা:

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর

সার্বিক সুস্থতার জন্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদানার বীজে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে প্রচুর। এতে রয়েছে পলিফেনলের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়া, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগও প্রতিরোধ করতে পারে।

হজমশক্তি বাড়ায়

ডালিমের বীজ হজম ক্ষমতা বাড়ায়। এই ফলের বীজে ফাইবারের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। অন্ত্র এই ফাইবার থেকেই পুষ্টিগুণ শোষণ করে। যে কারণে ডালিম খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। তাছাড়া, ডালিমের বীজে ফাইবার এবং প্রদাহ-বিরোধী গুণ থাকার কারণে হজমও ভালো হয়। হজম সংক্রান্ত নানা সমস্যা দ্রুত নিরাময় হয়।

হার্ট সুস্থ থাকে

ডালিমের বীজ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে, রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালীগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ফলে এই বীজ খেলে হার্ট সুস্থ থাকে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ডালিম কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমায়। ফলে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।

ত্বকের জন্য ভালো

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই ফল। বেদানা ত্বকের বলিরেখা কমায়, ট্যান পড়া আটকায়, ব্রণ কমায়, কোলাজেন উত্পাদন বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে ডিটক্সিফাই করে।

শীতকালেই বেশি বেড়ে যায় পায়ের ব্যথা

পরিচয় ডেস্ক: শীতে পা ফাটে। পা ব্যথাও বাড়ে, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে পা, হাঁটু, গোড়ালির ব্যথা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্য সময় নার্ভের স্টিমুলেট বা উদ্দীপ্ত হতে যে পরিমাণ সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হয়, শীতে তার চেয়ে অনেক কম স্টিমুলেটে নার্ভগুলো অতিসংবেদনশীল হয়ে ওঠে। শীতে ব্যথা বাড়ার অন্যতম এটি একটি কারণ।

যেসব কারণে ব্যথা : শীত এলে বাড়ে আর্থ্রাইটিস রোগ। বায়োমেট্রিক চাপ এ সময় কমে যাওয়ায় তাপমাত্রায় পরিবর্তন হয়। তাই ব্যথা বাড়ে। স্কিয়াটিকা শীতকালে শরীর ব্যথা হওয়ার অন্যতম কারণ। এ নার্ভটি শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এতে বেশি চাপ পড়লে শরীরে অস্বস্তি হতে থাকে, ব্যথা হয়। শীতকালে এ সমস্যা আরও বেড়ে যায়, মাংসপেশিতে টান ধরে। কারণ পেশি নমনীয় থাকে না। এদিকে নানা কাজে পেশির ব্যবহার করতে গিয়ে পায়ের পেশিতে টান ধরে, ব্যথা হয়। ফাইব্রোমাইয়ালগিয়া অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না। ফলে সমস্যাটা কোথায়, কেন হচ্ছে, তা বুঝতে পারি না। আর এটি অবহেলা করায় পা থেকে ব্যথা শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মাংসপেশি বা গাঁটে ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বেশি শারীরিক পরিশ্রম ও তাপমাত্রা মাইনাসে আছে এমন এলাকায় থাকলে শারীরিক চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়ে। ফলে পায়ে, হাঁটুতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যথা হয়। শীতকালে অনেকে পানি কম পান করি। শরীরের চাহিদার তুলনায় পানি কম পান করলে শরীরে ফ্লুইডের ঘাটতি হয়। পানি কম পান করলে ব্যথা শুরু হয়, বিশেষ করে বয়স্কদের পা ব্যথা বাড়ার কারণ হলো, শীতকালে না হাঁটা-চলা করে লেপ-কম্বলের নিচে থাকতে পছন্দ করেন। এ কারণে হাড়ের সংযোগস্থল আরও শক্ত হয়ে যাওয়ায় ব্যথার মাত্রা বেশি থাকে।

প্রতিকার : শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। ঠাণ্ডায় বাইরে না বের হয়ে ঘরের মধ্যেই হাঁটা-চলা ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এতে সন্ধির শক্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। প্রতিদিন আড়াই লিটার থেকে তিন লিটার পানি পান করবেন।

পাঁচটি আপেলের সমান ১টি টমেটো

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের অনেকেরই ধারণা, টমেটোর চেয়ে আপেলের পুষ্টিগুণ বেশি। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, আপেলের চেয়ে টমেটোতে মোট খনিজ পদার্থ প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। পাঁচটি আপেলে যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে সেই একই পরিমাণ ভিটামিন পুষ্টিগুণ থাকে, সেই একই পরিমাণ ভিটামিন মিনারেলস মাত্র একটি টমেটোর মধ্যে থাকে। টমেটো বিষণ্ন মনে শরীরে প্রফুল্লতা প্রশান্তি আনে। প্রতিদিন টমেটো খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রস্টেট ক্যান্সার ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে টমেটো দারুণ সহায়তা করে। এছাড়াও ওজন কমানোর উপকরণ হিসাবে টমেটো তুলনাহীন। টমেটোর রসে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। একটি ১০০ গ্রাম টমেটোতে মাত্র ১৭ গ্রাম ক্যালরি থাকে। এতে মূলত পানির পরিমাণই বেশি। একটি টমেটোতে প্রায় ৯৪ শতাংশ শুধু পানিই থাকে। তাই এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। টমেটোতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লাইকপেনে, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, চোখ ও ত্বকের সুরক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা যায়, লাইকোপেনে প্রাকৃতিকভাবে মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের মেদ ঝরে ওজন দ্রুত কমে। গবেষকদের মতে, টমেটো শরীরে কারনিটাইন নামক একটি অ্যামাইনো এসিড তৈরি করে, যা শরীরের মেদ কমাতে সাহায্য করে। সূত্র: জি নিউজ

চোখ ভালো রাখবে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: সুষম খাদ্য চোখের সাধারণ সুস্থতা ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সুষম খাদ্যের পাশাপাশি অ্যান্টি-অক্সিজেনসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেলে তা চোখ ভালো রাখতে বিশেষ উপকার করবে।

চোখ ভালো রাখতে যা খাবেন

গ্ধ ভিটামিন এ: এই ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়। তাই ভিটামিন এ-সমৃদ্ধ খাবার, যেমন ডিম, গরু ও খাসির কলিজা, ঘি, মাখন, দুধ ও দই ইত্যাদি খেতে হবে। এগুলোয় প্রচুর ভিটামিন এ এবং জিংক রয়েছে।

গ্ধ ভিটামিন সি: এটি চোখের রক্ত চলাচল, সংক্রমণ, কোষ নষ্ট হওয়া এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এ জন্য লেবু, আমড়া, আমলকী, কাঁচা মরিচ, আঙুর ইত্যাদি ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

গ্ধ গাঢ় পাতাযুক্ত সবুজ শাকসবজি: এগুলো ভিটামিন সি ও ই-সমৃদ্ধ। এ ছাড়া এগুলোয় ক্যারোটিনয়েড, লুটেইন ও জেক্সানথিন রয়েছে। এই উপাদানগুলোতে আছে ভিটামিন এ। চোখের ছানি এবং এএমডির ঝুঁকি কমায় এগুলো। চোখ চুলকানো ও শুকনো চোখে আলসার না হতে ভূমিকা পালন করে পালংশাক।

গ্ধ বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি: বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি, যেমন গাজর, মিষ্টিআলু, পেঁপে, আম, এপ্রিকটস ইত্যাদি ফলে বিটাক্যারোটিন বেশি থাকে। এটি ভিটামিন এ-এর একটি সমৃদ্ধ রূপ, যা রাতের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে, চোখের যেকোনো সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া এটি রেটিনা রক্ষা করার জন্য ক্ষতিকর নীল ও অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করতে সাহায্য করে।

গ্ধ ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড: রেটিনা যাতে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, সে জন্য ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড প্রয়োজন। চোখের গ্লুকোমা ও শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে এটি। এ জন্য ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার, যেমন ইলিশ, পাঙাশ, টুনা, রুই, স্যামন মাছ ইত্যাদি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে।

গ্ধ বাদাম ও বীজ: বিভিন্ন প্রকার বাদাম ও বীজে থাকে ভিটামিন ই।

নারিকেল চিংড়ি

উপকরণ : চিংড়ি মাছ- ১০টা, পেঁয়াজ কুচি- আধা কাপ, নারিকেল মিহি করে বাটা/ ব্লেন্ড-১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা-আধা কাপ, হলুদ গুঁড়া-আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া- আধা চা চামচ, টমেটো-১টা, তেল- পরিমানমত, লবন- সামান্য ও কাঁচা মরিচ- পাঁচ/ছয়টা।

প্রস্তুত প্রনালি : প্রথমেই চিংড়ি কেটে পরিস্কার করে ভেজে নিতে হবে। এরপর ঐ তেলেই পেঁয়াজ কুঁচি সবদিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। তবে পেঁয়াজ লাল করা যাবে না। তারপর পেঁয়াজ নরম হলে এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা,টমেটো কুচি, হলুদ, মরিচ, জিরা গুঁড়া দিতে হবে। লবন দিতে হবে। সামান্য পানি দিয়ে সব মশলা ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আবার নারিকেল বাটা দিতে হবে এবং সামান্য মত পানি দিয়ে আবার ঝোল কষিয়ে নিতে হবে। চিংড়ি মাছ কিন্তু বেশি রান্না হলে স্বাদ কম লাগে। ঝোলটা পুরা কষানো হবে এতে চিংড়ি গুলো দিতে হবে। এরপর পরিমানমত পানি দিয়ে দিতে হবে।এবং ঝোল মাখা হলেই কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দুই/এক মিনিট রেখে নামিয়ে নিয়ে গরম ভাতের সাথে কিংবা পোলাওর সাথে পরিবেশন করুন মজাদার চিংড়ির পদ।

ডিনামাইট প্রন

উপকরণ : চিংড়ি -২৫০ গ্রাম ,ওয়েস্টার সস-
১ টেবিল-চামচ, পাপরিকা পাউডার- ১ টেবিল চামচ, লবণ-১ চা-চামচ, রসুন গুড়া-হাফ চা চামচ, আদা গুঁড়া -হাফ চা চামচ, লেবুর রস-১ চা-চামচ

প্রণালি : ওপরের সব উপকরণ একসাথে মেখে নিব।৩০ মিনিট এর জন্য

ময়দার মিশ্রন : ময়দা -১/৪ কাপ অথ বা কনফ্লাওয়ার ১/৪ কাপ , গোলমরিচ গুঁড়া- এক চিমটি, লবণ সামান্য।

প্রণালি : মাখানো চিংড়ি ময়দায় গড়িয়ে ভেজে নিব।

ড্রেসিং এর উপকরণ : মেয়োনিজ-হাফ কাপ, টমেটো সস-২ টেবিল চামচ, চিলি সস- ২ টেবিল চামচ, পাপরিকা পাউডার- এক চিমটি, মধু- ১/২ চা চামচ , রসুন পাউডার- এক চিমটি

প্রস্তুত প্রনালি : ড্রেসিংয়ের সব উপকরণ একসাথে মেখে চিংড়ি দিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

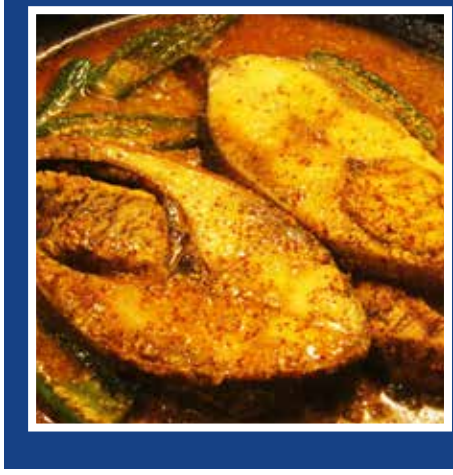

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ খিচুড়ি

আমরা বাঙালি জাতি ভোজন রসিক। আমাদের প্রতিবেলার খাবারে মাছ না হলে যেন চলেই না। আর মাছের মধ্যে ইলিশ হলে তো কথাই নেই। সঙ্গে একটু খিচুড়ি হলে জমে যায় বেশ।

রান্নায় যেসব উপকরণ প্রয়োজন : মসুর এবং মুগডাল মিলিয়ে ৪০ গ্রাম, খিচুড়ির মোটা চাল ৫০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৪ পিস, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ১/২ বাটি, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচামরিচ ৮-১০টি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, তেজপাতা ২টি, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচআদা কুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা ১ বাটি, হলুদ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, সরিষার তেল ও পানি পরিমাণ মতো।

প্রণালী : চাল এবং ডাল প্রথমে একসঙ্গে ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি পাতিলে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও বাকি সব কুচি করা এবং গুঁড়া মসলা স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে কষিয়ে চাল ও ডাল দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এরপর তাতে পরিমাণ মতো পানি এবং কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। এখন একটি কড়াইয়ে সরিষার তেল গরম করে তাতে ইলিশ মাছের টুকরার সঙ্গে অন্যান্য সব বাটা ও গুঁড়া মসলা, কালিজিরা, কাঁচামরিচ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে মাখা মাখা করে রান্না করে ফেলুন ইলিশ মাছ।

তারপর খিচুড়ি রান্না হয়ে এলে অর্ধেক খিচুড়ি তুলে নিয়ে রান্না করা মাছ বিছিয়ে উপরের বাকি রান্না করা খিচুড়ি ঢেকে দিয়ে আরও ১০ মিনিট চুলায় রেখে রান্না করুন। রান্না হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিংড়ি খিচুড়ি

চিংড়ি দিয়ে পোলাও কিংবা বিরিয়ানি রান্না করে খেয়েছেন নিশ্চয়ই? তেমনই একটি সুস্বাদু পদ হতে পারে চিংড়ি খিচুড়ি। ঝটপট সুস্বাদু কিছা রান্না করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন এই পদ। বৃষ্টির দিনের দুপুরে, অতিথি আপ্যায়নে এমনকী শিশুর টিফিনেও রাখতে পারেন চিংড়ি খিচুড়ি। এর রান্নার প্রক্রিয়াও বেশ সহজ।

তৈরি করতে যা লাগবে : চিংড়ি- আধা কেজি, পোলাওর চাল- ২ কাপ, মসুর ডাল- আধা কাপ, মুগ ডাল- ১ কাপ, তেল- পরিমাণমতো, ডিম- ১টি, আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া- ২ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া- ২ টেবিল চামচ, লবণ- পরিমাণমতো. পানি- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : চিংড়ি কেটে ধুয়ে নিতে হবে। এবার তাতে আদা বাটা, হলুদ, মরিচ গুঁড়া, লবণ ও ডিমের সাদা অংশ দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করে নিন। চুলায় তেল দিয়ে তাতে মেরিনেট করা চিংড়িগুলো ভাজুন। আরেকটি পাত্রে তেল দিয়ে ডাল চাল মিশিয়ে ভেজে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিন। এরপর লবণ ও বেরেস্তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। আধা সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে ভাজা চিংড়িগুলো ছেড়ে দমে ঢেকে রাখুন। দু-তিনটি মরিচ ফালি ছেড়ে দিন। চুলা বন্ধ করে আরও পাঁচ মিনিট ঢাকনা দিয়ে রাখুন। এরপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বেদানা বা ডালিমের উপকারিতা

চই পৃষ্ঠার পর

বীজে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যেগুলি শরীরে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এবং অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অ্যাপোপটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিকারক কোষগুলিকে নির্মূল করতে পারে। যদিও এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে ক্যানসারের প্রকোপ থেকে বাঁচতে রোজের ডায়েটে বেদানা রাখতেই পারেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

বেদানার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম, ফোলেটের মতো বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ভিটামিন কে হাড় সুস্থ রাখে। অন্যদিকে, পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ফোলেট কোষ মেরামতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতি দিন ডালিমের রস বা বেদানা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং শরীরও সুস্থ থাকবে। এছাড়া, ডালিমের রয়েছে তিন প্রকার অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-ট্যানিন, অ্যান্থোসিয়ানিন ও এলাজিক অ্যাসিড। অ্যান্থোসিয়ানিন দেহ কোষ সুস্থ রাখার ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে পারে।

পাঁচটি আপেলের সমান ১টি টমেটো

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের অনেকেরই ধারণা, টমেটোর চেয়ে আপেলের পুষ্টিগুণ বেশি। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, আপেলের চেয়ে টমেটোতে মোট খনিজ পদার্থ প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। পাঁচটি আপেলে যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে সেই একই পরিমাণ ভিটামিন পুষ্টিগুণ থাকে, সেই একই পরিমাণ ভিটামিন মিনারেলস মাত্র একটি টমেটোর মধ্যে থাকে। টমেটো বিষণ্ন মনে শরীরে প্রফুল্লতা প্রশান্তি আনে।

প্রতিদিন টমেটো খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রস্টেট ক্যান্সার ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে টমেটো দারুণ সহায়তা করে। এছাড়াও ওজন কমানোর উপকরণ হিসাবে টমেটো তুলনাহীন।

টমেটোর রসে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম। একটি ১০০ গ্রাম টমেটোতে মাত্র ১৭ গ্রাম ক্যালরি থাকে। এতে মূলত পানির পরিমাণই বেশি। একটি টমেটোতে প্রায় ৯৪ শতাংশ শুধু পানিই থাকে। তাই এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে।

টমেটোতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লাইকপেনে, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, চোখ ও ত্বকের সুরক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা যায়, লাইকোপেনে প্রাকৃতিকভাবে মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের মেদ ঝরে ওজন দ্রুত কমে। গবেষকদের মতে, টমেটো শরীরে কারনিটাইন নামক একটি অ্যামাইনো এসিড তৈরি করে, যা শরীরের মেদ কমাতে সাহায্য করে। সূত্র: জি নিউজ

শীতকালেই বেশি বেড়ে

চই পৃষ্ঠার পর

প্রতিকার : শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। ঠাণ্ডায় বাইরে না বের হয়ে ঘরের মধ্যেই হাঁটা-চলা ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এতে সন্ধির শক্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। প্রতিদিন আড়াই লিটার থেকে তিন লিটার পানি পান করবেন। ঠাণ্ডায় শরীর অতিরিক্ত তাপ হারালে হাত-পায়ে রক্ত চলাচল কমে এতেও ব্যথা অনেকাংশে বাড়তে পারে। তাই শরীর যাতে অতিরিক্ত তাপ না হারায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গরম সেঁক দিলে ব্যথায় কিছুটা আরাম হয়। কারণ গরম কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলে মাংসপেশি শিথিল ও রক্তনালি প্রসারিত হয়। ফলে ব্যথা থেকে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। যাদের নিয়মিত আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা ফিজিওওথেরাপি নিতে হয়, তাদের ব্যথা বাড়লে একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা বা ব্যায়াম করতে হবে। শীতে ব্যথার ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে ব্যথা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে। ব্যথা বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যথানাশক ওষুধ খেতে পারেন। তবে কোনো ব্যথার ওষুধই দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার বা সেবন করা যাবে না। বেশি ব্যথা এবং অনেকদিন ধরে হচ্ছে– এরকম হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বাইরে বেশি ঠাণ্ডা থাকলে ঘরের মধ্যেই অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শরীর সুস্থ রাখতে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিয়মিত ব্যায়াম করুন, ব্যথামুক্ত জীবন গড়ে তুলুন।- ডা. মো.সাইদুর রহমান

তিতা খাবার কেন খাবেন

চই পৃষ্ঠার পর

সহায়োক এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। পাট শাক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ব্রাহ্মী শাক : তিতা স্বাদের এই শাকের রয়েছে বিশেষ কিছু ওষধি গুণ। স্বরভঙ্গ, বসন্ত রোগ, শিশুদের ঠাণ্ডা-কাশিতে এ শাক খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। এই শাক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত ব্রাহ্মী শাক খেলে স্মৃতিশক্তি ভালো থাকে।

থানকুনি ও তেলাকুচা পাতা : গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় এই লতা জাতীয় গাছ দুটি হয়ে থাকে। এগুলো শাক হিসেবেও খাওয়া যায়। এই শাকগুলোতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ অনেক বেশি। তাই এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। তবে তেলে ভাজলে এর গুণাগুন নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেদ্ধ করে খেলে এর উপকার পাওয়া সম্ভব।

মেথি শাক : মেথির মতো মেথির শাকও অনেক উপকারি। মেথি শাক পুষ্টি জোগাতে অতুলনীয়। এটি এসিডিটি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি সমস্যা দূরে রাখে। তাই তিতা স্বাদের এই শাকটি আপনার খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

চিরতা : তিতা স্বাদের কারণে চিরতা অনেক পরিচিত। চিরতার পাতা থেকে শিকড় পর্যন্ত সবকিছুতেই ওষধি গুণ রয়েছে। প্রতিদিন সকালে চিরতা ভেজানো পানি খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এটি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়, জ্বর, পেট খারাপ, অন্ত্রের কৃমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, চর্মরোগ, যকৃতের প্রদাহ, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদি বহুরোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। চিরতা শরীর থেকে টক্সিক পদার্থ বের করতেও সাহায্য করে।

গ্রিন টি : গ্রিন টি তিতা ও কষালো স্বাদের। ওজন কমাতে সাহায্য করে এটি। গ্রীন টি প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এটি ত্বক ভালো রাখে এবং ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ডার্ক চকোলেট : এতক্ষণ যে তিতা স্বাদের খাবারগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেগুলো অপ্রিয় হলেও, চকোলেট খেতে কম-বেশি সবাই পছন্দ করে। তবে, ডার্ক চকোলেটের স্বাদ তিতা হওয়ায় অনেকের কাছে এই পছন্দের পরিমাণটা একটু কম হতে পারে। মিষ্টি জাতীয় চকোলেট শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। তবে ডার্ক চকোলেট উপকারী। এতে রয়েছে জিঙ্ক, কপার, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, পলিফেনোল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক ভালো রাখে এবং রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।

কিডনি পরিষ্কার করে যেসব খাবার

২৪ পৃষ্ঠার পর

ঝুঁকি কমায়।

আপেল কাঁচা বা রান্না করে অথবা প্রতিদিন এক গ্লাস আপেলের জুস খাওয়ার চেষ্টা করুন।

৫. রসুন : রসুন ইনফ্লেমেটোরি এবং কোলেস্টেরল কমাতে অনেক বেশি কার্যকরী। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান আছে যা দেহের প্রদাহ দূর করে থাকে। তবে রান্না করে খেলে এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায় না। ভাল হয় সকালে খালি পেটে কাঁচা রসুন খাওয়া, এটি হার্ট ভাল রাখার পাশাপাশি কিডনিকেও ভাল রাখে।

৬. ড্যান্ডেলিয়ন : এটি হলো একধরনের বন্য হলুদ ফুলের গাছ। এর মূল এবং পাতা শুকিয়ে চা বানিয়ে খেতে হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ায় এবং দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়। এ ছাড়া পেটে স্ফীতি কমায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে কিডনিকে পরিষ্কার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. অলিভ অয়েল : একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতিদিনের রান্নায় অন্যান্য তেলের চেয়ে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা বেশি স্বাস্থ্যকর। এতে অলিক এসিড, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ফ্যাটি এসিড আছে যা কিডনি সুস্থ রাখার পাশাপাশি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে।

৮. লেবুর শরবত : প্রতিদিন লেবু মেশানো জল খেলেও কিডনি পরিষ্কার হয়। লেবুতে যে এসিড উপাদান আছে তা কিডনিতে জমা হওয়া পাথর ভাঙ্গতে বেশ কার্যকর। লেবুতে যে সাইট্রাস উপাদান আছে তা কিডনিতে থাকা ক্রিস্টালদের পরস্পরের জোড়া লাগতে বাধা দেয়।

৯. আদা : কিডনিকে আরও কার্যকরী করতে আদা খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ কিডনিকে ভাল রাখতে আদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদা কিডনিতে রক্তের চলাচল বাড়িয়ে কিডনিকে সচল ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে কিডনির কর্মক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। যদি নিয়মিত কাঁচা আদা, আদার গুড়া কিংবা জুস করে খাওয়া যায় তাহলে তা কিডনি পরিষ্কারে ভূমিকা রাখে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 **646-982-9938**	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পে

১০ পৃষ্ঠার পর

তাই এ সময় রপ্তানিতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি।

এদিকে ওভেন পোশাক রপ্তানি করে যে আয় হয় তার প্রায় ৬০ শতাংশ কাঁচামাল আমদানির পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। আর নিট পোশাকের ক্ষেত্রে রপ্তানি আয়ের ১৫ শতাংশের মতো খরচ হয় কাঁচামাল আমদানিতে। এ কারণে দেখা যাচ্ছে, কয়েক বছর ধরে ওভেনের তুলনায় নিট পোশাক রপ্তানিতে ভালো করছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত জুলাইসেপ্টেম্বরে পোশাক খাতের ১ হাজার ১৬২ কোটি ডলারের রপ্তানির মধ্যে নিট পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৭৬ কোটি ডলার। আর একই সময়ে ওভেন পোশাকের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৮৫ কোটি ডলার। চলতি বছরের জুলাইসেপ্টেম্বর প্রান্তিকে পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রায় সাড়ে ৪৯ শতাংশই ছিল নিট পোশাকের, আর ওভেনের সাড়ে ৩৫ শতাংশ।

গত ২০১৯২০ অর্থবছরেও নিট এবং ওভেন পোশাকের রপ্তানি ছিল প্রায় সমান সমান। ২০২০২১ অর্থবছর থেকে ওভেনকে ছাড়িয়ে যায় নিট পোশাকের রপ্তানি। এরপর প্রতি অর্থবছরই নিট পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। সর্বশেষ ২০২২২৩ অর্থবছরে পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের প্রায় সাড়ে ৪৬ শতাংশ ছিল নিট খাতের আর ওভেন খাতের ছিল সোয়া ৩৮ শতাংশ।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, করোনার পর থেকে বিশ্ববাজারে নিট পোশাকের চাহিদা অনেক বেড়েছে। এমনকি করোনাকালেও নিট পোশাকের চাহিদা ছিল অনেক বেশি। কারণ, করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের সময় দেশে দেশে লকডাউন জারি করা হয়। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, ভ্রমণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘরের বাইরে পরার পোশাকের চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। বিক্রি না থাকায় বিদেশি ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ কমিয়ে দেন। অন্যদিকে ঘরে পরার নিট পোশাকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিও বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, গত জুলাইসেপ্টেম্বরে দেশের তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানি আয়ের ৭০ শতাংশই এসেছে মাত্র নয়টি দেশ থেকে। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও কানাডা। এ সময়ে এ নয়টি দেশ থেকে পোশাক রপ্তানি বাবদ আয় হয়েছে ৮১১ কোটি ডলার। উল্লিখিত ৯ দেশের বাইরের দেশগুলো থেকে পোশাক রপ্তানি বাবদ আয় ছিল ৩৫২ কোটি ডলার।সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে শঙ্কায়

১০ পৃষ্ঠার পর

উদ্বিগ্ন নই। কারণ, আমরা মনে করি, আমাদের যে সংস্কারমূলক কাজগুলো চলছে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিবিরুদ্ধ কিছু নেই। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ চলছে। সেই কাজগুলো যাতে চলমান থাকে সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি।"

তবে সাধারণ ব্যবসায়ীরা এই ধরনের আলোচনায় বেশ উদ্বিগ্ন। সোয়েটার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হান্নান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম শামসুদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমরা এখন পরিস্থিতির শিকার। নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে সেটা তো রাজনৈতিক কারণে। আমাদের কোন দোষের কারণে তো এখানে নিষেধাজ্ঞা আসার সুযোগ নেই। কারণ ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর অ্যাকর্ড ও এলায়েন্সের মাধ্যমে আমাদের এখানে যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই। যতগুলো দেশ গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করে তাদের মধ্যে একটি দেশও পাবেন না যারা আমাদের চেয়ে টেকসই। এখন লেবার ইস্যুতে যদি আমাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় তাহলে এই অঞ্চলের একটি দেশেরও গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির সক্ষমতা থাকবে না। যদি আইনসঙ্গতভাবে বিচার করেন। আমরা আসলে রাজনৈতিক কারণে ভিকটিম হয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি দেখেন, ৪৫ লাখ শ্রমিক কাজ করেন এই সেক্টরে। সেখানে ৭০ শতাংশ নারী। এর মধ্যে আবার ১০ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিকের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তারা মাসে ১৪ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করেন। এখন এই সেক্টরটা ধ্বংস হয়ে গেছে এক হাজার মালিক হয়ত পথে বসবেন। কিন্তু এই যে ১০ লাখ নারী যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর তারা কী করবেন? সামাজিক অবক্ষয় আমাদের কোথায় যাবে? এটা কী আপনি বিলিয়ন ডলার দিয়ে রিকভারি করতে পারবেন?"

বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতিকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সাবেক সভাপতি ও প্লামি ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন,"অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে আলোচনাটা হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য কোন সুখকর কোন সংবাদ না। যে ধরনের নিষেধাজ্ঞা হোক না কেন। সেটা যদি তারা ডিউটি বাড়িয়ে দেয় বা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে তা তো আমাদের ব্যবসার জন্য খারাপই হবে। ফলে এই পরিস্থিতিতে আমরা আসলে এক ধরনের অস্বস্তি বা অস্থিরতার মধ্যে আছি। যদিও বায়ারদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে, তারা এটা নিয়ে যে উদ্বিগ্ন তেমন কিছু বলছেন না। তাদের কাছে কোন তথ্যও নেই। তারপরও আমাদের তো উদ্বেগ কমছে না। আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে মনে করি, আমরা যাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি তাদের তুলনায় আমাদের শ্রমিকদের স্ট্যান্ডার্ড যথেষ্ট ভালো। তারপরও তারা আমাদের যেসব জায়গায় উন্নতি করার কথা বলছেন সেটা আমরা করছি। গতকাল রাষ্ট্রপতি শ্রম বিলে স্বাক্ষর না করে ফেরত পাঠিয়েছেন। সেটাও তাদের কাছে একটা ভালো বার্তা যাওয়ার কথা। সবকিছু মিলিয়ে ব্যবসায়ীরা আসলে এই পরিস্থিতির উন্নতি চান। এটাকে অবহেলা না করে আলোচনাটা চালিয়ে যাওয়া দরকার।"

বাংলাদেশ বহুমুখি পাটপণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি ও ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদুল করিম মুন্না ডয়চে ভেলেকে বলেন, "শ্রম নীতিকে কেন্দ্র করে তাদের যদি গঠনমূলক কোন পরামর্শ থাকে আমরা সেটাকে সাধুবাদ জানাবো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ জাতীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। সেই জায়গায় শঙ্কাটা বেশি। কেউ যদি কোন দিক থেকে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যায় তার আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য নির্ভর বা সঠিক পথে না থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়। আমাদের আশঙ্কা এই জায়গায়। আমি বলব, আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে যদি তাদের এত বেশি আগ্রহ থাকত, তাহলে এটা তো এ বছর তৈরি হয়নি। বেশ কয়েকবছর ধরেই এই পরিস্থিতি আছে। কোন ব্যবস্থা নিতে হলে তো তারা আগে থেকেই নিতে পারত। পাশাপাশি আমি আরেকটি বিষয়ে বলি, বায়াররা যেন আমাদের পণ্যের সঠিক মূল্য দেন সে বিষয়েও নজর দিতে হবে। আপনি শুধু আমাকে উন্নতি করতে বলবেন, কিন্তু পণ্যের সঠিক মূল্য দেবেন না সেটা হয় না।"-সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law- Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

WINTER SALE

Common Core
50% OFF
Original Price
12-Month Package

SHSAT
$250 OFF Sale Price
All Deluxe Packages

Hunter Exam
Up to 30% OFF
Original Pricing

Regents/GPA
1-Month Free w/
6-Month Package

SAT
March 9th SAT
FREE College Essay Review

Sale ends Sunday, December 3rd, 2023!

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

মেধা পাচার: বাংলাদেশি তরুণেরা কেন দেশ ছেড়ে যেতে এত উন্মুখ?

৫২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দলে দলে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন এবং সেখানেই থেকে যাচ্ছেন। মেধা পাচারের কারণে আমরা আমাদের দক্ষ শ্রমশক্তি ও মননশীল ব্যক্তিদের হারাচ্ছি। বাংলাদেশে যখন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, তখন এ বিষয়টি অবশ্যই দেশের জন্য উদ্বেগের। কারণ এ সময় দেশের জন্য অনেক বেশি দক্ষ ও মেধাবী শ্রমশক্তি দরকার।

তাসনিম ফেরদৌস ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক শেষ করেছেন। বর্তমানে তিনি দুই বছরের কিছু বেশি সময় ধরে বাস করছেন কানাডার উইনিপেগে।

এর আগে তিনি ইউনিভার্সিটি অভ ম্যানিটোবায় ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য আবেদন করেছিলেন। ফেরদৌস বলেন, ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচারের জন্য ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি প্রতিষ্ঠান। আমার বোন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে, সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কাছেই। বাংলাদেশে ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার পড়ানো হয় না। সুতরাং বিদেশে পড়তে আসাই আমার একমাত্র উপায় ছিল।

তাসনিম গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামগুলোর পাশাপাশি কো-অপ প্রোগ্রামেও যুক্ত। এ কো-অপ প্রোগ্রাম শিক্ষার্থী ও চাকরির বাজারের দূরত্ব ঘোচাতে কাজ করে। তাসনিম বলেন, আমি আমার মাস্টার্স প্রোগ্রামের ব্যবহারিক কাজগুলো চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি একজন জুনিয়র ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনার হিসেবে কো-অপ প্রোগ্রামে এ গ্রীষ্মেই কাজ শুরু করেছি। তাসনিমের মাস্টার্স ২০২৫ সালে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

তার কি দেশে ফেরার পরিকল্পনা আছে? এ প্রশ্নের জবাবে তাসনিম বলেন, আমি কিছু ব্যক্তিগত কারণে কানাডায় অবস্থান করার কথা ভাবছি।

তবে চাকরির নিশ্চয়তা থাকলে তাসিনম হয়তো দেশে ফিরে আসার কথা ভাবতে পারেন। তিনি বলেন, এখানেও সবকিছু একদম ত্রুটিহীন নয়। এখানেও সমস্যা রয়েছে, ভিন্ন ধরনের সমস্যা। কিন্তু এখানে অন্তত কর্মপরিবেশ প্রতিকূল নয়। বাংলাদেশে সুস্থ কর্মস্থল পাওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

তাসনিম একা নন। এমন হাজারো বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দিকে ঝুঁকছেন এবং তাদের চিন্তাভাবনাও তাসনিমের মতোই। যদিও বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া শিক্ষার্থীদের কতজন সেখানে থেকে যান, সে সংখ্যাটা জানা সহজ নয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে এ সংখ্যাটি ছিল সাড়ে ৫২ হাজার। ওপেন ডোরস ডেটা-এর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন। এ সংখ্যা ১৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ২০২২২৩ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ শতাংশ বেড়েছে।

মেধা পাচার বা ব্রেইন ড্রেইন হলো কোনো একটি দেশ থেকে উচ্চ প্রশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের অন্য দেশে গমন এবং তা পুরোদমে চলতে থাকা। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দলে দলে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন এবং সেখানেই থেকে যাচ্ছেন।

মেধা পাচারের কারণে আমরা আমাদের দক্ষ শ্রমশক্তি ও মননশীল ব্যক্তিদের হারাচ্ছি। বাংলাদেশে যখন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, তখন এ বিষয়টি অবশ্যই দেশের জন্য উদ্বেগের। কারণ এ সময় দেশের জন্য অনেক বেশি দক্ষ ও মেধাবী শ্রমশক্তি দরকার।

বিশ্বব্যাংকের ২০২১ সালের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ ১০ পয়েন্টের মধ্যে সাত পয়েন্ট পেয়েছে। যা বাংলাদেশকে মেধা পাচার প্রবণ শীর্ষ ২০ শতাংশ দেশের একটিতে পরিণত করেছে। ফান্ড ফর পিস ডেটা-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে মেধা পাচার সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ৭.৬ যা বৈশ্বিক গড় ৫.৫৫ থেকে তুলনামূলক খারাপ।

অবশ্য মেধা পাচার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। সাধারণত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে উচ্চদক্ষ মানুষ গুণগত শিক্ষা, অধিক সুযোগ-সুবিধা, শ্রেষ্ঠতর প্লাটফর্ম, সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জীবন যাত্রার উন্নতমানের জন্য উন্নত দেশগুলোতে চলে যান।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এর পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি যুবসমাজের প্রায় ৮২ শতাংশ ভালো ভবিষ্যতের আশায় দেশত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ প্রবাসীদের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে পায়। কিন্তু মেধাবী ও দক্ষ জনবলের ক্ষেত্রে সমীকরণটি এতটা সহজ নয়। কারণ যদি কোনো ব্যক্তি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেন, তবে তাকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে সরকারকে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়।

উচ্চদক্ষ শ্রমশক্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর দেশের রেমিট্যান্সে খুব বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারে না, এ বিষটিরও প্রমাণ রয়েছে। কারণ ওই সময়ের মধ্যে তারা তাদের পরিবারের পরবর্তী সদস্যদেরও অভিবাসনে সহায়তা করে।

অতীতে কিছু দেশ মেধা পাচারের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় প্রবাসীদের উপর বাধ্যতামূলক রেমিট্যান্স পাঠানোর শর্ত আরোপ করত (ফিলিপাইনের নাগরিকদের বিদেশে কাজ করতে হলে আইন অনুযায়ী এখনো তাদের আয়ের ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ দেশে পাঠাতে হয়।) কিন্তু এ ধরনের নীতি বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন। অতীতে এ ধরনের আইন প্রয়োগে সফল হওয়া একমাত্র দেশ ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। যদিও তাদের সফলতার বড় একটি কারণ হলো, তাদের অভিবাসী শ্রমিকেরা কোরিয়ান মালিকানাধীন কোম্পানিতে কাজ করতেন।

সুতরাং বিদেশে অভিবাসন কেন বাংলাদেশিদের জন্য একটি লোভনীয় বিকল্প হিসেবেই রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার অনুসন্ধান জরুরি।

অনাকর্ষণীয় চাকরির বাজার : ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে) ও বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ইয়ুথ ম্যাটার্স সার্ভে-২০২৩-এ ফেইসবুকের মাধ্যমে ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সি পাঁচ হাজার ৬০৯ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর একটি জরিপ করা হয়। এতে দেখা যায়, বিভিন্ন সমস্যার কারণে যুবসমাজের ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ বিদেশে চলে যেতে চান।

গবেষণাটিতে কারণ হিসেবে দুর্নীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবকে উল্লেখ করা হয়।

একইসাথে সমস্যাগুলো সমাধান করার শর্তে ৮৫ দশমিক ৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

হালিমা নূর (ছদ্মনাম) ২০১৫ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। তিনি দেড় বছর ধরে ঢাকায় চাকরি খুঁজেছেন, কিন্তু ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন হয়নি।

তিনি বলেন, আমি প্রধানত তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি খাতে চাকরি করতে আগ্রহী ছিলাম। এরপর যেকোনো খাতে ব্যবস্থাপনায় কাজ করতে আমি নিজেকে তৈরি করি। চাকরির ব্যবস্থা করতে না পারার প্রধান কারণ হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত সংযোগের অভাবকে উল্লেখ করেন।

হালিমাকে চাকরি না দেওয়ার অনেক হাস্যকর কারণের পাশাপাশি তাকে নিয়োগদাতাদের কাছ থেকে আরও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। যেহেতু আপনার সিজিপিএ বেশি, তাই আপনি এখানে বেশিদিন চাকরি করবেন না। আপনি রাতের বেলা কাজ করতে পারবেন না, তা-ই না। আপনি কি বিবাহিত? আপনার পারিবারিক পরিচয় কী? [স্থানীয় একটি কোম্পানি থেকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল।] আপনি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন, যা এখানে চাকরি করার জন্য উপযুক্ত নয়। ইত্যাদি।

হালিমা বলেন, বিষয়টি খুব হশাতাজনক। অনেক নিয়োগকারী তাকে বেশকিছু উপদেশও দিয়েছেন। তারা তাকে বলতেন, আপনার বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে যাওয়া উচিত। আপনার পরিবার আপনাকে এ ধরনের কাজ করার অনুমতি দেবে না। ইত্যাদি।

তিনি বলেন, সাক্ষাৎকারগুলো খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করা হতো। এটা বোঝা যেত যে, তারা সম্পূর্ণ বহিরাগতদের নিয়োগ দিতে চান না।

হালিমা ২০১৯ সালের শেষের দিকে চাকরির জন্য নিউজার্সিতে চলে যান। তিনি বলেন, আমি একটি প্রযুক্তি সেবা কোম্পানিতে চার বছর ধরে কাজ করছি। এ বিষয়েই আমি পড়াশোনা করেছি। আমি বড় বড় প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি।

পেশাগত উন্নতির ব্যাপারে হালিমা বলেন, আমি এখানে ইন্ডাস্ট্রি উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও বিকাশের ব্যাপারে জানতে পারি। এতে আমি এসব প্রকল্পে পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠছি।

অনুপ্রেরণা : আপনি কি অনুপ্রেরণা পান? এ প্রশ্নের উত্তরে ফাতিমা কাজী (ছদ্মনাম) বলেন, আমি কর্পোরেট অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারি অনুদান খাতে কাজ করি। এটি ব্যবসায়ের বিকাশের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। তিনি টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং এখন সেখানে পূর্ণকালীন কাজ করেন।

তিনি বলেন, আমি যখন আমার কাজের ফল পাই, তখন আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া বর্তমানে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে এই শিল্প। অন্যদিকে সরকারও এ শিল্পে বিনিয়োগ করছে।

বাংলাদেশে এ শিল্পের তেমন প্রবৃদ্ধি নেই। আমাদের দেশের জটিল আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা, তিনি আরও বলেন।

ইস্ট কোস্টে বসবাসকারী তাহসিন মাহমুদ বলেন, স্টেম [বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত] থেকে স্নাতক সম্পন্ন করার পর যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে আমাদের। কিন্তু বাংলাদেশে এ সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়।

তাহসিন বাংলাদেশের গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি ঢাকায় একটি বহুজাতিক ভোক্তা পণ্য কারখানায় প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন, বিদেশে যাওয়া আমার দীর্ঘদিনের একটি লক্ষ্য ছিল। বিশ্বের সবচেয়ে ভালো শিক্ষা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপারে আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। এছাড়া বিগত দশ বছরে শিল্পখাতের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা তাদের কোম্পানিতে গবেষণার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন।

ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে তাহসিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। বর্তমানে তিনি একটি ফরচুন-২০০ প্রযুক্তি কোম্পানিতে পূর্ণকালীন কাজ করছেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার মূল্য আছে। এখানে একটি পিএইচডি ডিগ্রি শিক্ষায়তনিক ও শিল্পক্ষেত্রে বিবিধ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাহসিন আরও বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাটি হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা লোকদের থেকেই নিয়োগ দেয়।

এছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি এবং পেশাগত ও প্রাযুক্তিক দক্ষতা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে মনে করেন এ তরুণ।

স্বাধীনতা : নারীর নিরাপত্তা, রাস্তায় বের হওয়ার সক্ষমতা, চাকরি করা, নিজের মতো করে বাঁচা এগুলো মৌলিক বিষয়, বলেন তাসনিম।

নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কাউন্সেলিং সাইকোলজিতে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত অত্রি হাসানও একই কথা বলেন : আমি ট্রেনে করে দ্বিধাহীনভাবে কানেকটিকাটে আমার বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যেতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশে একই দূরত্বে যাওয়ার জন্য অনেক পরিকল্পনা করতে হবে, বাড়ি থেকে অনুমতি নিতে হবে।

শুধু তা-ই নয়, অনেক ছোট ছোট বিষয়েও স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন দেশে বাসায় ফেরার সময় আমাকে চালকের ওপর ভরসা করতে হতো। এখানে শুধু নিরাপদে যাতায়াতই নয়, এখানে কোনো বাধার তোয়াক্কা করি না। এখানে আমি অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াতে পারি এবং আমি একদম নিরাপদ বোধ করি, বলেন অত্রি।

ফাতিমা বলেন, বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত স্পেস থাকুক, তা আমি পছন্দ করি। আমি এখানে ছোট-বড় অসংখ্য কাজই শিখেছি। সুযোগ-সুবিধা পেতে এবং নিজের বিকাশের জন্য আমাকে আমার নিজের পথের বাইরে যেতেই হবে। আমি যে বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছি, সে বিষয় সংশ্লিষ্ট বহু ও বৈচিত্র্যময় কাজের সুযোগ এখানে রয়েছে।

CHASE

Deposit cash or checks at most Chase ATMs. An image of your check can be printed on your receipt.

My Transaction Summary

Transaction #107
Account Number Ending In: 6162
Checking Deposit $5,337.50

Further review may result in delayed availability of this deposit

JPMorgan Chase Bank, N.A.
Astoria, Branch 000114
1-800-935-9935
Your satisfaction matters. Share your feedback at: chase.com/sendusfeedback

Member FDIC, Equal Housing Lender
Please keep your receipt
10/27/2023 16:15

Business Date 10/27/2023
Session #55

Thank you - Farhana
Cashbox #07

জালালাবাদ ভবন নিয়ে কম্যুনিটিতে তোলপাড়

৫২ পৃষ্ঠার পর

চাউর হয়ে যায় জালালাবাদ ভবন নাকি দেনার দায়ে ফোরক্লোজারে চলে যাচ্ছে! কিছুক্ষণের মধ্যে সারা কম্যুনিটিজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। ঐদিন রাতেই খবর পাওয়া যায়, জনাব বদরুল হোসেন খান এর নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশান রবিবার ১০ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু অবশ্য এখনো লিখিতভাবে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য জালালাবাদ ভবন ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ময়নুজ্জামান চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান জালালাবাদ ভবন ফোরক্লোজারে যাওয়ার খবরটি সঠিক নয়। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ভবনের মর্টগেজ যথারীতি পরিশোধ করা হয়েছে। একমাসের মর্টগেজ পিছিয়ে থাকলে নিউ ইয়র্ক সিটিতে কি কোন বাড়ী ফোরক্লোজারে যেতে পারে ? - পাল্টা প্রশ্ন করেন ময়নুজ্জামান চৌধুরী। তিনি আরো বলেন, ভবন ক্রয়ের সময় যাঁর নিবট থেকে হার্ড মানি কর্জ করা হয়েছিল, তিনি সুদের হার বাড়াতে চান বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা অব্যাহত থাকায় নভেম্বর মাসের মর্টগেজ প্রদানে বিলম্ব হচ্ছে, তবে আগামি দুই একদিনের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা হবে বলে তাঁরা আশা করছেন। তিনি আরো বলেন, জালালাবাদ ভবনের মর্টগেজ পরশোধে আপাতত: কোন আর্থিক সঙ্কট নেই কেননা ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মর্টগেজ পরিশোধ করা সম্ভব। তিনি গুজবে কান না দেওয়ার জন্য প্রবাসী ভাইবোনদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, জালালাবাদ ভবন জালালাবাদবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের প্রতীক। তাই তাঁরা আশা করেন, যারা এষ্টোরিয়ায় জালালাবাদ ভবন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছেন, নেপথ্যে চক্রান্ত করছেন, তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং প্রবাসের সকল জালালাবাদবাসীর আন্তরিক ঠিকানা ও আস্থার স্থলে পরিণত হবে জালালাবাদ ভবন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাংলাদেশের পোশাক খাতে

১০ পৃষ্ঠার পর

১০-এর মধ্যে ৯, এবং ২০-এর মধ্যে ১৮টি লিড প্রত্যয়িত কারখানা রয়েছে বাংলাদেশে।'

তিনি আরও বলেন, 'ইন্টিগ্রা ড্রেসেস লিমিটেড নিয়ে বর্তমানে দেশে সবুজ কারখানার সংখ্যা ২০৪টি। এর মধ্যে ৭৪টি মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটিনাম ও ১১৬টি গোল্ড মর্যাদা অর্জন করেছে। আরও ৫০০ কারখানা সার্টিফিকেশনের জন্য পাইপলাইনে রয়েছে। ইন্টিগ্রা ড্রেসেসকে ৯৯ স্কোর দিয়ে প্ল্যাটিনাম রেট করেছে ইউএসজিবিসি।

১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসজিবিসি কোনো স্থাপনা বা ভবনের পরিবেশগত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে লিড সনদ দেওয়া শুরু করে। স্থাপনাগুলোকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তোলা এবং ভবনের নকশার ক্ষেত্রে টেকসই চিন্তাভাবনার প্রসারের লক্ষ্যেই এ সনদ দেওয়া হয়।

ইউএসজিবিসি ২০১১ সালে প্রথমবার বাংলাদেশের দুটি কারখানাকে রেটিং দেয়। এরপর গত দেড় যুগে ধাপে ধাপে সনদ পাওয়া কারখানার সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৪টি প্ল্যাটিনাম, ১১৬টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও চারটি গ্রিন সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা আছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ এক বছরে সর্বোচ্চসংখ্যক লিড সনদ পেয়েছে। এসময় ৩০টি কারখানা লিড সনদ পায়। এর মধ্যে ১৫টি প্ল্যাটিনাম ও ১৫টি গোল্ড সনদ। ২০২৩ সালের সবশেষ ২২ কারখানা এই স্বীকৃতি পেয়েছে।

লিড সনদ তৈরি পোশাক খাতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে জানতে চাইলে বিজিএমইএর পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'দেশের লিড সার্টিফায়েড কারখানাই এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করছে। নেতিবাচক ধারণা দূর করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রাখছে আরও শক্তিশালী ভূমিকা। এখন দেশের রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক শিল্প খাত থেকে।'

চারটি ক্যাটাগরিতে সনদ : পরিবেশবান্ধব স্থাপনার শর্ত পরিপালন বিবেচনায় মোট চারটি ক্যাটাগরিতে সনদ প্রদান করে ইউএসজিবিসি আর তা হলো– সার্টিফায়েড : ৪০-৪৯ পয়েন্ট, সিলভার : ৫০-৫৯ পয়েন্ট, গোল্ড : ৬০-৬৯ পয়েন্ট, প্ল্যাটিনাম : ৮০+ পয়েন্ট। মোট ১১০ পয়েন্টকে সাতটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে এ সনদ দেওয়া হয়।

একটি কারখানায় জমির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ২৬ পয়েন্ট, পানি সাশ্রয়ের জন্য ১০ পয়েন্ট, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারের জন্য ৩৫ পয়েন্ট, পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের জন্য ১৪ পয়েন্ট, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থার জন্য ১৫ পয়েন্ট, অতি সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত যন্ত্রের ব্যবহারে ৬ পয়েন্ট এবং এলাকাভিত্তিক প্রাধান্যতায় ৪ পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হয়।

নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করে ক্যাটাগরিভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট অর্জন সাপেক্ষে ইউএসজিবিসি থেকে পরিবেশবান্ধব কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় তা হলো– কারখানা নির্মাণে কী ধরনের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে; কারখানায় সূর্যের আলোর কী পরিমাণ ব্যবহার হয়; সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার করা হয় কিনা; কারখানার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে শ্রমিকদের বাসস্থান আছে কিনা; স্কুল, বাজার করার ব্যবস্থা বা বাসস্ট্যান্ড রয়েছে কিনা; সূর্যের আলো ব্যবহার করার পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার এবং বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা হয় কিনা; বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার করা হয় কিনা; কারখানা নির্মাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা হয়েছে কিনা; অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আছে কিনা; বৈদ্যুতিক ফিটিংস স্থাপন ছাড়াও অগ্নিদুর্ঘটনা এড়াতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি। সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

২০২৪ সালে বৈশ্বিক খাদ্যশস্য

১১ পৃষ্ঠার পর

সম্ভাবনা রয়েছে। বিএমআই বলছে, উৎপাদন খরচে বিশেষ করে বর্তমান নিম্ন জ্বালানি ও সার খরচের কারণে খাদ্যশস্যের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও পরবর্তী ১২ মাসে জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের কমোডিটি আউটলুকে বলা হয়েছে, ভোজ্যতেলের সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। চলতি বিপণন বছরে সয়াবিন তেলের উৎপাদন ৯ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। এতে ভোজ্যতেলটির দাম নিম্নমুখী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভুট্টার দাম চলতি বছর ২২ শতাংশ কমার প্রাক্কলন ছাড়াও ২০২৪ সালে শস্যটির দাম আরো ৮ শতাংশ কমার পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। আর গমের দাম আগামী বছর প্রায় ৩ শতাংশ কমার প্রত্যাশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিএমআই বলছে, 'খাদ্যশস্য মূল্য কভিড-১৯ স্তর থেকে কমলেও তা প্রাক-কভিড স্তরের চেয়ে বেশি থাকবে। আমাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১৫ ও ২০১৯ সালের গড় দামের তুলনায় ২০২৪ সালে ভুট্টা, সয়াবিন ও গমের গড় দাম ৩০-৪০ শতাংশ বেশি থাকবে। কারণ নিম্ন মজুদ। কভিডকালীন সময়ে খাদ্যশস্যের মজুদ যে পরিমাণে কমে গেছে তা এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।'

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক বলছে, '২০২৪ সালে চালের দাম ৬ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়ায় এল নিনোর প্রভাবসহ শীর্ষ রফতানিকারক দেশগুলোর রফতানি সীমিতকরণ নীতি খাদ্যশস্যটির মূল্যবৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।'

বিএমআই জানিয়েছে, এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ভারতের লোকসভা নির্বাচনের কারণে ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে রফতানি নিষেধাজ্ঞা তুলবে না ভারত। নির্বাচনের আগে সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণকেই অধিক গুরুত্ব দেবে। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় এল নিনোর কারণে খাদ্যশস্যের ফলন কমার ঝুঁকি রয়েছে। তাই আগামী বছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাজার অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

এদিকে ফল, মাংস, মুরগি, চিনিসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম ২০২৪ সালে স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক। তবে ২০২৫ সালে এসব পণ্যের দাম কিছুটা নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি কমেছে

১০ পৃষ্ঠার পর

তাহলে মুদ্রানীতি আরো কঠোর করার প্রয়োজন হতে পারে।' নিজের মূল্যায়ন পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'সুদহার লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ স্তর বা তার কাছাকাছি রয়েছে।'

ফেডারেল রিজার্ভের অন্য এক সদস্য ক্রিস্টোফার ওয়ালার বলেন, 'হাতে থাকা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চতুর্থ প্রান্তিকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংযত করার প্রাথমিক লক্ষণ দেখে আমি উৎসাহিত। মূল্যস্ফীতি এখনো খুব বেশি। আমরা যে ধীরগতি দেখছি, তা বজায় থাকবে কিনা তা শিগগিরই জানা যাবে।'- খবর দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের বিষয়ে পূর্বাভাস ভুল ছিল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেকারত্বের হার বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদরা। তবে তাদের সে পূর্বাভাস ভুল প্রমাণ হয়েছে বলে জানান দেশটির অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন। সম্প্রতি মেক্সিকো সিটি পরিদর্শনের সময় তিনি এ কথা জানান। জ্যানেট ইয়েলেন উল্লেখ করেন, শ্রমবাজার দুর্বল হচ্ছে না এবং ভোক্তা চাহিদা বেড়েছে, ভোগ্যপণ্যের দামও কমে আসছে। বিনিয়োগ ও শক্তিশালী ভোক্তা চাহিদার প্রভাবে বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে মার্কিন অর্থনীতি ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। রয়টার্স

ডলার সংকটে বাংলাদেশে অনেকের ব্যবসা

১১ পৃষ্ঠার পর

পারছেন। তবে তাও যে চাহিদা মতো ডলার তারা পাচ্ছেন তা মনে হয় না।''

বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম কিছুটা কমালেও তার তেমন প্রভাব নেই খোলা বাজারে। আর ডলারের দাম কিছুটা কমলেও ব্যবসায়ী বলছেন, ডলার তো পেতে হবে। ডলার না পেলে ডলার দাম কমলেই বা কী?

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে ২১টি ব্যাংক এখন রীতিমতো ডলার সংকটে ভুগছে। কোনো কোনো ব্যাংকে ডলার নেই। ডলারের পাশাপাশি টাকার সংকটেও পড়ছে ব্যাংকগুলো । গত বুধবার ব্যাংকগুলোর তারল্য-চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এক দিনেই কয়েকটি ব্যাংককে ১৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ধার দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) পণ্য আমদানিতে এলসি খোলা কমেছে ১১.২২ শতাংশ । এই চার মাসে পণ্য আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে মোট দুই হাজার ১৮২ কোটি ডলারের। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময় এলসি খোলা হয়েছিল প্রায় দুই হাজার ৪৬৬ কোটি ডলারের। এ সময় ব্যাংকগুলোর এলসি নিষ্পত্তিও কমেছে ২৪ শতাংশের বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ব্যাংকগুলো এলসি নিষ্পত্তি করেছিল দুই হাজার ৮৯৪ কোটি ডলারের। সেখান থেকে কমে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে তা নেমে এসেছে দুই হাজার ১৯৭ কোটি ডলারে।

এদিকে ডলারের প্রধান উৎস রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সেও নেতিবাচক অবস্থা বিরাজ করছে। রিজার্ভ অব্যাহতভাবে কমছে। গত অক্টোবর মাসে ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা ২৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছরের একই মাসে মোট ৪.৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ আরো কমে ১৯.৪০ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। তবে দায়হীন বা প্রকৃত রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার।

যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন, ''বাংলাদেশ ব্যাংককে খাদ্য, সার ও জ্বালানি তেল আনতে একটা ডলার মজুত রাখতে হয়। সেটা তারা চেষ্টা করছে। এর বাইরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এলসি খুলে পণ্য আমদানি সংকট আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ডলার ক্রাইসিস আছে। রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স ডলারের মূল উৎস। সেখানে উন্নতি হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন আবার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কিনছে। আইএমএফ, এডিবির ঋণ এলে কিছু ডলার আসলেও তাতে সংকট কাটবে না।''

আর পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ''আমাদের যে দায় দেনা আছে সেগুলো রিসিডিউল করা দরকার। সেটা করা গেলে ডলারের ওপর চাপ কমতো। এখন আমাদের লোনসহ নানা ধরনের দায় দেনার চাপ তো বাড়ছেই। ফলে ডলার সংকট কাটানো কঠিন। আইএমএফের কিস্তির ঋণ এবং এডিবি ওয়ার্ল্ড ও ব্যাংক থেকে এক-দেড় বিলিয়ন ডলার আসতে পারে। এর বাইরে তো বাড়তি ডলার আর কোনো পথ আমি দেখছি না। তাই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হলে সরকারকে আলাপ আলোচনা করে দায়-দেনা শোধ কমিয়ে ডলার বাঁচাতে হবে।''

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক বলেন, ''ডলারের কারণে কেউ এলসি খুলতে পারছেন না এরকম কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। তবে এটা ব্যাংক ও তাদের গ্রাহকের সম্পর্কের বিষয় হতে পারে। আমরা তো বলেছি অধিকাংশ ব্যাংকের কাছে এখন বেশি হোল্ডিং আছে কমিটমেন্টের চেয়ে। সুতরাং সে এলসি না খুলে বসে থাকবে কেন? ব্যাংকেরও কাস্টমার রিলেশনশিপের বিষয় আছে। পারফরমেন্সের বিষয় আছে। এগুলো ব্যাংকই ভালো বলতে পারবে।''- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ

১১ পৃষ্ঠার পর

করছেন, তা মূলত এখানকার আয় থেকে পুনর্বিনিয়োগ। উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক বছর আগে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেশ স্বস্তিদায়ক অবস্থায় ছিল। তখন বেসরকারি খাতকে কম সুদে বড় অংকের বিদেশি ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে এখন সেই ঋণ পরিশোধের চাপে পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। সব মিলিয়ে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা আসার প্রবাহে গতি কম, অন্যদিকে দায়দেনা পরিশোধের চাপ অর্থনীতিতে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

দায়দেনা পরিস্থিতি কেমন : বছর দুয়েক ধরে সরকারের দায়দেনা পরিস্থিতি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। কারণ সরকারের দেনা বেড়ে গেলে অর্থনীতিকে বড় সংকটে ফেলতে পারে। সরকার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মূল্যস্ফীতি দ্রুতগতিতে বেড়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। এর পরিণামে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। শ্রীলঙ্কা যার বড় উদহারণ। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে গণবিক্ষোভের ফলে গত বছর শ্রীলঙ্কায় রাজাপাক্সে সরকারের পতন হয়েছে। দেশটির সঙ্কটের মূল কারণ ছিল অপরিকল্পিত বিদেশি ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিতে না পারা এবং ব্যাপকভাবে কর কমানোর কারণে রাজস্ব আয়ে মারাত্মক পতন। রাজাপাকশে সরকারের ভুল অর্থনৈতিক নীতি শেষ পর্যন্ত দেশটিকে খাদ্য ও জ্বালানি ঘাটতির মুখে ফেলে। মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মানুষ খাদ্য সংকেট পেড়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করে।

গত সেপ্টেম্বর শেষে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের স্থিতি ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে সরকারি খাতে ৭৯ বিলিয়ন ডলার এবং বেসরকারি খাতে ২১ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের ডেট সাসটেইনিবিলিটি অ্যানালাইসিস্থ অনুসারে বাংলাদেশের সরকারের মোট দায়দেনা (অভ্যন্তরীণ ঋণসহ) দেশের জিডিপির ৩৪ শতাংশের মতো, যা গ্রহণযোগ্য মাত্রার। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ জিডিপির অনুপাতে দায়দেনার ব্যাখ্যাকে পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য যথার্থ মনে করেন না। আইএমএফের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে গবেষণা সংস্থা পিআরআইর নির্বাহী পরিচালক ড.আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, বাংলাদশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৮ শতাংশ। এর অর্থ নিজস্ব আয় দিয়ে বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধে সক্ষম নয়। এ কারণে জিডিপির সঙ্গে ঋণের অনুপাত হিসাব করে লাভ নেই। তুলনা করতে হবে রাজস্বের সঙ্গে। বাংলাদেশে ঋণ-রাজস্ব অনুপাত ৪০০ শতাংশের বেশি। তার মতে, ২০০ থেকে ২৫০ শতাংশের মধ্যে থাকলেও চলে, কিন্তু ৪০০ শতাংশ বিপজ্জনক মাত্রার। (বণিক বার্তা,২২ নভেম্বর, ২০২৩)। জিডিপির অনুপাত বা রাজস্ব অনুপাতের বিবেচনার আলোচনার বাইরে এটা বলা যায়, বিদেশি ঋণ গ্রহণ গত কয়েকবছরে বেশ বেড়েছে এবং চীন, রাশিয়ার কাছ থেকে দ্বিপক্ষীয় বড় অংকের ঋণ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগামীতে ঋণ পরিশোধ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হারে বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয় সেই হারে না বাড়লে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে।

রিজার্ভ: স্বস্তি থেকে উদ্বেগ : বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অতীতে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার বিষয় হয়েছে। করোনার সংক্রমণের কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় রিজার্ভ বাড়তে থাকে এবং তা ২০২১ সালের আগষ্ট মাসে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে ওঠে। তখন রিজার্ভের পরিমাণ নিয়ে সরকারের বেশ স্বস্তি ছিল এবং রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে এ নিয়ে প্রচারও ছিল। করোনা পরবর্তী চাহিদা আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দিলে রিজার্ভ কমতে থাকে। কমতে কমতে সেই রিজার্ভ (গ্রস হিসাব) এখন ২৫ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। আর স্থানীয় বিনিয়োগ বাদ দিয়ে আইএমএফের বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ এখন ২০ বিলিয়নের নিচে। রিজার্ভ ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। আমদানি দমিয়ে রেখে রিজার্ভের পতন ঠেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য ও যন্ত্রপাতি অনেক সময় আমদানি করতে পারছে না। এতে করে অর্থনীতির সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপে ব্যাংকগুলো টাকা-ডলারের একটা দর নির্ধারণে রাজি হলেও বাজার ওই দরে সাড়া দিচ্ছে না। ফলে নানা জটিলতা হচ্ছে, ডলার ধরে রাখার প্রবণতা বাড়ছে এবং রেমিট্যান্সের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নির্বাচনের পর অর্থনীতির গতি ফিরবে? সরকারের নীতি নির্ধারকরা বলছেন, অর্থনীতিতে গতি আনতে যেসব সংস্কার দরকার, তার অনেক কিছুই নির্বাচনের আগে করা যাচ্ছে না। নির্বাচনের পর সংস্কারে মনোযোগী হবে সরকার। আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার জন্য এমন বার্তা তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। এখন সংস্কার কীভাবে হবে, মানুষের ওপর তার প্রভাব কেমন হবে, তার ওপর নির্ভর করছে সংস্কারের সাফল্য। কর আদায় বাড়াতে যেয়ে যদি নিম্নআয়ের মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় দরে যদি মূল্যস্ফীতি আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে সেই সংস্কার চলমান বৈষম্য আরও বাড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচন শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতিকে কোথায় নিয়ে যায়, তার ওপর নির্ভর করবে অর্থনীতির কী হবে।- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

ডেনমার্কে বিল পাস, পবিত্র কোরআন

১২ পৃষ্ঠার পর

ছিল২ কয়েকমাস আগেই ডেনমার্ক ও সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানো নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন দেখা দেয়। প্রচুর দেশ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে। ইরাকে ডেনমার্কর দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দক্ষিণপন্থিরা ক্ষুব্ধ : দক্ষিণপন্থি ও অভিবাসী-বিরোধী ডেনমার্ক ডেমোক্র্যাটস পর্টির নেতা ইনগের স্টর্জবার্গ বলেছেন, ২ইতিহাস আমাদের কড়া পরীক্ষা নেবে এবং তার কারণও আছে২ তার প্রশ্ন২ আমরা আমাদের মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করলাম, সেটাও কি বাইরের থেকে চাপের মুখে পড়ে২ বামপন্থিরাও এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। বামপন্থি সোস্যালিস্ট পিপলস পার্টির নেতা কারিনা লোরেন্টজেন বলেছেন,২ইরানের কোনো নাগরিকের কোনো কাজে ডেনমার্ক যদি মর্মাহত হয়, তাহলে ইরান কি তাদের আইন বদল করবে? পাকিস্তান করবে? সৌদি আরব কি আইন পরিবর্তন করবে? উত্তর হলো, না২ এই বিলটি প্রথমে অগাস্টে পেশ করা হয়। তারপর একবার তা সংশোধন করা হয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগে ডেনমার্কের রানির সই দরকার। সেই সই এই মাসের শেষে হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এএফপি, রয়টার্স

যেসব অভ্যাসের কারণে আপনি

১৮ পৃষ্ঠার পর

উৎসাহিত করে। আপনার জন্য যেটা সঠিক, আপনার জন্য যেটা মঙ্গল, সেটাই আপনার করা উচিৎ।

নয়. আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে না পারা। এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। ধরুন, আপনার আয় ১০,০০০ টাকা কিন্তু আপনার ব্যয় হচ্ছে ১২০০০ টাকা। দেখে যাচ্ছে, প্রতি মাসে ২০০০ টাকা করে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। আপনার যদি জমা টাকা থাকে, তাহলে সঞ্চয় ভেঙে খরচ করা খুব আনওয়াইজ একটা সিদ্ধান্ত হবে। আপনার যা আয় তার থেকে আপনার কম খরচ করতে হবে। আয়ের সাথে আপনার ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ওয়ারেন বাফেট বলেছেন, আপনার খরচের পর যা থাকবে তা সঞ্চয় করবেন না বরং সঞ্চয়ের পর যা থাকবে তাই খরচ করবেন। যারা এটা করেন না এবং খরচের সঠিক পরিকল্পনা করেন না, তাঁরা আয় এবং ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন না। দেখবেন যে, অনেকের কাছে রিটায়েরমেন্টের পরে পর্যাপ্ত টাকা থাকে। আবার অনেকের অনেক ঋণ থাকে। এটা মূলত আয়ের উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে ব্যক্তির খরচের অভ্যাসের উপরে এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের দক্ষতার উপর। আজকের এই পরামর্শগুলো নিয়ে আপনারা চিন্তা করুন এবং আপনাদের জীবনে প্রয়োগ করলে দেখবেন দারিদ্র্য থেকে আপনারা মুক্ত হচ্ছেন। যারা গরীব তাঁরা আর গরীব থাকছেন না, আস্তে আস্তে ওয়েলদি হয়ে উঠছেন, ধনী হয়ে উঠছেন। সাইফুল হোসেন অর্থনীতি বিশ্লেষক, ফাইন্যান্স ও বিজনেস স্ট্রাটেজিস্ট; ইউটিউবার ও সিইও, ফিনপাওয়ার লিডারশিপ ইন্টারন্যাশনাল।ওয়েব পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে ফিলিস্তিনিদের জীবন

১২ পৃষ্ঠার পর

লেবাননে জনসংখ্যা নিরূপণ করা দুষ্কর। অথচ রাজনৈতিক কারণে সেখানে আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা কঠিন। লেবাননে এর নানাবিধ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের এই ভূখণ্ডে প্রধানমন্ত্রী হন কোনো সুন্নি মুসলমান, প্রেসিডেন্ট হন কোনো খ্রিষ্টান আর স্পিকারকে হতে হয় শিয়া মুসলমান।

লেবাননে ফিলিস্তিনিরা কেমন আছেন? ইউএনআরডাব্লিউএ-র এক পরিসংখ্যান বলছে, সেখানে বসবাসরত শতকরা ৮০ ভাগ ফিলিস্তিনি শরণার্থীই দারিদ্র্য সীমার অনেক নীচে বাস করেন। অবস্থার উন্নতির জন্য যোগ্যতা অনুসারে চাকরি তারা শত চেষ্টাতেও পান না। লেবাননে ফিলিস্তিনি সম্পত্তি কেনার অধিকারও নেই শরণার্থীদের।

জর্ডানে ফিলিস্তিনিদের অবস্থা : মধ্যপ্রাচ্যে শুধু জর্ডানেই ফিলিস্তিনিদের নাগরিক হওয়ার অধিকার আছে। কেলি পেটিলো বলেন, ''জর্ডানের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত। রানি রানিয়ার পূর্ব-পুরুষরাও ফিলিস্তিনি ছিলেন।

তবে জর্ডানের অন্তত ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি এখনো শরণার্থী। এবং সে দেশের সরকারের আর কোনো শরণার্থী নেয়ার ইচ্ছে নেই। জর্ডানের বাদশা আব্দুল্লাহ হামাস আর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক যুদ্ধ শুরুর পর জানিয়ে দিয়েছেন, তার দেশ আর শরণার্থী গ্রহণ করবে না।

মিশরে ফিলিস্তিনিদের অনিশ্চিত জীবন : কেলি পেটিলোর মতে, ''মিশরের ফিলিস্তিনিরা সবচেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বড় রকমের আইনি জটিলতার মধ্যে আছেন তারা। মিশরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা জানাতে গিয়ে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষক বলেন, '' মিশর ইউএনআরডাব্লিউএ-র সদস্য দেশ নয়। ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, সেখানে সংখ্যাটা ৭০ হাজার থেকে এক লাখ ৩৪ হাজারের মধ্যে উল্লেখ করা হয়।

মিশরের গাজা উপত্যকা সংলগ্ন সীমান্ত থাকলেও প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ এল-সিসি একাধিকবার বলেছেন, তার দেশ সীমান্তকে কখনো গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশপথ হতে দেবে না।

সিরিয়ায় ফিলিস্তিনিদের সংকট : সিরিয়ায় মোট ১২টি শরণার্থী শিবিরের চার লাখ ৮০ হাজার ফিলিস্তিনিকে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে থাকে ইউএনআরাডাব্লিউএ। সিরিয়া যুদ্ধের কারণে তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

ইউএনআরডাব্লিউএ-র ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সিরিয়ায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের শতকরা ৮২ ভাগই চরম দারিদ্র্যসীমায় বাস করেন।সেখানে আরো বলা হয়, সিরিয়ার এক লাখ ২০ হাজারের মতো ফিলিস্তিনি কোনো প্রতিবেশী দেশে শরণার্থী হয়েছেন।

ইসরায়েলেও ফিলিস্তিনি : ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (পিসিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৪৮-এর যুদ্ধের পর এক লাখ ৫৪ হাজার ফিলিস্তিনি ইসরায়েলেই থেকে যান। ২০২০ সালে ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো জানায়, সেই সংখ্যাটা প্রায় দশ গুণ বেড়ে ১৫ লাখের মতো হয়েছে। ইসরায়েলের জনসংখ্যার ১৭%-এর মতো ফিলিস্তিনি বলেও দাবি করা হয় সেই পরিসংখ্যানে।

ইসরায়েলে ফিলিস্তিনিদের পরিচয় অবশ্য সবার কাছে একরকম নয়। কেউ তাদের বলেন ইসরায়েলি আরব, কারো কাছে তারা আবার ইসরায়েলের আরবি নাগরিক।

ইসরায়েল কৌশলে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল

১২ পৃষ্ঠার পর

অক্টোবর হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়েছে। তবে এর পাশাপাশি তাঁরা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে মানবাধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

গাজায় শিশু হত্যার দৃশ্যগুলো দেখে ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সুরক্ষার আগ্রহ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বলে জানান স্পেনের প্রধানমন্ত্রী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার সংকট নিরসনের সমাধান অবশ্যই রাজনৈতিক হতে হবে এবং তা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে হতে হবে। সাংবাদিকদের সানচেজ বলেন, তিনি মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনেছেন যে, প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় না বলে পশ্চিমা সংহতির বাণীগুলো ফাঁকা বুলি হিসেবেই রয়ে যায় এবং তাঁদের শান্তি সম্মেলনগুলোও অকার্যকরই রয়ে যায়।

তিনি বলেন, 'তাঁরা আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বলছেন। আর এই পদক্ষেপ হলো পশ্চিমা ও ইউরোপের দেশগুলোর ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।'

সানচেজ বলেন, 'ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে ইউরোপেরই লাভ হবে। প্রথমত, এই স্বীকৃতি ইউরোপের নৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে এবং দ্বিতীয়ত, এটি শান্তি স্থাপনের প্রতি একটি পদক্ষেপ হবে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূরাজনৈতিক স্বার্থের জন্যও লাভজনক হবে।'

উদ্বেগ প্রকাশ করে সানচেজ বলেন, 'শান্তি না এলে লেবানন, মিসর বা জর্ডানের মতো অন্যান্য দেশে এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।'

সানচেজ বলেন, 'আমরা কি সত্যিই দুটি সম্মুখযুদ্ধ চাই? একটি মধ্যপ্রাচ্যে, আরেকটি ইউক্রেনে? রাজনীতি ও কূটনীতির মাধ্যমে এটি রোধ করা উচিত এবং স্প্যানিশ সরকার এটিই সমর্থন করে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৪ সালে সুইডেন ইইউর প্রথম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে একতরফাভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে মাল্টা ও পূর্ব ব্লকের কিছু দেশ ইইউতে যোগ দেওয়ার আগেই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৩৯টিই ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সানচেজ জোর দিয়ে বলেন, মূলত ইইউ, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোই স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সাবেক রাষ্ট্রদূতকে

৭ পৃষ্ঠার পর

গ্রেপ্তার হওয়া ওই রাষ্ট্রদূতের নাম ম্যানুয়েল রোচা। তিনি বলিভিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গত শুক্রবার তাঁকে ফ্লোরিডার মায়ামি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুই মার্কিন কর্মকর্তা এপিকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, রোচা যুক্তরাষ্ট্রে কিউবার সরকারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি দেশে অন্য কোনো দেশের হয়ে কাজ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বা বিচার বিভাগের কাছ থেকে নথিবদ্ধ হয়ে অনুমতি নিতে হয়।

মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এখনো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি যে এই ঘটনায় রোচার পক্ষে কোনো আইনজীবী বা ল ফার্ম নিযুক্ত করা হয়েছে কি না।

ম্যানুয়েল রোচা যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর কূটনীতিবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। বিশ্বে যখন স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা তুঙ্গে তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন কূটনৈতিক মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। কলাম্বিয়ায় জন্ম নেওয়া এই কূটনীতিবিদের বেড়ে ওঠা নিউইয়র্কে। ম্যানুয়েল রোচা পড়াশোনা করেছেন দেশটির ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে। এর বাইরে হার্ভার্ড ও জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি। পরে ১৯৮১ সাল থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে মার্কিন কূটনৈতিক মিশনে কাজ করা শুরু করেন। বলিভিয়ার ছাড়াও তিনি আর্জেন্টিনায়ও দায়িত্ব পালন করেছেন।- অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490

OPEN 7 DAYS A WEEK

২০২৪ সালের নির্বাচনে কেন্দ্র

৭ পৃষ্ঠার পর

আটলান্টা জর্জিয়া রাজ্যে অবস্থিত। এসব শহর ডেমোক্র্যাটদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

২০২০ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ট্রাম্প নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু তার অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

২০২০ সালে হার মেনে নিতে না পেরে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন ট্রাম্প। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গার সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি সমর্থকদের দেশটির কংগ্রেস বা পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে হামলা চালাতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।

এসব অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলমান রয়েছে। তা ছাড়া আইন লঙ্ঘন করে নিজের কাছে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি রাখার অভিযোগেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ও তদন্ত চলছে। এসব সত্ত্বেও ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিক পার্টির পক্ষ থেকে ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে যাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরিচিতি ও জনপ্রিয়তায় ট্রাম্পের ধারেকাছেও নেই।

অন্যদিকে বাইডেনও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হয়েছেন। এখানেও ট্রাম্পের মতো অবস্থা। ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্য মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বাইডেনের তুলনায় অনেক কম প্রভাবশালী।

বাইডেনপুত্র হান্টারের বিরুদ্ধে

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে এরই মধ্যে হান্টার বাইডেন আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। হোয়াইট হাউস হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা নতুন মামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। মার্কিন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল কাউন্সেল ডেভিড ওয়েইস বাইডেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা এই নতুন মামলার তদন্ত করছেন। ফেডারেল কৌঁসুলিদের অভিযোগ, হান্টার বাইডেন কর পরিশোধ না করে সেসব অর্থ দিয়ে অসামাজিক জীবনযাত্রায় লিপ্ত ছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কর দেওয়ার বদলে হান্টার বাইডেন সেই অর্থ মাদক, এসকর্ট ও নারীসঙ্গ, বিলাসবহুল হোটেল ও বিভিন্ন রিসোর্ট, বিদেশি গাড়ি ক্রয়, দামি পোশাক এবং ব্যক্তিগত প্রসাধনী কেনার কাজে ব্যয় করেছেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের ছেলে ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্য অক্টোবরের পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে মোট ৭০ লাখ ডলারেরও বেশি আয় করেছেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত টানা চার বছর এই আয়ের বিপরীতে সময়মতো কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ইউক্রেনকে দেওয়ার অর্থ ‘ফুরিয়ে গেছে’

৭ পৃষ্ঠার পর

আসছে।’ গত অক্টোবর মাসে হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে ১০৮ বিলিয়ন ডলারের সম্পূরক অর্থায়ন বিল অনুমোদনের জন্য পাঠায়। এ অর্থ ইউক্রেন, ইসরায়েল ও ইন্দো-প্যাসিফিকের মিত্রদের সহযোগিতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত নিরাপত্তা বাড়ানোর কাজে ব্যয় হবে। যাই হোক, এই বিলের ওপর দুই দলের (ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান) সমঝোতার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও এর আগেরবার ইউক্রেনকে সহযোগিতার জন্য কংগ্রেসে তোলা অর্থায়ন প্যাকেজ দুই দলেরই ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি সভায় এ ইস্যুতে বিতর্ক বেড়ে চলেছে।

কংগ্রেসে কট্টর ডানপন্থী রিপাবলিকানদের দৃঢ় অবস্থান তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনকে অতিরিক্ত সহযোগিতা দেওয়ার বিরোধী তারা। এ পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি সভার নতুন স্পিকার মাইক জনসনকে অবশ্যই সিনেটের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্নে মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে হবে।

হোয়াইট হাউস আসলে সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত কত অর্থের কথা বলছে?

হোয়াইট হাউস থেকে অক্টোবর মাসে সম্পূরক অর্থায়নের জন্য যে খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেখানে ইউক্রেনের জন্য কমবেশি ৬০ বিলিয়ন অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও মার্কিন কংগ্রেসে এ পর্যন্ত ইউক্রেনের যুদ্ধ সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ১১১ বিলিয়ন ডলার অর্থের অনুমোদন দিয়ে রেখেছে।

ইয়াংয়ের তথ্যমতে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের জন্য বরাদ্দ পাওয়া ৬২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ৯৭ শতাংশই ব্যয় করে ফেলেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হাতে বরাদ্দ পাওয়া ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের কিছুই অবশেষ নেই। ইউক্রেন যুদ্ধে বৈশ্বিক সমর্থনের বিষয়টি উল্লেখ করে ইয়াং জোর দিয়ে বলেন যে বিপর্যয় ঠেকাতে কংগ্রেসকে অবশ্যই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ইয়াং লেখেন, ‘এটা আগামী বছরের সমস্যা নয়। গণতান্ত্রিক ইউক্রেনকে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সহযোগিতা জোগাতে কংগ্রেসকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।’

সমঝোতার বিষয়টি কোন প্রশ্নে আটকে আছে?

সম্পূরক সহযোগিতা প্যাকেজ, যা কংগ্রেসের দুই কক্ষেই পাস হতে হবে, সেটি এখন ঝুলে আছে। মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভায় রিপাবলিকান বিলটিতে আরও কঠোর নীতি আনতে চান। বিশেষ করে রাজনৈতিক আশ্রয় এবং প্যারোল আবেদনের মতো বিষয়গুলোতে তাঁরা কঠোর নীতি চান। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রস্তাব অনেক ডেমোক্র্যাটের জন্য অগ্রহণযোগ্য।

এই বিলের ওপর বিতর্কে অংশ নেওয়া ডেমোক্র্যাটদের অন্যতম শীর্ষ আলোচক হলেন ক্রিসিস মারফি। কানেটিকাটের এই সিনেটর গত সোমবার পলিটিকোতে বলেন, কট্টর ডানের রিপাবলিকানরা ইউক্রেনকে আরও অর্থায়নের এই বিলে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে ‘সীমান্ত বন্ধ’ করে দিতে চান।

কট্টর ডান রিপাবলিকানরা কেন বিরোধিতা করছেন?

রিপাবলিকান দলের যত বেশিসংখ্যক সদস্য পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘আমেরিকা সবার প্রথমে’ নীতি গ্রহণ করছেন, ততই ডানপন্থী আইনপ্রণেতারা ইউক্রেনকে সহযোগিতা দেওয়ার প্রশ্নে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

তাঁদের যুক্তি হলো, ইউক্রেনকে এত বেশি অর্থ পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উচিত হবে না। কেননা সেই অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের সুরক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু রিপাবলিকান শীর্ষ নেতাদের মধ্যে অনেকেই চান যে ইউক্রেনকে অব্যাহতভাবে সমর্থন দেওয়া হোক। তাঁদের মধ্যে সিনেটের সংখ্যালঘু দলের নেতা মিচ ম্যাককনেলও রয়েছেন। এই বিভক্তি পার্টির মধ্যে ফাটল বাড়াচ্ছে।

রিপাবলিকানদের মধ্যে এই ফাটল অক্টোবর মাসে বড় করে সামনে আসতে শুরু করেছে। ফ্লোরিডার উগ্র ডানপন্থী কংগ্রেসম্যান ম্যাট গেইটজ সে সময় প্রতিনিধি সভার স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে জো বাইডেনের সঙ্গে গোপনে তিনি ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়ার চুক্তি করেছেন।

ম্যাকার্থি সেটি অস্বীকার করেন। পরবর্তী সময়ে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে গেইটজ ও আরও সাতজন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা সমর্থন দেওয়ায় স্পিকারের পদ থেকে ম্যাকার্থিকে সরে যেতে হয়।

নতুন স্পিকার কি সমঝোতার বিষয়টি এগিয়ে নেবেন?

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হলে মাইক জনসন প্রাথমিকভাবে ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার প্রশ্নে সমর্থন দেন। কিন্তু পরে তাঁর অবস্থান পরিবর্তিত হয়।

গত সপ্তাহে জনসন বলেন, তিনি এ ব্যাপারে ‘আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী’ যে কংগ্রেস ইসরায়েল ও ইউক্রেনদুই দেশের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল অনুমোদন করবে। কিন্তু একই বিলে দুটি অগ্রাধিকার থাকা ঠিক নয় বলেও পরামর্শ দেন তিনি। ইয়াংয়ের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় জনসন আবারও তাঁর দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ইউক্রেনকে কোনো সহযোগিতা দিতে হলে সেটা অবশ্যই বৃহত্তর নীতির সঙ্গে মিলতে হবে।

এ বছরের মধ্যে আরেকটি প্যাকেজ পাস করতে পারবে?

ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানদুই দলের মধ্যে মতপার্থক্য অনেক বেশি তৈরি হওয়ায় তারা এখন একটা মীমাংসায় আসতে পারবে কি না, তা নিয়ে অনেক বেশি অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। রিপাবলিকানদের অন্যতম নেতা ওকলাহোমার সিনেটর জেমস ল্যাঙ্কফোর্ড খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, আইনপ্রণেতাদের শেষ পর্যন্ত একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ল্যাঙ্কফোর্ড বলেন, ‘আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা, মানব পাচার বন্ধ এবং আইনের ফাঁকফোকর গলে অপব্যবহারের যে সুযোগ, তা বন্ধে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সেটাই আমাদের লক্ষ্য।’

ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলে কী ঘটবে?

ইয়াং তাঁর চিঠিতে এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিকভাবে সমর্থন দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেন হীনবল হয়ে পড়বে। তাতে করে ইউক্রেনীয় বাহিনী এখন পর্যন্ত যতটা অর্জন করতে পেরেছে, তা তারা শুধু খোয়াবেই না, রুশ সেনাবাহিনীর বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়বে।’

ইয়াং সতর্ক করেন যে সে ধরনের পরিস্থিতিতে বড় পরিসরে আঞ্চলিক সংঘাত বেধে যেতে পারে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্ররা জড়িয়ে পড়তে পারে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিদেশে মার্কিন সেনাদের বিপদে ফেলতে পারে।

ইয়াং বলেন, ‘আমি অবশ্যই এ বিষয়ে জোর দিতে চাই যে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা করা এবং সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ইউক্রেনকে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত রাখা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কংগ্রেস এ বিষয়ে এখন যে পথ বেছে নেবে, তা বহু বছরের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’ - জন ই গ্রেভি দ্য গার্ডিয়ানের জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

বাইডেনের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের

৬ পৃষ্ঠার পর

জায়লানি হোসেইন বলেন, ‘আমাদের হাতে কেবল দুটি অপশন নয় অনেকগুলো অপশন রয়েছে।’ মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি এই কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল মুসলমান ও আরব মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। এ কারণেই সত্যিকার অর্থেই আগামী নির্বাচনে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন। কারণ সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ‘ইলেক্টোরাল বডি’র মাধ্যমে। আবার এই ইলেক্টোরাল বডি নির্ধারণ করে দেয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো। তবে দেশটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে পারেন।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও

৯ পৃষ্ঠার পর

বৃদ্ধি পেয়েছে, দক্ষ কর্মী ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বেড়েছে এবং আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক অঙ্গনে সহযোগিতা গভীর হয়েছে।’

এসময় চীনকে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করে চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিস্তৃত পরিসরে প্রসারিত এবং উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ইয়াও ওয়েন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক চেন তংসিয়াও, ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক লি কাইশেং, এসআইআইএস’র একাডেমিক অ্যাডভাইজার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইয়াং চিয়েমিয়ান, চায়না ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রোং ইং, বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন কেন্দ্রের সমন্বয়ক অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন এবং জেনেভায় জাতিসংঘ অফিস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি শামীম আহসান। এসময় উপস্থিত ছিলেন চীনা দূতাবাসের কাউন্সেলর ইউয়ে লিওয়েন এবং দূতাবাসের পলিটিক্যাল ডিরেকটর চাং চিং।

সেমিনারে বক্তারা চীন-বাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছে বলে জানান। তারা বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও চীনের উচিত পারস্পরিক আস্থা আরও বাড়ানো এবং সহযোগিতা আরও গভীর করা। যাতে দুই দেশের উন্নয়নের প্রচার করা যায়, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করা যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ বছর

১৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অভিবাসীদের সিংহভাগ অবস্থান করছেন। কিন্তু, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরও বাংলাদেশি অভিবাসীদের বড় বড় গন্তব্যস্থল। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদিও কম দক্ষ শ্রমজীবী তবুও গত চার দশক ধরে প্রতি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সপ্রবাহ বেড়েই চলেছে, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফর্মাল চ্যানেলে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ২১.৬১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, হুন্ডির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণও ২০ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ বা আরো বেশি।

৮। ড. ইউনূস উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের সাফল্য গ্রামের ভূমিহীন নারীদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার একটা অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের জীবন ও জীবিকাকে এই ক্ষুদ্রঋণ বেশ খানিকটা সহজ করে দিয়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ২৮ শতাংশ ঋণগ্রহীতা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্য, ক্ষুদ্রতর সংখ্যক ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা সাফল্যের সঙ্গে দারিদ্র্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শুধু ক্ষুদ্রঋণকে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম কর্তৃক লালিত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলার যথার্থ প্রতিষেধক বিবেচনা করা সমীচীন নয়। কিন্তু দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার এই সফল উদ্ভাবনটিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক দিক উন্মোচনের কৃতিত্ব দিতেই হবে।

৯। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মোতাবেক দেশের দ্রুত বিকাশমান পোশাকশিল্পে ৩৩ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, আর এই শ্রমিকদের ৬০ শতাংশেরও বেশি নারী। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থানের এসব নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতে কাজের ব্যবস্থা করাটা তাদের বঞ্চনা ও চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হবে, তৈরি পোশাকশিল্প খাত বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১০। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এম ডি জি) ও টার্গেট অর্জনে ২০১৫ সালের বহু আগেই বাংলাদেশ নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছিল। এগুলো হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গ-সমতা অর্জন, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যকর সেনিটেশন ব্যবস্থায় ব্যাপক অভিগম্যতা, শিশুমৃত্যু ও ছোট বালক-বালিকাদের মৃত্যুহার হ্রাস সম্পর্কিত লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ। ২০১৫-৩০ সালের ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের’ প্রায় সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টার্গেটগুলো পূরণে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে।

ড. মইনুল ইসলাম : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কালবেলা-র সৌজন্যে

আওয়ামী লীগ হয়তো জিতবে

১৪ পৃষ্ঠার পর

মালদ্বীপ যা পেরেছে, আমরা তা করে দেখাতে পারিনি।

থাইল্যান্ডে জেনারেল প্রাইয়ুত চান-ও-চা ২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর গত নয় বছর কারসাজির মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। তিনিও নির্বাচনে পরাজিত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেনজদিও সেনাবাহিনী তার পক্ষে ছিল। সেখানে অত্যন্ত অস্থিতিশীল পরিবেশেও নির্বাচন ও ক্ষমতার হস্তান্তর ছিল শান্তিপূর্ণ।

তৃতীয় একটি উদাহরণও আমাদের মনোযোগ পেতে পারে। তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান মে মাসে নির্বাচন আয়োজন করেন। তিনি একজন উচ্চাভিলাষী, অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও শক্তিশালী নেতা হিসেবে বিবেচিত, যিনি ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এমনকি সংবিধানেও পরিবর্তন এনেছেন। তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়ে টানা তিন দশক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এরদোয়ান দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ২ কোটি ৭৭ লাখ ৩০ হাজার বা ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিচদারোগ্লু ২ কোটি ৫৪ লাখ ৩০ হাজার ভোট পান। মোট ৮৪ দশমিক ২২ শতাংশ মানুষ ভোট দেন। তিক্ততা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ণ এই নির্বাচন দ্বিতীয় রাউন্ড অবধি গড়ায়। কিন্তু তা স্বত্বেও, নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ।

আমি যতদূর জানি, উপরের তিন নির্বাচনের উদাহরণের ক্ষেত্রেড়একটি খুবই ছোট নির্বাচনী এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়, আরেকটিতে সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ককে উৎখাত করা হয় এবং অপরটিতে একজন অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি জয়ী হয়েছেন যিনি বিরোধী পক্ষের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু। কিন্তু কোথাও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ ওঠেনি, বিরোধী দলের হাজারো নেতাকে গ্রেপ্তার ও কারাবন্দি করা হয়নি, এমনকি, তাদের সমর্থকদের পুলিশ খুঁজে বেড়ায়নি এবং তাদেরকে ঘর ছেড়ে পালাতেও হয়নি। উপরের একটি দেশেও বিরোধী দল ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তোলেনি। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই তিন দেশের একটিকেও গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।

নির্বাচন শুধু একটি ঘটনাড়এটা যতই জটিলতায় পূর্ণ হোক না কেন, এর সঙ্গে যত সম্পদ-উপকরণের সংযুক্তিই থাকুক না কেন এবং এর জন্য প্রস্তুতি যতই দীর্ঘ হোক না কেনড়এটা একসময় শেষ হবে। প্রশ্ন হলো: নির্বাচন শেষে আমরা কোন ধরনের দেশ পাব? এটাকে নির্বাচন বলা যায় কি না, সেটাও একটি প্রশ্ন, কেননা এতে মূলত আওয়ামী লীগ এ ও বি (দলের অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্রোহীরাই) লড়বেন। শাসনব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, আমলাতন্ত্র সরকারের অনুগত, পুলিশ রাজনৈতিক দলের মতো আচরণ করছে এবং প্রতিটি সরকারি সংস্থার রাজনীতিকরণ হয়েছেড় সবচেয়ে উঁচু স্তর থেকে একেবারে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত। এ অবস্থায় কীভাবে আমরা দেশ পরিচালনায় ন্যূনতম সুশাসনের দেখা পাব? কীভাবে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলবড়এ ধরনের প্রশংসনীয় কাজ করার পরড় যেখানে ব্যাংক লুটেরা ও অর্থ পাচারকারীরা আগের চেয়েও বেশি সুরক্ষিত, দুর্নীতি কোনো ত্রুটি নয়; বরং সার্বিক প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক অংশ, সাধারণ জনগণের সরকারি সেবা পেতে ঘুষ না দেওয়ার কোন বিকল্প থাকছে না, সৎ ব্যবসাগুলোকে সবদিক থেকে চেপে ধরা হচ্ছে, বড় প্রকল্পগুলো বড় আকারের দুর্নীতির ছদ্মবেশ হিসেবে কাজ করছে এবং একজন মানুষ আইনের আওতায় পড়বেন কি না, সেটা নির্ধারণ হচ্ছে তার রাজনৈতিক পরিচয়ের মাধ্যমে? মূল্যবোধ ধ্বংস হয়েছে, আইনের অপব্যবহার হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনীতিকরণ হয়েছে এবং দুর্নীতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায়, নির্বাচনে জয়ী হলেও চরম মূল্য দিতে হতে পারে আওয়ামী লীগকে। দেশাত্মবোধক গানগুলোতে আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেগুলো পূরণ না করতে পারার জন্য সিয়াম, নুরজাহান, আকলিমা ও তাদের মতো অন্য সবার কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

নাগরিক অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

হাসিনা সরকার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সম্ভব সবকিছু করছেন বলে মন্তব্য করে জোসেফ আরো যোগ করেছেন, "বর্তমান পরিবেশে কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।চ

বাংলাদেশ সরকারকে নিপীড়নের পথ থেকে সরে আসার দাবি জানানোর পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। "বিশ্ব নেতাদের অবিলম্বে কারাবন্দী বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবি জানাতে হবে এবং তাগিদ দিতে হবে যাতে সরকার সব রাজনৈতিক দলকে সত্যিকার অর্থে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়,চ- বলেছেন তিনি।

বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নাগরিক অধিকার খর্ব করার এসব অভিযোগ সরকার বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে। তবে সিভিকাসের এসব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন দেশের কয়েকজন স্থানীয় কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক গোষ্ঠী। "সবচেয়ে যেটা দুঃখজনক, এটা যে, দেশ একটা স্বৈরশাসনের মধ্যে পতিত হয়েছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তাতে করে বাংলাদেশের জনগণের একটা বৃহৎ অংশ নির্বাচনের উপরে, প্রশাসনের উপরে, সত্যতার উপরে, খবরের উপরে তাদের সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলছেন,চ বলেছেন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সল।

আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার উদাহরণ হিসেবে তিনি বিরোধীদের চলমান আন্দোলনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন। অগ্নিসংযোগের যেসব ঘটনা ঘটছে, এর কতগুলো সাজানো, এবং কতগুলো সাজানো নয়, বোঝা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এসবের দায় যেভাবে বিরোধী দলের কথিত দুর্বৃত্তদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে. তাতে তাদের বক্তব্যে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখতে পারছেন না। "এখন আপনি দুর্বৃত্তদের ধরতে পারছেন না, শনাক্ত করতে পারছেন না, তাহলে কি করে হবে, মানুষ কেমন করে বিশ্বাস রাখবে যে দেশে আইন শৃঙ্খলা আছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ আসলেই আস্থাহীন হয়ে পড়ছে এবং বাংলাদেশে মানবাধিকারের অবস্থান, বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার সব কিছুই আজকে বিঘ্নিত হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আমার বিশ্বাস,চ বলেছেন ফারুখ ফয়সল।

প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। "অনেকগুলো মানবাধিকার সংস্থা, কমবেশি একই বিবৃতি দিচ্ছে... সুশীল সমাজের স্থান সংকুচিত হচ্ছে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হচ্ছে এবং একই সাথে আমাদের অনেক নাগরিক অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। নির্বাচনের আগে যে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তা এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, এটি আরও খারাপ হবে কি না তা এখন দেখার বিষয়,চ- বলেছেন তিনি।

বাংলাদেশ ছাড়া ও এবছর ভেনেজুয়েলার নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি সর্বনিম্ন ধাপে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে সিভিকাস। আরো যেসব দেশে পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, জার্মানি, কিরগিজস্তান, সেনেগাল ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ সহ যে ২৮টি দেশে নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি সবচাইতে খারাপ, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩০.৬ শতাংশই এই সব দেশে বসবাস করে বলে সিভিকাস তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে। আর যেসব দেশে নাগরিক অধিকার পরিস্থিতি সবচাইতে উন্মুক্ত তাতে বসবাস করে মাত্র ২.১ শতাংশ মানুষ, যা একই সঙ্গে নির্দেশ করে নাগরিক অধিকার সংকোচনের এই বিষয়টি কেবল কিছু নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, বরং প্রাপ্ত উপাত্ত একটি বৈশ্বিক সংকটকেই চিহ্নিত করে।

- আজাদ মজুমদার, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

আরো ৬ বছর রাশিয়ার ক্ষমতায়

১২ পৃষ্ঠার পর

জানান। পরে জোগা সাংবাদিকদের বলেন, 'তিনি (পুতিন) নির্বাচনে লড়বেন।'

কমারস্যান্ট ডেইলির ক্রেমলিন প্রতিনিধি আন্দ্রেই কলেসনিকভ জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট সম্মত হয়েছে'।

এর আগে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভও বলেছিলেন যে অনেক মানুষ পুতিনকে নির্বাচনে অংশ নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পুতিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৯৯ সালের শেষ দিনে বরিস ইয়েলৎসিনের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। জোসেফ স্টালিনের পর পুতিনই রাশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রেসিডেন্ট। লিওনিদ ব্রেজনেভের ১৮ বছরের শাসনামলকেও ছাড়িয়ে গেছেন পুতিন।

রাশিয়ার পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ ফেডারেশন কাউন্সিল আগামী বছরের ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সম্মতি দিয়েছে।

উল্লেখ্য, রাশিয়ায় প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ছয় বছর।সূত্র : আলজাজিরা

বিরোধীদের অবরোধের ৪০ দিনে

৮ পৃষ্ঠার পর

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ইন্সপেক্টর শাহজাহান শিকদার জানান, অবরোধে যানবাহন ছাড়াও ১৫টি স্থাপনায় আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও জানান, আগুন লাগিয়ে দেওয়া ২৬৩টি যানবাহনের মধ্যে বাস ছাড়াও ৪৪টি ট্রাক, ২৩টি কাভার্ড ভ্যান, ৮টি মোটরসাইকেল এবং ট্রেন রয়েছে। এ ছাড়া সিএনজি, ভ্যানসহ অন্য গাড়ি পুড়েছে ২৬টি।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারবিরোধীদের অবরোধ কর্মসূচিতে সারা দেশে যানবাহন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ছাড়াও বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে নাশকতাকারীরা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাশকতা ঘটেছে ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নাশকতাকারীদের হাতেনাতেও (আগুন দেওয়ার সময়) আটক করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সরকারবিরোধীদের অবরোধে যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সারা দেশে তৎপর ছিল। বৃহস্পতিবার সরকারবিরোধীদের অবরোধ কর্মসূচি শেষ হলেও নাশকতা শেষ হয়ে গেছেড় এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সরকারবিরোধীদের নতুন কর্মসূচি ঘিরেও নানা ধরনের নাশকতার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ কারণে সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক তৎপর থাকবে।

ইউক্রেন পরাজিত হলে দায়

৭ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য করেছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন।

মঙ্গলবার মেক্সিকো সিটি সফরকালে সাংবাদিকদের মার্কিন অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি মনে করি তারা এটা বুঝতে পেরেছেন যে এটি একটি গুরুতর পরিস্থিতি। আমরা যদি ইউক্রেনের জন্য এই তহবিলের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে ইউক্রেনের পরাজয়ের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী হবো।

তিনি বলেন, ইউক্রেনের জন্য এই অর্থ অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সহায়তা যেন ইউক্রেনে যায় সেটি নিশ্চিতের পূর্বশর্তও এটি।

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনকে ১১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ সহায়তা অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেস। তবে গত জানুয়ারি মাসে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের হটিয়ে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন থেকে কিয়েভের জন্য আর কোনো তহবিল অনুমোদন দেয়নি কংগ্রেস। গত অক্টোবরে কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন, ইসরায়েল ও মার্কিন সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রায় ১০৬ বিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ চায়। তবে রিপাবলিকানদের বাধায় তা কংগ্রেসে পাস হয়নি।

এর আগে গত সোমবার (৪ ডিসেম্বর) এক চিঠির মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের বাজেট পরিচালক শালান্দা ইয়াং মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের স্পিকার ও রিপাবলিকান নেতা মাইক জনসন ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করে বলেন, ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার মতো সময় ও অর্থড় কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

শালান্দা ইয়াং বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই : কংগ্রেস কোনো পদক্ষেপ না নিলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার এবং মার্কিন সামরিক স্টক থেকে সরঞ্জাম সরবরাহ করার মতো অর্থ শেষ হয়ে যাবে। তহবিল জোগান দেওয়ার মতো আমাদের হাতে কোনো জাদুর ছড়া নেই। আমাদের হাতে অর্থ নেই। আমাদের সময় প্রায় শেষ। খবর রয়টার্সের।

বাংলাদেশ নিয়ে রুশ-মার্কিন পাল্টাপাল্টি

৯ পৃষ্ঠার পর

যা করা দরকার, তা তাঁরা করবেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির বলেন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রবাসী আয় ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক নানা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের দরকার হবে। এসব ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার নেই।

তাহলে এ ক্ষেত্রে সরকারের কী করার আছে, জানতে চাইলে হুমায়ুন কবির বলেন, দুই দেশকেই থামতে বলা দরকার; যাতে তারা ঢাকায় বসে এসব না করে।

অবশ্য দুই দেশকেই বলতে হলে নৈতিক দিক থেকে যে শক্ত ভিত্তি থাকা দরকার, তা আছে কি না, সে বিষয়টিও ভাবার আছে বলে অন্য এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

বাংলাদেশে নির্বাচন, মানবাধিকার ও শ্রমমান নিয়ে যা ঘটে চলেছে, তার ওপর আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ ও সংস্থার নজর আছে বলে তিনি জানান। সাবেক এই কূটনীতিক বলেন, বিপদে পড়ে তাদের সাহায্য চাইতে গেলে তখন তারা এসব বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে।সূত্র আজকের পত্রিকা

নির্বাচন ঘিরে অযাচিত-অযৌক্তিক

৯ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করেছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের পক্ষ থেকে এই চিঠিটি মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের নির্বাহী কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের একজন ক্রুসেডার এবং তিনি দেশের মানুষের ভোট, খাদ্য ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করতে অনেক কষ্ট করেছেন। তিনি (শেখ হাসিনা) একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আয়োজন করতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু একইসঙ্গে বিক্ষোভের নামে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি পোড়ানো ও মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাগুলো তিনি সহ্য করবেন না, যা বিরোধী দল নিয়মিত করে আসছে।'

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ বিভিন্ন মহলের কাছ থেকে অযাচিত, অযৌক্তিক ও আরোপিত রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে।'

তিনি যোগ করেন, 'আমরা আশা করব জাতিসংঘ ও তার সেক্রেটারিয়েট, সংস্থা ও স্থানীয় কার্যালয়গুলো বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করবে।' এছাড়া, জাতিসংঘের মহাসচিব ও সহকারী মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারকে নিয়োগ দেওয়ার আহ্বানও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। - সূত্র বণিক বার্তা

ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেও

৫ পৃষ্ঠার পর

দুর্যোগের বিষয়ে ফ্রান্স অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অবশ্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আটকে দিয়ে ইসরায়েলের পাশে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে দেশটি। ভোটাভুটির পর জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের দূত গিলাদ এরদান এক্সে এ ধন্যবাদ জানান।

ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করলেন ব্লিঙ্কেন

পরিচয় ডেস্ক: গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইসরায়েল যে ধরনের আচরণ করছে, তার কঠোর সমালোচনা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে এবং হতাহতের ঘটনা এড়াতে ইসরায়েল সরকার যে লক্ষ্যের কথা বলেছিল, তার সঙ্গে তাদের আচরণে ফারাক থেকে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলের ভূমিকা নিয়ে সবচেয়ে কড়া সমালোচনা করলেন ব্লিঙ্কেন।

বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন ব্লিঙ্কেন। সেখানে তিনি বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ গাজায় যে অভিযান চলছে, সেখানে বেসামরিক মানুষের সুরক্ষায় ইসরায়েলের পদক্ষেপ নেওয়াটা অপরিহার্য।

তবে ইসরায়েল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না উল্লেখ করে হতাশা প্রকাশ করেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, 'বেসামরিকদের রক্ষা করতে তাদের (ইসরায়েল) যে অভিপ্রায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা সত্যিকারের যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে ফারাক থেকে যাচ্ছে।'

ইসরায়েল বলছে, তারা অবশ্যই হামাসকে নির্মূল করবে। তাদের দাবি, বেসামরিক নাগরিকদের যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে সামরিক অভিযানের আগে সতর্কবার্তা দেওয়াসহ সাধ্যমতো সবকিছু করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও আলাদা করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং হামাস থেকে বেসামরিক নাগরিকদের আলাদা করার ওপর জোর দিয়েছেন। সংঘাতের এলাকাগুলো থেকে সাধারণ মানুষ নিরাপদে সরে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, ৭ অক্টোবর হামলা শুরুর পর থেকে ১৭ হাজার ১৭০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৪৬ হাজার আহত হয়েছেন। আর ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শহরগুলোতে হামাস সদস্যদের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর লড়াই হয়েছে। এতে কয়েক শ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল কিদরার হিসাব অনুসারে ৩৫০ জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েল বলেছে, খান ইউনিসে তাদের বাহিনীর হাতে কয়েকজন নিহত হয়েছেন।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলো আবারও তৎপরতা শুরু করেছে। এসংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত আবেদন জানিয়েছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদেশ ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা করছে। তাদের দাবি, এ যুদ্ধবিরতি শুধু হামাসকেই সুবিধা দেবে। রয়টার্স

রাজনীতি নয়, এবার বাংলাদেশে বোয়িং

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় প্রতিদিনই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবন, অফিস কিংবা তৃতীয় কোনো জায়গায় ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার কিংবা সৌজন্য সাক্ষাতের নামে চলে বৈঠকের পর বৈঠক। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে নিজেদের দেশের জন্য বিপজ্জনক লোক বলে তকমা দেয়া যুক্তরাষ্ট্র সেই বিএনপিকেই দেখাতে থাকে রঙিন স্বপ্ন। বিএনপিও হাঁটতে থাকে তাদের দেখানো পথে।

এই অবস্থায় গেলো ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশের নামে ঢাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে গ্রেফতার হয়ে যান বিএনপির মহাসচিবসহ শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতা। বাকিরা চলে যান আত্মগোপনে।

এদিকে ১৫ নভেম্বর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগের দিন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে শর্তহীন সংলাপে বসার চিঠি দেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। ১৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণা হয়ে গেলে অসার প্রমাণ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিঠি। এই অবস্থায় বিএনপিকে রেখে শ্রীলঙ্কা হয়ে নিজ দেশে ছুটি কাটাতে চলে যান পিটার হাস। বিএনপির আন্দোলনও গতি হারায়।

এসবের ফাঁকেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, আমরা বাংলাদেশের পোশাককর্মী কল্পনাদের পাশে আছি। কে এই পিটার হাসের কল্পনা আক্তার? যিনি মার্কিন স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন দেশের হাজারো পোশাককর্মীর ভাগ্য।

এদিকে বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের দিকে, তখন ৫ ডিসেম্বর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে গিয়ে সিয়াটলের আকাশযান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব দেন পিটার হাস। বৈঠক করেন বিমানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ বেচতে চায়? জানতে হলে ফিরতে হবে পেছনে। ২০০৮ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিমান লিমিটেড কোম্পানি হলে বোয়িংয়ের সঙ্গে উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি হয়। এগুলো আসতে থাকে ২০১১ সাল থেকে। সবশেষ ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪টি উড়োজাহাজ কেনা হয় বোয়িংয়ের কাছ থেকে। ২০১৯ সালে দুটি আনা হয় ভাড়ায়। বর্তমানে বিমানের বহরে থাকা ২১টি উড়োজাহাজের মধ্যে ১৬টি বোয়িং আর বাকি ৫টি ড্যাশ- এইট উড়োজাহাজ।

গেলো সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ বৈঠক শেষে ঢাকা সফর করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ৩৩ বছর পর ফ্রান্সের কোনো প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চুক্তি হয় এয়ারবাস কোম্পানি থেকে উড়োজাহাজ কেনার। আর তারপর থেকেই ব্যবসা হারানোর ভয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের।

৫ ডিসেম্বর বিমানের সঙ্গে বৈঠকটি করলেও বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে রেখেছে গেলো মে মাসেই। তবে এর আগেই প্রস্তাব ছিল এয়ারবাসের।

এছাড়া ভিসানীতির ভীতিতে কাজ না হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নাকের ডগায় এবার ঝুলিয়ে দিয়েছে পোশাক খাতে নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। বাংলাদেশের ওপর চাপ ছিল কোয়াডে যাওয়ারও। কিন্তু কোনো সামরিক জোটে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ অনড় থাকলে সফল হয়নি মার্কিনিদের সে চেষ্টাও।

আসল কথা হলো, ছলেবলে কৌশলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে। আর এজন্য রাজনৈতিক আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর উচ্চস্বরে আওড়ায় গণতন্ত্র মানবাধিকার শ্রমিক অধিকার কিংবা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বুলি।

বাংলাদেশে আসছে স্বাস্থ্য কার্ড

৫ পৃষ্ঠার পর

জন্ম নিবন্ধনের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তি হয়েছে।

কার্ডে নাগরিকের আগের চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব কাগজও থাকবে। অনলাইনেই সব তথ্য থাকায় হেলথ কার্ডের নম্বর দিলেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট চলে যাবে রোগীর ইমেইলে। এর মাধ্যমে ঘরে বসেই রোগীরা হাসপাতালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন। বিভিন্ন হাসপাতালে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেই কার্ড বহন করলেই চলবে। এক কার্ডেই রোগীর বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, রোগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিকেল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (এমআইএস) এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর এবং মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় পাইলট প্রকল্পের আওতায় প্রথমে এই স্বাস্থ্য কার্ড দেয়া হবে। পরের ধাপে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কার্ড দেয়া হবে।

সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. তাসনুভা মারিয়া ডয়চে ভেলেকে জানান, ''আমরা স্বাস্থ্য কার্ড দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবকিছু সেটআপ করছি। লজিস্টিকস সাপোর্ট, ম্যানপাওয়ার, কার্ড দেওয়ার জন্য ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে রোগীদের জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে হাসপাতালে আসার অনুরোধ করছি।

তিনি বলেন, ''এখনো তারিখ ঠিক হয়নি, তবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে এখানে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে পারে। আমি যতটুকু জেনেছি তাতে যারা স্বাস্থ্য কার্ড পাবেন তাদের একটি ইউনিক আইডি নাম্বার থাকবে। ওটা দিয়ে সার্চ দিলেই তাদের আগের চিকিৎসা, রোগ সবকিছু জানা যাবে। সিংগাইর উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে একজন রোগী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক ওই রোগীর স্বাস্থ্য কার্ড থেকেই সব তথ্য পেয়ে যাবেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, একজন নাগরিকের প্রথম যখন হেলথ কার্ড হবে তখন যতদূর সম্ভব তার আগের চিকিৎসা, রোগ ও চিকিৎসাপত্রের বিস্তারিত তথ্য যুক্ত করা হবে। আগের ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যও থাকবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম জানান, ''এর আগেও আমরা হেলথ কার্ডের বিষয়টি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করেছি। দাতাদের অর্থায়নে ওই কাজগুলো হয়েছে, কিন্তু সাসটেইনেবল হয়নি। এবার আমরা ন্যাশনাল আইডি কার্ডকে সংযুক্ত করে কার্ডের কাজ করতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যুক্ত করা হবে। এটা কেমন কাজ করে তা আমরা আগামী বছর পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ-ছয় মাস দেখব। সফল হলে সারাদেশে বিস্তৃত করা হবে। আর আগের প্রকল্পের যে কাজ হয়েছে তাও আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, ''এটা করা গেলে প্রত্যেকের একটা ইউনিক আইডি থাকবে। তিনি দেশের যে হাসপাতালেই যান না কেন ওই কার্ড দিয়ে চিকিৎসা নিতে পারবেন। তাকে সঙ্গে করে চিকিৎসার রেকর্ডপত্র বহন করতে হবে না। এই কার্ডে রোগীরা যাতে প্রতারিত না হন সেজন্য অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসসহ আরো কিছু তথ্য থাকবে।

তার কথা, ''সরকার সবার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করতে চায় তার জন্য এই হেলথ কার্ড খুবই জরুরি। এটা করা গেলে এর মাধ্যমেই বাকি কাজ করা যাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলাম বলেন, ''এটি একটি ভালো উদ্যোগ। এর মাধ্যমে কার্ডধারী রোগীদের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকবে। রোগ নির্ণয় করতে একই পরীক্ষা বার বার করতে হবে না। চিকিৎসকরাও সহজেই একজন রোগীর তথ্য জানতে পারবেন।

তার কথা, ''এটা হতে পারে সবার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চিকিৎসা সেবার প্রথম পদক্ষেপ। এর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে হেলথ ইন্সুরেন্স যোগ করা যেতে পারে। সিনিয়র সিটিজেনদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গরিব মানুষকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

এর আগে, চলতি বছরের শুরুতে দেশে সবার জন্য হেলথ কার্ড করা হবে বলে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেছিলেন, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আমরা ডিজিটালাইজড করছি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করার কারণ হচ্ছে, দেশে সবার জন্য একটি হেলথ কার্ড হবে। এতে সবার স্বাস্থ্যের সব তথ্য থাকবে। অন্যান্য দেশেও এভাবে হেলথ কার্ড থাকে। - হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি

৫ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতির জন্য যৌথভাবে আবেদন করে ইরান, তুরস্ক, আজারবাইজান ও উজবেকিস্তান।

ইউনেসকোর ভাষায়, ইফতার রমজান মাসে সব ধরনের ধর্মীয় বিধান মানার পর সূর্যাস্তের সময় মুসলমানদের পালনীয় রীতি। সংস্থাটি মনে করে, এই ধর্মীয় রীতি পরিবার ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং দান, সৌহার্দ্যের মতো বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। একই দিনে ইউনেসকোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্র।

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার কাসানে শহরে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' সংরক্ষণবিষয়ক ২০০৩ কনভেনশনের চলমান আন্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল

৫ পৃষ্ঠার পর

এটিই চট্টগ্রাম বন্দরের প্রথম কোনো টার্মিনাল যেটি কোনো বিদেশি অপারেটর পরিচালনা করবে।

সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল এবং মালয়েশিয়ান মাইনিং কোম্পানির (এমএমসি) মধ্যে অংশীদারিত্বের প্রতিষ্ঠান আরএসজিটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর।

প্রকল্পে সৌদি প্রতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এর মধ্যে ইক্যুইটি'র পরিমাণ ৩০% ও অবশিষ্ট ৭০% ঋণ। আপফ্রন্ট ফি ২ কোটি ডলার, কনসেশন ফি ১৮ ডলার, ট্যারিফ রেভিনিউ উভয়পক্ষ ৫০% হারে।

এছাড়া বাৎসরিক কনসেশনেয়ার ফি হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পাবে ২৫০ ডলার। যা প্রতি বছর ২.৪% হারে বাড়বে। সব মিলিয়ে ২২ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় হবে ৩৩ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার ডলার (বর্তমান ডলার দর ১১০.১৯ টাকা হিসেবে বাংলাদেশি টাকায় ৩ হাজার ৭০৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা)।

বাংলাদেশে স্থিতিশীল সরকার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভালো রেকর্ড থাকায় এ বছরের মে মাসে দোহায় সৌদি আরব বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বড় আকারের বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়। সম্প্রতি দোহায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌদি আরবের বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ এ আল-ফালিয়াহ এবং অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ফয়সাল আলিব্রাহিমের যৌথ সাক্ষাতের সময় ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে সৌদি আরবের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম সম্প্রতি বলেন, "সৌদি আরব একটি মূল্যবান উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।"

তিনি বলেন, "আমরা আশা করি বাংলাদেশ-সৌদি সম্পর্ক শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী হবে। আমাদের দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধার মধ্য দিয়ে এটি এগিয়ে যাবে।"

পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে রাষ্ট্রদূতের সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

কানাডায় পড়তে যেতে আগের চেয়ে ব্যাংকে দ্বিগুণ অর্থ দেখাতে হবে

৫২ পৃষ্ঠার পর

মার্ক মিলার বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দিয়েছেন।

আগামী বছর থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে। গত দুই দশক ধরে দেশটিতে স্টাডি পারমিট পেতে হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেখাতে হতো যে ব্যাংকে তার ১০ হাজার ডলার আছে। নতুন নিয়ম অনুসারে, এখন থেকে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকে ২০ হাজার ৬৩৫ ডলার দেখাতে হবে। এই অর্থ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কানাডায় জীবনযাপনের নিশ্চয়তা।

মার্ক মিলার বলেছেন, কানাডায় পড়তে যাওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিষয়টি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমন্বয় করা হয়নি। এর ফলে কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যাওয়া শিক্ষার্থীরা দেখতে পান সেখানে থাকার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের কাছে নেই।

তবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কাজের সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়েও চিন্তা করা হচ্ছে। বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখন দেশটিতে সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি পান। এই সময়সীমা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

এদিকে অনেকদিন ধরেই সমালোচকরা দাবি করে আসছেন যে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত শিক্ষা নেই এমন বিদেশিদের সুযোগ দিয়ে আসছে এবং ওই বিদেশিদের কানাডায় কাজ করার ও স্থায়ী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

মিলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কানাডার প্রদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি আসন্ন ফল সেমিস্টারের আগে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে না পারে, তাহলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভিসা সীমিত করা হবে।

তিনি বলেন, প্রদেশগুলোতে কিছু ডিপ্লোমা চালু আছে যেগুলো কেবল নামেমাত্র চলছে। তারা প্রকৃত ছাত্র তৈরি করতে পারে না।

ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার জায়গা দিতে পারবে এবং দায়িত্ব নিতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা দিয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির করানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়ার জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানান মিলার।

মিলার বলেন, তারা আশা করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক ততসংখ্যক শিক্ষার্থীকেই পড়ার সুযোগ দেবে, যতজনের থাকা-খাওয়ার সুবিধা তারা দিতে পারবে।-সিবিসি

ইসরাইলিদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটেছে - সমীক্ষা

৫২ পৃষ্ঠার পর

রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা ম্যাকাবি হেলথকেয়ার সার্ভিসেস (এইচএমও) পরিচালিত একটি সমীক্ষায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলিদের উল্লেখযোগ্যহারে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটেছে। নভেম্বরের শেষের দিকে এই সমীক্ষা চালানো হয়। ২০ থেকে ৭৫ বয়সী ৫০০ ইসরাইলির একটি প্রতিনিধি দল ও চারটি এইচএমও এই সমীক্ষা চালায়। এরপর জরিপের ফলাফলে এই তথ্য উঠে এসেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইসরাইলের এক তৃতীয়াংশ নাগরিক মনে করেন, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। গাজায় যারা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছেন, তাদের এক চতুর্থাংশের ৩০ শতাংশ বলেন, এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে।

উত্তরদাতাদের এক তৃতীয়াংশ বলেছেন, তারা ম্যামোগ্রাম এবং কোলনোস্কোপির মতো স্পর্শকাতর ক্যান্সার স্ক্রীনিংসহ মেডিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত বা বাতিল করেছেন।

প্রেসক্রিপশন ও নন-প্রেসক্রিপশন স্লিপ এইডের বিপুল পরিমাণ বর্ধিত ব্যবহারে এইচএমও-এর রিপোর্টগুলো জরিপের পর ফলাফলে দেখা যায়, ৬৩ শতাংশ ইসরাইলি ঘুমে ব্যাঘাত অনুভব করছে।

খাওয়া ও ব্যায়ামের অভ্যাসের পরিবর্তনে ৩৬ শতাংশ ইসরাইলি ওজন বেড়েছে। এদিকে ওজন কমে গেছে আরো ১৩ শতাংশ। আর খেলাধুলায় অভ্যস্ত ৬২ ভাগ লোকের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে নানা উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অবশেষে যুদ্ধ আসক্তিমূলক আচরণের ওপর প্রভাব ফেলেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫৬ শতাংশ ধূমপায়ী ধূমপান বড়েছে বলে স্বীকার করেছে। নিয়মিত অ্যালকোহল পানকারীরাও স্বীকার করেছেন, তাদের সেবন বেড়েছে।সূত্র : টাইমস অফ ইসরাইল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কার পূর্বাভাস দিতে পারে

৫২ পৃষ্ঠার পর

হার্ট অ্যাটাকের পরে প্রথম এক ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু চিন চিন করা ব্যথা হওয়ারও অনেক আগে আপনি নিজেই ইঙ্গিত পেতে পারেন যে আপনার হৃদযন্ত্র ঠিক মতো কাজ করছে কি না। এর জন্য আপনাকে না হতে হবে বিশেষজ্ঞ, না দরকার ইসিজি মেশিনের মতো যন্ত্র।

কিছু বিশেষ ব্র্যান্ডের স্মার্টওয়াচ, স্মার্টফোন বা ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের মতো সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু যন্ত্র, যা দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যেই আগাম ইঙ্গিত পাবেন যে আপনার হৃদযন্ত্র ঠিকঠাক চলছে কি না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হৃদরোগের চিকিৎসায় কী কী অবদান রাখতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় এখন চলছে তিন দিনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কার্ডিওলজিকাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া আয়োজিত ওই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়াসহ বিশ্বের নানা দেশ থেকে গবেষক-চিকিৎসকরা এসেছেন।

এআই যখন সাধারণ মানুষের হাতে : ওই সম্মেলনেই যোগ দিতে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. মিন্টু তুরাখিয়া।

তিনি একদিকে যেমন হৃদযন্ত্রের 'ছন্দপতন'-এর চিকিৎসা করেন, তেমনই বিখ্যাত এক ব্র্যাণ্ডের স্মার্টওয়াচের মাধ্যমে কী করে হৃদযন্ত্রের কোনো ত্রুটির আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা নিয়ে একটি বড় গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ডা. তুরাখিয়া ব্যাখ্যা করছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে এমন একধরণের যন্ত্র আছে যেগুলো চিকিৎসকরাই শুধু ব্যবহার করতে পারেন। ইসিজি, হার্ট মনিটর প্যাচ, এমনকি এক্স-রে বিশ্লেষণ করার জন্যও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'এগুলো কোনো না কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়া যন্ত্র। চিকিৎসকরা এইসব যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আরো নিখুঁত চিকিৎসা করতে পারেন।'

ডা. তুরাখিয়া বলেন,'আরেক ধরণের যন্ত্রও আছে, যেখানে এআই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মূলত সেগুলো ভোগ্যপণ্য। অ্যাপল ওয়াচের মতো স্মার্ট ওয়াচ বা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ইসিজির মতো ভোগ্যপণ্যগুলো কোনো চিকিৎসক ছাড়াই ইসিজি বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিতে পারে যে হৃদযন্ত্রে কোনও সমস্যা আছে কি না। এই সফ্টওয়ারগুলো অবশ্য সব দেশে এখনো ব্যবহার করা হয় না।'

তিনি বলছিলেন, একটি বিখ্যাত ব্র্যাণ্ডের স্মার্ট ওয়াচে এরকম একটা ফিচারও যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ওই হাত ঘড়ির পেছনে একটি আলো থাকে।

ডা. তুরাখিয়া বোঝাচ্ছিলেন, 'ওই আলোর বিন্দুটির মাধ্যমেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসাব কষে বলে দিতে পারে যে ওই ব্যক্তির নাড়ির গতি স্বাভাবিক আছে কি না। অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন মানেই কোনো একটা সমস্যা আছে তার হৃদযন্ত্রে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসিজি আর চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে।'

এমনকি স্মার্টফোনের ফ্ল্যাশ লাইটের ওপরে আঙ্গুল রেখেও হৃৎস্পন্দন মাপা যায়, এরকম অ্যাপও রয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন ডা. তুরাখিয়া।

আবার রোবোটিক সার্জারি প্রযুক্তিও অনেক হাসপাতালেই শুরু হয়েছে। সেখানেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ওই সার্জারিতে খরচ বিপুল।

দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে যেসব যন্ত্র আসছে, তা চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদিত হোক বা স্মার্টওয়াচ, স্মার্টফোনের মতো ভোগ্যপণ্য হোক, সেগুলোর এখনো যা দাম, তা ভারতের মতো দেশের সিংহভাগ মানুষেরই ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিষয়টি স্বীকার করছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও।

তবে ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কোঅর্ডিনেটর ডা. কাজল গাঙ্গুলি বলছিলেন, 'এআই ব্যবহার করে যেসব যন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা হৃদরোগের আগাম সতর্কতা দিতে পারে, তার বেশিরভাগই এখনো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে।'

তিনি বলেন,'কিছু যন্ত্র বাজারে এসেছে, সেগুলোর দামও অনেকটাই বেশি ভারতের মতো দেশের মানুষের কাছে। কিন্তু আমরা আশা করব যে বাজারের সূত্র মেনেই যত বেশি এধরণের যন্ত্র বাজারে আসবে, মানুষ কিনতে থাকবেন, ততই দামও কমবে। তখন আরো বেশি মানুষের সাধ্যের মধ্যে চলে আসবে এআই যন্ত্রগুলি।'

অন্য একটি সমাধান দিচ্ছেন ডা. মিন্টু তুরাখিয়া।

তিনি বলছিলেন, 'ভারতের মতো দেশে ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো এরকম কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি যে একেকটা ছোট গুমটি মতো করা হল, অনেকটা আগে যেরকম টেলিফোনের বুথ থাকত।'

তিনি বলেন, 'ওই বুথগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, এমন বেশ কিছু যন্ত্র থাকল। সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে নিজেই নাড়ির গতি, ইসিজি বা রক্তে শর্করার পরিমাপের মতো পরীক্ষা করে নিলেন।'

ডা. তুরাখিয়া বলেন, 'এআই যন্ত্র যদি কোনো ইঙ্গিত দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে গেলেন সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য।'

তার ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে কোনো একজন ব্যক্তি যদি বেশি খরচ করে এআই 'গ্যাজেট' নাও কিনতে পারেন, তিনি প্রাথমিক ইঙ্গিতটা পেয়ে যেতেই পারেন ওইসব বুথে রাখা যন্ত্রগুলোর মাধ্যমে।

তবে চিকিৎসকরা বারবার সাবধান করছেন যে এআই হয়তো প্রাথমিক সতর্কতাটা জানাল। কিন্তু তারপরে চিকিৎসাটা কিন্তু ডাক্তারই করবেন।

তিনিও আবার এআইয়ের সহায়তা হয়তো নেবেন। কিন্তু যন্ত্র কখনই চিকিৎসকের বিকল্প নয়, একটা সহায়ক মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে পাইলট প্রকল্প : চিকিৎসা বিজ্ঞানে এআই নিয়ে সারা বিশ্বে যেমন গবেষণা চলছে, তেমনই কাজ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতেও।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ডি পি সিনহা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার ১৫০টি স্কুলে একটি পাইলট প্রকল্প শেষ হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক আছে কি না, সেই তথ্য জানতে পারছেন শিক্ষিকারাই। তার পরে কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের মাধ্যমে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তা পাঠানো হচ্ছে চিকিৎসকদের কাছে। শিশুদের মধ্যে যে রোগটা খুবই দেখা যায়, সেই রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিসের আশঙ্কা কতটা আছে একটি শিশুর, সেটার ইঙ্গিত এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।'

ডা. সিনহা এটাও বলছিলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হৃদরোগের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া গেলে হার্ট অ্যাটাকের যত ঘটনা ভারতে ঘটে, তা ১৮ ভাগের মতো কমিয়ে আনা যেতে পারে, এমনটাই দেখা যাচ্ছে গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে। কিন্তু এই তথ্য এখনো খুবই প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে। সূত্র : বিবিসি

বিনা খরচায় মন ভালো করার উপায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

কাজে ঠিক মতো মন বসে না। তখন হয়ত কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে কফি পানে মন ভালো করতে চাইলেও পকেট থেকে বেশ'কটি টাকা বের হয়ে যায়।

তবে হেল্থশটস ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের ফোর্টিস হেল্থকেয়ার হসপিটাল'য়ের মানসিক স্বাস্থ্য ও আচরণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট ডা. কামনা ছিবের বলছেন, "মন ভালো করার কিছু প্রাকৃতিক উপায় আছে। আর সেগুলো পেছনে খরচও করতে হয় না।"

একটু বেড়াতে যাওয়া : ছোট বিরতি নেওয়া ও পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য চারপাশে হাঁটতে যাওয়ার পরামর্শ দেন, এই বিশেষজ্ঞ। মন খারাপ অবস্থায় একই পরিবেশে থাকা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে, পাশাপাশি বিরক্তিকর চিন্তাভাবনা বাড়ায় আর তা ভাবার জন্য আরও বেশি সময় পাওয়া যায়। পরিবেশের পরিবর্তন মেজাজেরও পরিবর্তন করে। এই সময়ে প্রকৃতির কাছে হাঁটে যাওয়া মন ভালো করতে, শান্ত ও সজীব অনুভব করতে সহায়তা করে।

আত্মিক শান্তির জন্য গান শোনা : মন ভালো করতে যে কোনো স্থানেই পছন্দের গান শোনা যায়। হাতের কাছে হেডফোন রাখা আর নিজের সুবিধা মতো গান চালিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া মন প্রশান্ত রাখতে সহায়তা করে। এছাড়াও "ইতিবাচক ভিডিও দেখা বা পডকাস্ট শোনা মন ভালো করতে সহায়াত করে" বলেন ডা. ছিবের।

পড়া : বই পড়ার মাধ্যমে একটা কল্পনার জগত সৃষ্টি হয়। আগে পড়া হয়নি বা সম্পূর্ণ শেষ করা হয়নি এমন কোনো ভালো কিছু পড়ার মাধ্যমে নিজেকে বইয়ের মাঝে ডুবিয়ে রাখা যায় আর সেটা মন ভালো করতে সহায়তা করে। ডা. কামনা বলেন, "ভালো ও আরামদায়ক কিছু পড়া নিজেকে দৈনন্দিন জীবন ও কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সহায়তা করে।"

বন্ধুদের সাথে দেখা করা : নিজেকে চাঙা করতে ও মন খারাপের রেশ কাটাতে ঘরে বসে না থেকে বরং বন্ধুদের সাথে দেখা করা ও ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

ভালো সঙ্গ মহৌষধের মতো কাজ করে মন ভালো রাখে। তাই মন মেজাজ খারাপ থাকলে কাছের বন্ধুর সাথে আলাপচারিতা ভালো ফলাফল বয়ে আনে।

ব্যায়াম : শরীরচর্চা দেহে ভালো হরমোন নিঃসরণ করে এবং স্বাভাবিকভাবেই মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগ-ব্যায়াম অথবা নাচানাচি করার পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ।

বাংলাদেশে ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট

৫২ পৃষ্ঠার পর

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যবসায় কিছুটা প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে।স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক ৬০টিরও বেশি দেশে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দিয়ে আসছে।

গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার বাংলাদেশ সরকারের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, নীতিগতভাবে আমি স্টারলিংককে লাইসেন্স দিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) বলেছি।তিনি আরও বলেন, আমরা শহর ও গ্রামের মানুষের জন্য সমানভাবে ইন্টারনেট সেবা দিতে চাই। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষ করে গ্রাম, চর ও দ্বীপগুলোয় ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত হবে।

স্টারলিংক অনুমোদন পেলে দেশে প্রচলিত টেলিযোগাযোগ ও কেবল ইন্টারনেট পরিষেবায় প্রতিযোগিতা বাড়াবে। দেশে ইন্টারনেট পরিষেবার মান উন্নত হওয়ার পাশাপাশি এর পরিধি প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্টারলিংক ইন্টারনেটের দাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বেশি। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, বেশিরভাগ জায়গায় এর পরিষেবা নিতে মাসে প্রায় ১২০ ডলার খরচ হয়। প্রথমদিকে, হার্ডওয়্যার খরচসহ তা ৫৯৯ ডলারে পৌঁছায়।

স্থানীয় আইএসপি থেকে পাঁচ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ডের দাম প্রতি মাসে প্রায় ৫০০ টাকা ও মোবাইল ইন্টারনেটের দাম প্রতি ৩০ জিবিতে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পড়তে পারে।

এর আগে স্পেসএক্স বাংলাদেশে স্টারলিংক পরিষেবা চালুর ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং গত জুনে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা এ বিষয়ে একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

স্পেসএক্সের গ্লোবাল গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজার জোয়েল মেরেডিথ ও গ্লোবাল লাইসেন্সিং অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন ম্যানেজার পার্নিল উর্ধারেশ এর সুবিধাগুলো তুলে ধরেন। এর আগে, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদ বলেন,স্পেসএক্সের কর্মকর্তাদের পরিবেশনায় দেখা গেছে স্টারলিংকের ইন্টারনেট ও ডাউনলোড স্পিড প্রায় ৫০০ এমবিপিএস।

আইসিটি বিভাগে অপর এক পরিবেশনায় দেখা গেছে এর ডাউনলোডের গতি ১৫০ এমবিপিএস। বিএসসিএল পাঁচটি স্টারলিংক টার্মিনাল (স্টারলিংক কিটস) নিয়ে সেগুলো বৃষ্টি, কুয়াশা ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় স্টারলিংক কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে। প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, আমরা বিশ্লেষণের ফল দেখেছি। সেগুলো ভালোভাবে কাজ করেছে। এখন তাদেরকে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে। বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার জানান, আমরা স্টারলিংকে লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক। ইতোমধ্যে তাদের এই পরিষেবা পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছি। গত অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ১৩ কোটি ১৮ লাখ ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল। এর মধ্যে আছে এক কোটি ২৫ লাখ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও ১১ কোটি ৯৪ লাখ মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ।

রবি আজিয়াটা লিমিটেডের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার শাহেদ আলম জানান, ফাইবারভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা যেসব এলাকায় নেই সেসব এলাকায় স্টারলিংকের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া যাবে।- ডেইলি স্টার

১৯ দিনে ১১ বিলিয়ন ডলার খোয়ালো স্টারবাকস

৫২ পৃষ্ঠার পর

স্টারবাকসের একটি অফিশিয়াল বিবৃতির বরাত দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে। চলমান গাজার যুদ্ধে ইসরাইলের নৃশংস হামলার সমর্থন দেয় স্টারবাকস। এতে বিশ্বব্যাপী বয়কটের ডাক দেয় বিডিএস মুভমেন্ট ও ফিলিস্তিনিদের সমর্থনকারীরা। এতে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছে কোম্পানিটি।

গত ১৬ নভেম্বর থেকে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ কমেছে, যা ১১ বিলিয়ন ডলারের সমান বলে জানিয়েছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা। এটি স্টারবাকসের ইতিহাসে সব থেকে বড় পতন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে স্টারবাকস চেইনগুলো বয়কট প্রচারাভিযান এবং একটি অভ্যন্তরীণ কর্মচারী ধর্মঘটের অধীনে ভুগছে, যার ফলে চাহিদা কমেছে।

একজন শিল্প বিশ্লেষক বলেছেন, 'গাজায় দখলদার ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিপাকে পড়েছে স্টারবাকস। বর্তমানে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, কোম্পানিটির বিরুদ্ধে তা কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন হবে।

এদিকে স্টারবাকসের স্টক টানা ১২টি স্টক মার্কেট সেশনে দরপতন হয়েছে। ১৯৯২ সালে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি সবচেয়ে বড় দরপতন। স্টকটি বর্তমানে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১১৫ ডলার থেকে নেমে শেয়ারপ্রতি প্রায় ৯৫ দশমিক ৮০ ডলারে অবস্থান করছে। তবে কোম্পানিটি এমন পরিস্থিতিতেও বলছে, তারা অন্যায় কিছু করেনি। যদিও বৈশ্বিক রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যেও ব্র্যান্ডটি খ্যাতি বজায় রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। স্টারবাকসের সিইও লক্ষ্মণ নরসিমহান সম্প্রতি বিশ্লেষকদের জানান, তিনি সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও গ্রাহকদের আচরণ পরিবর্তন সত্ত্বেও তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা সম্পর্কে আশাবাদী। এর কারণ হিসেবে তিনি স্টারবাকসের বৈচিত্র্যময় সেবা বিভাগকে তুলে ধরেন।

এদিকে ভারতের ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে, বয়কটের প্রতিক্রিয়া সীমানা অতিক্রম করেছে, মিশরের স্টারবাকস বয়কটের প্রভাবের কারণে আর্থিক ক্ষতির পর কর্মীদের সংখ্যাও কমিয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্বব্যাপী ৮৬টি দেশে ৩৫ হাজারের বেশি শাখা রয়েছে স্টারবাকসের; যার বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন প্রতিবেদনে বিএনপির চলমান আন্দোলন ও সহিংসতা প্রসঙ্গ

৫২ পৃষ্ঠার পর

হন বেশ করেক সাংবাদিক। ১৯৮৪ সালে মার্কিন কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল থিংক ট্যাংক ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অব পিস (ইউএসআইপি) গঠন করে, যা বিশ্বব্যাপী সহিংসতা প্রতিরোধ ও মারাত্মক সংঘর্ষ প্রশমনে কাজ করে।

প্রতিবেদনে 'নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজপথে ছড়িয়ে পড়েছে' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়- বিএনপি দাবি করেছে, তাদের সমর্থকদের সহিংসতার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে উসকানি দেওয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় মহাসমাবেশে সরকার নাশকতা চালিয়েছে। যার মূল কারণ বিরোধী দলের প্রতিবাদ হেয় করা। যদিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সহিংসতা ও স্থাপনা ধ্বংসে ভূমিকা রাখার বিষয়টি অস্বীকার করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন বানচালে সমাবেশের পর বিরোধী দল কৌশল পরিবর্তন করেছে। ধর্মঘট ও অবরোধের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবহন ও বাণিজ্য অচল করার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তারা। বিরোধী নেতৃত্বাধীন অবরোধের প্রথম দুই সপ্তাহে অন্তত ১০০টি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। বিএনপি আবারও এই সহিংসতায় সরকারের যোগসাজশের প্রমাণ দিচ্ছে, কিন্তু তাদের সমর্থকরা অনেক ক্ষেত্রেই এসব সহিংসতায় জড়িত। সরকারের দাবি, অবরোধ ও সহিংসতায় অর্থনীতির বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিয়টি ওঠে আসে ইউএসআইপির প্রতিবেদনে। বলা হয়, গত দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য পশ্চিমা সরকারগুলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য চাপ দিয়েছে। বিরোধীরা এই বাহ্যিক চাপকে লুফে নিয়েছে। বিএনপি ধারাবাহিকভাবে মার্কিন নীতি ও বিবৃতির প্রশংসা করেছে। একজন বিএনপি নেতা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তার দলের 'ত্রাণকর্তা' বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক মিশন না পাঠানোর সিদ্ধান্তকে প্রসঙ্গে বলা হয়, বিএনপি নির্বাচন বয়কটের বৈধতা দিতেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসছে না তারা। বিএনপি দাবি করেছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অনুকূল নয় তা ইইউর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। ২৮ অক্টোবর সহিংস সংঘর্ষের পর বিএনপির একজন সিনিয়র নেতা বলেছিলেন, শেখ হাসিনা পদত্যাগ না করলে বাংলাদেশ সরকারকে পশ্চিমা সরকারগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচনকে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে পুনর্ব্যক্ত করেছে নয়াদিল্লি। প্রতিবেদনে চীন বাংলাদেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে আসছে। সম্প্রতি দেশটি বলেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী হওয়া উচিত উচিত। এই বিবৃতিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অবস্থান বলে আখ্যা দিয়ে চীনের নিন্দা করেছে বিএনপি।

পেনসিলভেনিয়ার মিলবোর্ন শহরে বাংলাদেশ এভিনিউয়ের নামফলক উন্মোচন

পরিচয় ডেস্ক: পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া সিটি সংলগ্ন মিলবোর্ন শহরে একটি রাস্তার নাম 'বাংলাদেশ এভিনিউ' করা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে বিজয়ের মাসে প্রবাসে বাঙালির এগিয়ে চলার পথে আরেকটি অধ্যায় যুক্ত হলো। গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যদিয়েও সর্বস্তরের প্রবাসীর অংশগ্রহণে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং এলাকার বিশিষ্টজনদের পাশে নিয়ে মিলবোর্নের মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামফলক উন্মোচন করেন।

মিলবোর্নের এই সড়কটির নাম ছিল সেলার এভিনিউ। এখন তা 'বাংলাদেশ এভিনিউ' তে পরিণত হলো। নামফলক উন্মোচনের আমেজে দেশের গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জলি দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা।

মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব সিটির সকল কাউন্সিলম্যানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানান বহুজাতিক এ সমাজে বিজয়ের মাসে 'বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনের পথ সুগম করার জন্যে। তিনি সামনের দিনগুলোতেও এলাকাবাসীর সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে আশা পোষণ করেন। এ সময় পেনসিলভেনিয়া স্টেট গভর্নরের প্রতিনিধি হিসেবে স্টেটের পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং সেক্রেটারি বাংলাদেশী আমেরিকান আকবর হোসেন, মেয়র তৈয়বকে গভর্নরের বিশেষ সম্মাননা স্মারক হস্তান্তরকালে বলেন, একটি রাস্তার নামকরণের মধ্যদিয়ে মূলত বহুজাতিক এ সমাজে আমরা আরো বড়কিছু করতে পারবো যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি। এই সড়কের নামকরণের মধ্যদিয়ে সেই অভিযাত্রা শুরু হলো।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন স্টেট সিনেটর টিম কিয়ার্নি, আপার ডারবি সিটির মেয়র (নির্বাচিত) এডোয়ার্ড ব্রাউনন, স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ জিনা কিউরি, সিটির কাউন্সিলম্যান (ইলেক্ট) মো. সালাহউদ্দিন প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদকে উদ্বোধনী মঞ্চে আহবান করে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, পেনসিলভেনিয়া স্টেটের মিলবোর্ন সিটির ৫ জন কাউন্সিলম্যানের সকলেই বাংলাদেশি এবং ট্যাক্স কালেক্টর, ডেপুটি ট্যাক্স কালেক্টরও বাংলাদেশি অর্থাৎ মেয়রসহ পুরো প্রশাসনেই বাংলাদেশিরা নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আর কোন সিটিতে এমন আধিপত্য এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি প্রবাসীরা।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান স্টেটে আরো অন্তত ৬টি সড়কের নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশের নামে।

বাংলাদেশ ইস্যুতে মিত্রদের পাশে

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করছে বলেও মনে করে রাশিয়া ও চীন। বাংলাদেশ নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করেছে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র বলে পরিচিত ভারত। তবে নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের মতের বিপরীতে গিয়ে ভারত বলেছে, নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশ নিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইতালি, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড ও জাপানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশলগত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার রয়েছে। তাই বাংলাদেশে নির্বাচন ও শ্রম অধিকার ইস্যুতে তাদের পাশে পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। যদিও বৈশ্বিক নানা ইস্যুতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকায় পশ্চিমা এক কূটনীতিক জানান, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় তাঁর দেশ। তবে নির্বাচন সে রকম না হলে তারাও যুক্তরাষ্ট্রের পথেই হাঁটবে কিনা সেই প্রশ্নে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নেয়। আর আমাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। অগ্রাধিকার যদি মেলে কেবল তখনই সিদ্ধান্ত এক রকম হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা কেবল আহ্বান জানাতে পারি, এর বেশি নয়।'

বাংলাদেশ ইস্যুতে পশ্চিমা মিত্ররা কি তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেই? বিষয়টি নিয়ে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মন্তব্য জানতে চাইলে তারা জানায়, এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও এর কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন অনেকের ধারণা ছিল, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা একাধিক দেশ থেকে র‍্যাবের ওপর একই নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। তবে বাস্তবে তা দেখা যায়নি।

এয়ারবাস ব্যবসায় যুক্ত একটি দেশের রাষ্ট্রদূত সমকালকে বলেন, 'সম্প্রতি ফ্রান্সের সঙ্গে বাংলাদেশের এয়ারবাস নিয়ে বড় চুক্তি হয়েছে। আমাদেরও এমন ব্যবসা রয়েছে। এ অবস্থায় অন্যের জন্য আমরা কারও সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে পারি না।'

পাকিস্তানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'দেশটিতে আমাদের দূতাবাস রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সেখানে কী করছে, সে বিষয়ে আমরা প্রতিনিয়ত খবর পাই। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম কয়েক মাস ইমরান খানের নাম পর্যন্ত লিখতে পারেনি। গণতন্ত্রের ধারা দুই দেশে দুই রকম হতে পারে না।'

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবে পরিচিত পূর্বের একটি দেশের কূটনীতিক সম্প্রতি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। তবে তা না হলে কিছুই করার নেই। কারণ, অন্যকিছু করা আমাদের নীতি নয়।'

কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বাংলাদেশে শ্রম অধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে কঠোর হবে, তা আগে থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল। কারণ, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার অ্যান্ড কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন্স (এএফএল-সিআইও) বিশ্বের সব দেশে শ্রম অধিকার নিয়ে জোরালো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া, শ্রম অধিকারের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র তাদের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করেছে। শ্রম অধিকার লঙ্ঘন হলে ভিসা ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের হুমকিও দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

আর বাংলাদেশে যেহেতু শ্রম অধিকারের ঘাটতি রয়েছে, তাই যুক্তরাষ্ট্রের ওই ঘোষণার ব্যাপারে ঢাকায় চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করেছে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস।

বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের বিষয়টি আলাদাভাবে দেখছে ইইউ। সম্প্রতি ইইউর জিএসপি পর্যালোচনা দলের সফর প্রসঙ্গে ঢাকায় সংস্থাটির রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, 'বাংলাদেশে শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি চলমান। ইইউর জিএসপি পর্যালোচনা দলের সফর ফলপ্রসূ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার যাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছিল, সবার সঙ্গেই বৈঠক হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও
অন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে।' জিএসপি সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যতে কোথায় সহযোগিতার প্রয়োজন প্রতিনিধি দল তা বুঝতে পেরেছে বলে উল্লেখ করেন চার্লস হোয়াইটলি। তিনি আরও বলেন, 'শ্রম অধিকার নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর সম্পর্ক বেশ পুরোনো। অনেক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইইউর মিল রয়েছে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউ নিজস্ব ভঙ্গিতে কাজ করে।' ইইউ যেভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করছে তাতে ভালো ফল আসছে উল্লেখ করে হোয়াইটলি বলেন, 'শ্রম অধিকারের বিষয়গুলো সমাধান করতে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের জন্য ২০৩২ সাল পর্যন্ত সময় রয়েছে।'

আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে ইইউর অবস্থানও কি যুক্তরাষ্ট্রের মতো এই প্রশ্নে ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, 'জিএসপির মতো অন্য বিষয়েও ইইউর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমরা আলোচনা করে ইইউর মতো করেই বিষয়গুলো দেখভাল করি। আর নির্বাচনী বিষয় দেখতে ইইউর একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে রয়েছে।'

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, পশ্চিমা মিত্রদের অগ্রাধিকারে ভিন্নতা রয়েছে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে চীনের আধিপত্য ঠেকানো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও চীন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও আধিপত্য বাড়িয়েছে। - সূত্র সমকাল

বাংলাদেশে নির্বাচনে বহুমুখী

৯ পৃষ্ঠার পর

এতে আহত এবং অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। এসবই হলো ধারাবাহিক প্রতিবাদ বিক্ষোভের ফল, এসব প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয়েছে নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবিতে ২৮শে অক্টোবর মহাসমাবেশ করে বিএনপি। এতে বিপুল পরিমাণ মানুষের সমাবেশ ঘটাতে আয়োজকরা নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ঢাকায় আনার জন্য পদক্ষেপ নেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি, অন্য বিচারকদের বাসভবনে হামলা এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগের পর এই সমাবেশ সহিংস হয়ে ওঠে। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে। বিক্ষোভকারীদের ওপর রড, লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি চালানোর রিপোর্ট আছে। এর মাধ্যমে তারা বৈষম্যমূলকভাবে পরিবারের সদস্যসহ শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও আটক করছে। একজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। কয়েকজন সাংবাদিক সহ আহত হয়েছেন ৪১ জন। বিএনপি বলে আসছে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের মহাসমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বলছে, 'বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী হলো সন্ত্রাসী। বিএনপি হলো একটি সন্ত্রাসী দল, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে'।

বিরোধী দলের বহু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে যে, যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা না হয়, তাহলে ২০১৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করবে তারা। নির্বাচনে প্রায় এক দশক নিষিদ্ধ থাকার পর গত জুনে এই দাবি প্রথম উত্থাপন করে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামী।

কিন্তু ২০১১ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিক বিষয়ে একটি ডিক্রি জারি করেন। তাতে বলা হয়, পার্লামেন্ট নির্বাচন তদারকির জন্য ক্ষমতার মেয়াদ শেষে একটি নির্বাচিত সরকার অনির্বাচিত একটি পক্ষপাতহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা বেআইনি।

তা সত্ত্বেও বিএনপি দাবি করছে বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ আছে। তবে শেখ হাসিনার সরকার একে অসাংবিধানিক বলে অব্যাহতভাবে বলে আসছে।

পুরো উপমহাদেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন করা হয়েছে। এর ফলে এই কমিশন অধিক পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে বেশ কিছু আইনগত প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। এর মধ্যে আছে পার্লামেন্ট ইলেকশন (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) রুলস ২০১৮, ডিলিমিটেশন অব কনস্টিটিউয়েন্সিস অ্যাক্ট ২০২১ এবং চিফ ইলেকশন কমিশনার ও ইলেকশন কমিশনার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাক্ট ২০২২। নির্বাচনকে অধিক সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য করতে সংশোধন করা হয়েছে কনডাক্ট রুলস ফর পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস ২০০৮ এবং ইলেকশন কনডাক্ট রুলস ২০০৮।

নির্বাচন বর্জন করা হতে পারে এমন সতর্কতা সত্ত্বেও সম্ভবত এই আইনি পদক্ষেপের কারণেই বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে পরপর তিনবার বিজয়ী হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলে আশাবাদ দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষমতাসীন দল ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচন অনুষ্ঠানে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শিডিউলের বিস্তারিত ঘোষণা করেছে। তারা ৬৬ জন রিটার্নি অফিসার এবং ৫৯২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩০শে নভেম্বর। ১ থেকে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বৈধ প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। তারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন এ মাসের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। ১৮ই ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে। তারপর ৫ই জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে। দেশজুড়ে স্থাপিত ৪২ হাজার ভোটকেন্দ্র এবং দুই লাখ ৬২ হাজার বুথে মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। তিনি আরও বলেছেন, স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নির্বাচনের জন্য দায়বদ্ধ এসব প্রতিষ্ঠানের আশ্বাস অবশ্যই আশাবাদী করে, কিন্তু মাঠপর্যায়ে যে অস্থির পরিবেশ তা এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত নয়।

আওয়ামী লীগ দেশের ভিতরে রাজনৈতিক ঘূর্ণিচক্র সত্ত্বেও পরিস্থিতিকে শান্ত দেখানোর চেষ্টা করলেও আন্তর্জাতিক গতিবিধি তাদের কপালে চিন্তার ভাজ আরও গভীর করতে পারে। ৩১শে অক্টোবর জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিস থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে চলমান প্রতিবাদবিক্ষোভের সময় ধারাবাহিক সহিংস ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। দেশ যেহেতু একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা সব রাজনৈতিক পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই এটা পরিষ্কার করতে যে, এসব সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। একইসঙ্গে সহিংসতা উস্কে দেয় এমন বক্তব্য বিবৃতি, কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলার আহ্বান জানাই। ওদিকে ডেমোক্রেসি সামিটে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র। উপরন্তু বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী অথ বা জড়িত বলে যাকেই সন্দেহ করা হবে, তার বিরুদ্ধেই ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার সর্বশেষ পদক্ষেপ ঘোষণা করে তারা।

বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় অংশীদারের অন্যতম যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এখানে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান উচ্চ পর্যায়ের সাতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০২১ সালে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিএনপির নিখোঁজ নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের পরিবার সহ অপহরণের শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে মিটিং করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে বাজেট বিষয়ক বিধিনিষেধ এবং 'প্রয়োজনীয় পরিবেশের' অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ টিম পাঠাবে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এই ঘোষণা বিরোধীদের দাবিকে আরও বৈধতা দিয়েছে। তাহলো নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য হলো যুক্তরাষ্ট্র। এ খাতে মোট রপ্তানির শতকরা ২১.৫০ ভাগ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এ খাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশের সঙ্গে এই দুটি পক্ষের অসন্তোষের বিষয়টি আমলে নিয়ে বলা যায়- নির্বাচনের পরে যদি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় অব্যাহত থাকে অথবা ক্ষমতার অদলবদল হয় তাহলে বাণিজ্যিক গতিশীলতায় কি প্রভাব ফেলে তা দেখার বিষয়।

পশ্চিমাদের তুলনায় এশিয়ার শক্তি চীন এবং ভারত যথাক্রমে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। তারা ঢাকার নির্বাচনে তাদের প্রতিক্রিয়া দেয়া থেকে অধিক হারে বিরত থাকছে। তারা যখন বলছে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়, তখন চীন বলছে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারকে তারা সমর্থন করবে। ভারত মনে করছে সরকারের ওপর খুব বেশি চাপ দিলে তাতে বিরোধীদের মধ্য থেকে উগ্রপন্থিরা শক্তিশালী হবে। তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও একই অনুরোধ করেছে যাতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ঠিক থাকে। সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের। বাংলাদেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার প্রশংসা করে ভারত। এটা ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্থিতিশীলতা আনতে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে। তাই বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে ভারত। তাই বলেছে, এটা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়।

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে স্থল সংযুক্তি থাকায় অবস্থানগত সুবিধা এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থান হওয়ার কারণে বহু ইন্দো-প্যাসিফিক দেশের কাছে বাংলাদেশ একটি বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার। তাই বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বাকি ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

করোনায় বাংলাদেশে কৃষি

৮ পৃষ্ঠার পর

বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. কাজী ইকবাল। এ সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সাবেক অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানসহ দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের অর্থনীতিবিদ ও গবেষকবৃন্দ। সম্মেলনটি আগামীকাল শনিবার শেষ হবে। জেমস থুরলো বলেন, কোভিডের কারণে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ৩১ লাখ মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা থাকলে ২০২৩ সালে সেটি বেড়ে ৩৩ লাখ হতে পারে। জিডিপির চেয়ে ক্ষুধার জন্য বিশ্বব্যাপী মূল্য বৃদ্ধি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোভিডের কারণে সারা বিশ্বে মানুষের খাদ্য গ্রহণ কমেছে। অনেক পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা ছিল না। এক প্রশ্নের জবাবে ডুনিয়েল রেসনিক বলেন, 'আগামী বছরের শুরুতেই বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমন যেকোনো নিষেধাজ্ঞা দেশের খাদ্যনিরাপত্তাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।'

এনজা প্যারাডিসা বলেন, করোনার কারণে বাংলাদেশে নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়ে ২৮ লাখ মানুষ। ২০২২ সালের হিসেবে দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকাতেও ছিল করোনা। একই বছরে বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক পরিবারে জীবনযাত্রার ব্যয় সরাসরি বাড়িয়ে দিয়েছে। চলতি বৈশ্বিক মন্দা দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। শুধু বৈশ্বিক মন্দার কারণে বাড়তি ৫০ হাজার মানুষ দরিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে বলে তিনি জানান।

মার্কিন সিনেটে আটকে গেল

৭ পৃষ্ঠার পর

ডলারের বেশি অর্থ সহায়তা অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেস। তবে গত জানুয়ারি মাসে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের হটিয়ে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন থেকে কিয়েভের জন্য আর কোনো তহবিল অনুমোদন দেয়নি কংগ্রেস। এমন পরিস্থিতিতে গত সোমবার (৪ ডিসেম্বর) এক চিঠির মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের বাজেট পরিচালক শালান্দা ইয়াং মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের স্পিকার ও রিপাবলিকান নেতা মাইক জনসন ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করে বলেছেন, ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার মতো সময় ও অর্থড় কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

শ্লোগান ছিলো 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশান' : বর্ণাঢ্য আয়োজনে অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

লাসভেগাসে এশিয়ান-আমেরিকানদের প্রথম 'জাতীয় সম্মেলন' ১৯ জুন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ার ৮ দেশীয় প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন অ্যাসাল। যার পুরো নাম অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার। আমেরিকান রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশী সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির অধিকার নিয়ে কাজ করাই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দিনে দিনে বাড়ছে অ্যাসল'র পরিধি। অ্যাসাল'র গুরুত্ব বাড়ছে মূলধারার রাজনীতিতে। সিটি কাউন্সিল থেকে শুরু করে ইউএস কংগ্রেস সদস্য, সিনেট সদস্যগণ পর্যন্ত এখন গুরুত্ব দিচ্ছেন অ্যাসল-কে। সাড়া দিচ্ছেন অ্যাসাল-এর ডাকে। যার ফলে এবার রেকর্ড সংখ্যক জনপ্রতিনিধি সহ দক্ষিণ এশিয় ইমিগ্র্যান্টদের সরব উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন। এবারের কনভেনশনের শ্লোগান ছিলো- 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশন'। কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বিশেষ করে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকানদের আরো জোরালো ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীসহ এশিয়ান কমিউনিটির অধিকার সুরক্ষায় উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও এশিয়ান আমেরিকানদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব এশিয়ান আমেরিকান ইলেক্টেড অ্যান্ড এপয়েন্টেড অফিসিয়ালস' গঠনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। সিটির ব্রুকলীনস্থ ম্যারিয়ট হোটেলের বিশাল হল রুমে গত ২ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই কনভেনশন চলে। কনভেনশনে আগামী ১৯ জুন লাসভেগাসে এশিয়ান-আমেরিকানদের প্রথম 'জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

এবারের কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার। উদ্বোধন করেন অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন কমিটির চেয়ার ও ইয়েল ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের রিসার্চ সায়েন্টিস্ট অধ্যাপক ড. গোলাম এম আই চৌধুরী ইকবাল। কি নোট স্পিকার ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড। কনভেনশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসাল'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা, মূলধারার প্রখ্যাত লেবার ইউনিয়ন লিডার মাফ মিসবাহ উদ্দিন।

কনভেনশনে সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পেরে ভিডিও বার্তা পাঠান নিউইয়র্কের গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, ইউএস সিনেটর চার্লস ই. শুমার, কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিস, নিউজার্সীর গভর্ণর ফিলিপ ডি. মারফি, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস স্টেট কম্পট্রোলার থমাস পি. ডিনাপোলি, অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, স্টেট সিনেটর আন্দ্রিয়া স্টুয়ার্ট কাজিনস, স্পিকার কার্ল ই হিস্টি।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জর্জিয়ার স্টেট সিনেটর শেখ রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, অ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনা রেস, অ্যাসেম্বলীম্যান রন কিম, অ্যাসেম্বলীম্যান জাহরান মামদানি, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, কাউন্সিলমেম্বার লিন্ডা লি, কাউন্সিলমেম্বার ফারাহ লুইস, এনএএসিপি'র নিউইয়র্ক সিটি প্রেসিডেন্ট অ্যান্থনি হারমন, এনওয়াইসি লেবার কাউন্সিল ফর ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাডভান্সমেন্ট'র এনওয়াইসি প্রেসিডেন্ট পেড্রো এ কার্ডি, এনওয়াইসি কোয়ালিশন অব ব্ল্যাক ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এর প্রেসিডেন্ট চার্লস জেনকিনস, পাবলিক এমপ্লয়ী ফেডারেশনেনর ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যারন ডিসিলভা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডারলিন উইলিয়ামস, লোকাল ১৯৩০'র প্রেসিডেন্ট ডেবরা উইলিয়ামস সহ মূলধারার নির্বাচিত কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী।

কনভেনশনে অ্যাসাল'র বিভিন্ন চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তাদের উপস্থিতিতে কনভেশন স্থল অ্যাসাল'র মিলন মেলায় পরিণত হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্যযাগ্যরা হলেন- ইউএস ক্যাপিটাল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শরাফাত হোসেন বাবু, ব্রুকলীন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, কুইন্স চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট কাজী ফরিদ আহমেদ, ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ তাহমিদুল হক, স্ট্যাটান আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ইরাশাদ শেখ, নিউজার্সী চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মো. ফারুক হোসেন, মিশিগান চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মো. আলী রেজা, পেনসিলভানিয়া চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শাহ এম গোলাম কাদের, নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটাল রিজিয়ন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মিজানুর রহমান, জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সোমনাথ ঘিমিরি, মেরিল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট কবিরুল ইসলাম, রিচমন্ড হিল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট আলবার্ট বান্ডিও, লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ডা. মুজিবুল হক, হেল্থকেয়ার চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ড. রফিক আহমেদ নিজ নিজ চ্যাপ্টারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের মধ্যে মো. রাব্বি আলম, সাহানা বেগম, আদান ইসলাম, মোঃ আলাউদ্দিন, সুলতানা খানম, মাসুদ রানা তপন, হাসান আলী, গোলাম ফারুক শাহীন, এ এস এম মাইন উদ্দিন পিন্টুসহ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনে স্বাগত বক্তব্যে মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসাল'র লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, এবারের থিম 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশান'। তিনি মূলধারার রাজনীতিতে দক্ষিণ এশীয়দের অবস্থান আরো সুসংহত করতে অ্যাসাল'র দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়রা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সে লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে 'অ্যাসাল'। তিনি বলেন, অ্যাসাল ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে। ইমিগ্র্যান্টদের নানা ইস্যুগুলো জনপ্রতিনিধিদের ইস্যুতে পরিণত করে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে অ্যাসাল। আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেসব সমস্যা সমাধানে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন তার বক্তব্যে অ্যাসাল'র ২০ চ্যাপ্টারের নানা কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজকের এ অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে অ্যাসাল। তবে আমাদের আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই, আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। অ্যাসালের আমন্ত্রণে কনভেনশনের অতিথিসহ যোগদানকারী সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

ইউএস সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড তার বক্তব্যে অ্যাসাল'র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, অ্যাসাল ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের এগিয়ে নিতে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকের ন্যয্য মজুরি আদায়ের লড়াইয়ে অ্যাসাল অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করে বলেন, অ্যাসাল জানে আমরা তাদের ভালোবাসি, আমরা তাদের সাথে আছি এবং তারা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের জন্য যা করে আমরা তার প্রশংসা করি। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রবাসীরা পরিশ্রমী এবং পরিবার বান্ধব। এই কমিউনিটি আমেরিকান সোসাইটিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। দিনদিন তারা মূলধারার রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলছে। অ্যাসাল এশিয়ান কমিউনিটির মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করতে কমিউনিটির সবাইকে ভোটার হওয়া এবং সকল নির্বাচনে ভোট দেবার জন্যও তিনি আহবান জানান। প্রসঙ্গত ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড বলেন, 'অ্যাসাল আমার পুরানো বন্ধু, আমরা এর আগেও একসাথে কাজ করে ছিলাম। আমি ইউনিয়নের মেম্বার ছিলাম, আমি ইউনিয়নকে চিনি, আমি শ্রমিক আন্দোলনের অংশ ছিলাম, চুক্তির আলোচনা স্থির হবে, একসাথে আমরা এই সিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তিনি বলেন, আমরা নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। আমাদের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে, বেকারত্ব কমছে।'

ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ নেই বলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সকলে ঐকবদ্ধ থাকলে বড় কিছু অর্জন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই মানবিকতার সাফাই গাই, অথচ গাজায় নির্বিচারে শিশু, নারীসহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদেরকেও বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ নেই বলে আমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এশিয়ানদের ভোটে বিজয়ী অনেকের নগ্ন আচরণও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। গাজায় নির্বিচারে মুসলিম নিধনে কারা মদদ দিচ্ছে তাও এখন আর আমাদের অজানা নেই। তাই সকলে যদি ঐকবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে কেউই এমন নির্দয় আচরণে মদদ দিতে সাহস দেখাবে না।

অ্যাসাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী কনভেনশনে বিগত বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে অ্যাসালের ন্যাশনাল কমিটিসহ বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি ১০টি রাজ্যের ২০টি চ্যাপ্টারের কার্যক্রমের বিবরণও তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, কনভেনশনের শুরুতে শপথ বাক্য পাঠ করান অ্যাসাল স্ট্যাটেন আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের ইউথ কমিটির মিনহা মাহজাবীন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. রফিক আহমেদ। এবারের কনভেনশনে অ্যাসাল'র পক্ষ থেকে স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান মাইকেল কিউসিক, নিউইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ভিনসেন্ট আলভারেজ, টিডবিউইউ লোকাল ১০০ এর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিস ও জুমা জেনিফার (মরনোত্তর)-কে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের পক্ষ থেকে অ্যাসাল'র ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী ও ব্রুকলীন চ্যাপটারের পলিটিক্যাল ডাইরেক্টর মো. আজিজুল হক-কে সাইটেশন প্রদান করা হয়। কনভেনশন উপলক্ষে তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিশেষ জার্নালও প্রকাশ করা হয়।খবর ইউএনএ'র।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ গ্রেপ্তার দলের নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি, তফসিল বাতিল ও সরকার পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এক দফা দাবিতে গত মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুবদল।

সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ, ইলিয়াস খান ও জাকির এইচ চৌধুরী।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি

ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক সহ সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিন, বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সিনিয়র আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইলিয়াস খান ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী। যৌথভাবে সমাবেশ পরিচালনা করেন যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, মোহাম্মদ কাশেম ও শাহবাজ আহমেদ।

সমাবেশে অতিথিরা ছাড়াও বক্তব্য দেন নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ আহমদ, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস নেতা জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয়তাবাদী মহিলা দল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন ও ফাতেমাতুজ্জোহরা পলি প্রমুখ।

সমাবেশে জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, সরকার একতরফা নির্বাচন করতে চাইছে। কিন্তু দেশের জনগণ এ নির্বাচন মেনে নেবে না। তিনি আরো বলেন, সরকার বিএনপিকে ধ্বংস করতে চায় বলেই নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে, হামলা করে, গ্রেপ্তার করে স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আবু সাইদ আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ জেগে উঠেছে। বিএনপি-যুবদলের নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনে এ সরকারের পতন হবে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে।

ইলিয়াস খান বলেন, আমরা রাজপথে আছি, রাজপথেই থাকব। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া জাতীয়তাবাদী শক্তি ঘরে ফিরবে না।

জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, ক্ষমতার মোহে শেখ হাসিনা সরকার অন্ধ হয়ে গেছে বলেই গণতন্ত্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে, স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে। শেখ হাসিনা দেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম করতে চায়।

বিএনপি ও যুবদলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন। বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ সমাবেশ চলে। সমাবেশে নেতাকর্মীদের মধ্যে এ জেড এম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আনিসুর রহমান, সৈয়দ গউসুল হোসেন, লিয়াকত আলী, শামীম মাহমুদ, অহিদুজ্জামান নিলু, মনিরুল ইসলাম মনির, আহসান উল্লাহ মামুন, মাসুদ রানা, হুমায়ুন আহমেদ, বাদল মির্জা, মোহাম্মদ আলী মিলন, মো. সোলায়মান, মাসুক আহমদ সুজন, সোহাগ আফসার, মো. মহসিন লাল, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, সালাহউদ্দিন রুবেল, সেলিম আহমেদ, হুমায়ুন কবির, মো. কামরুল হাসান, কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মিজানুর রহমান মুরাদ, দিদার চৌধুরী, আজিজুল হক মন্টু, হাজী ইসহাক শেখ, মো. আনসার শেখ, মো. আতিকুর রহমান সাবু, মো. সেলিম আহমেদ, জিনাত রিনা, হাবিবা বেগম, রুবেল, সাইফুল, রিয়াজ, নাসির মোসলেহ উদ্দিন, জাবেদ, রিফাত, আলমগীর, ফয়সাল, টিপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শিকাগোতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকার ইউনিক গ্রুপ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর আলী কন্যা নাদিহার মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেছেন ঢাকার ইউনিক গ্রুপ ও নতুন ভিশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. নূর আলী ও সেলিনা আলী দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা কানাডা প্রবাসী নাদিহা আলী (৩৭)। গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার শিকাগো বিমানবন্দরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনা গুরুতর আহত হন নাদিহা। দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান । নাদিহার মৃত্যুর খবরে শিকাগোসহ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।জানা গেছে, নাদিহা কানাডায় থাকতেন। শিকাগোয় তার খালাকে দেখতে গিয়েছিলেন। মো. নূর আলী ও সেলিনা আলী দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা নাদিহা আলী।

শিকাগোতে জানাজার পর তার দাফন সেখানেই সম্পন্ন হয়েছে। কন্যার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নূর আলী ও সেলিনা আলী শিকাগোতে এসেছেন।

নাদিহা আলীর অকাল মৃত্যুতে ইউনিক গ্রুপের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। এক শোক বার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়।

নাদিহার মৃত্যুতে নতুন ভিশন লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ আলী হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। এছাড়া বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান এক শোকবার্তায় শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। শনিবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টায় তিনি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তার সহকারী কৌসুলি ব্যারিস্টার হাসান এম এস আজিম ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করে গণমাধ্যমকে জানান, গত কয়েকদিন ধরে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত শনিবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মইনুল হোসেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ছেলে। ২০০৭ সালে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বধায়ক সরকারের তথ্য, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। মইনুল হোসেন ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তারপরে মিডল টেম্পল এ আইন বিষয়ক পড়াশোনা করেছেন। ১৯৬৫ সালে বার থেকে ব্যারিস্টার-ইন-ল ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি দীর্ঘদিন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশনের সম্পাদক ছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে পিরোজপুর থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের প্রতিবাদে তিনি তার পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পরে তিনি খন্দকার মোশতাক আহমেদ পরিচালিত দল ডেমোক্র্যাটিক লীগে যোগ দেন। ৩ নভেম্বর মোশতাক সরকারের পতন পর্যন্ত তিনি ডেমোক্র্যাটিক লীগেই ছিলেন। দেশের সংবাদ মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সুপ্রিমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ২০০০-২০০১ মেয়াদে নির্বাচিত হন।

বিশ্বব্যাপী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কতটা প্রভাব রাখে

৫২ পৃষ্ঠার পর

পুরোপুরি কার্যকর হয় না। অনেক সময় এসব নিষেধাজ্ঞার ফলে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী দেশগুলো আরও ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলে। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব ফরেইন রিলেশনসের জিওইকোনমিকস বিভাগের সিনিয়র পলিসি ফেলো আগাথি ডেমারাইস জানান, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাষ্ট্রগুলো মার্কিন স্বার্থবিরোধী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে। ফলে বিভিন্ন দেশ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়লে তারা ক্রমেই চীন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকে।

তবে সব দেশের ক্ষেত্রেই এমনটা হয় না। অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থনীতির দেশগুলো মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তবে যেসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা খুব একটা কার্যকর হয় না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আরেকটি বড় দিক হলো- এসব নিষেধাজ্ঞা একই সঙ্গে কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় মার্কিন মিত্ররাও কার্যকর করে থাকে। ফলে কোনো দেশ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা মানে একই সঙ্গে আরও কয়েকটি দেশের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে যাওয়া। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইরান, উত্তর কোরিয়া, ভেনেজুয়েলা, কিউবার মতো দেশগুলো।

নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা

জ্যামাইকায় জেবিএ'র কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে শাহ্নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে কনকনে হিমেল হাওয়া,তুষারপাত ও তীব্র শৈত্যপ্রবাহ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বাস্তুহারা মানুষদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষের অসহায়ত্বকে প্রকট করে তোলে। সেই সব শীতার্ত হতদরিদ্র মানুষের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন মানবিক কাজ করেছে। গত ৬ ডিসেম্বর 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক'র (জেবিএ) কম্বল বিতরণের সময় প্রধান অতিথির ভাষণে কুইন্স বরোর প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস একথা বলেন।

এ দিন দুপুরে ১৬৯ স্ট্রীট ও জ্যামাইকা এভিনিউয়ে ৩ শতাধিক মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। বিতরণের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক'র সভাপতি গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও এবং সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জনাব শাহ্নেওয়াজ। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের উপদেষ্টা এম এ ওসমান গনি, সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ,সহ-সভাপতি রীনা সাহা, সহ-সাধারণ সম্পাদক আনজাম সিদ্দিকী রাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক- লুৎফর রহমান, কার্যকরী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী, 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডসসোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আহনাফ আলম।

সংগঠনের সভাপতি জনাব শাহ্নেওয়াজ বলেন, নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা। এমন মহৎ কাজই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন,ছোট্ট এই প্রচেষ্টা দ্বারা জ্যামাইকায় বসবাসকারী শীতার্ত সব মানুষের শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্র দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এই ছোট উদ্যেগের ফলে কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি,এইটা আমাদের সংগঠনের স্বার্থকতা বলে মনে করি।

তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে সমাজের ধনাঢ্য ও বিত্তবান ব্যক্তিদের অসহায় মানুষের পাশে অবশ্যই দাঁড়ানোর আহবান জানান।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের প্রতিনিধি,মূলধারার রাজনীতিক,সাংবাদিকসহ আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আসাদুজ্জামান বাবু, মরিয়ম মারিয়া,জলি আহমেদ, এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু,সামিউল করিম আলমগীর, বদরুদ্দোজা সাগর,মোতালিব সিকদার, মোস্তফা অনিক রাজ, বেলাল আহমদ, বদরুদ্দোজা সাগর,মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন, এনআরবিসি টিভির জলি আহমেদ প্রমূখ।

ভবিষ্যতে এ ধরণের জনকল্যাণমূলক আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে তার বক্তব্যে ঘোষণা দেন শাহ্নেওয়াজ।

প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য ভাষা ও জাতির মানুষ কম্বল নিতে অনুষ্ঠানে আসেন।

শীতে বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণের কর্মসূচীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত কম্বল গ্রহীতারা।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চলে গেলেন আতিকুর রহমান ইউসুফজাই (সালু), নিউজার্সীতে দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, ষাটের দশকের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, মওলানা ভাসানীর সহচর, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ইউসুফজাই (সালু)-এর মরদেহ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীতেই দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে নিউজার্সীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা, নাতি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী-ভক্ত রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক ইন্তেকালের খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়ানেমে এসেছে।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালুর চলতি বছরের মাঝামাঝি তার ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। এরপর থেকেই তার চিকিৎসা চলছিলো এবং তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মতি কেমো নিচ্ছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে গত ৩০ নভেম্বর শনিবার তাকে নিউজার্সীর প্যাসিক সিটির একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মূলত: তিনি লাইফ সাপোর্টেই ছিলেন।

মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালু'র মরদেহ দাফনের আগে দু'দফা তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) বাদ মাগরিব নিউইয়র্কে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি)। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ। জানাজা নামাজের আগে মরহুম সালু স্মরণে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও জেএমসি'র সাবেক সভাপতি ডা. এম এম বিল্লাহ, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদ রেজা খান ও মোহাম্মদ হোসেন খান, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান। জেএমসি'র জানাজায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও জেএমসি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ কমিউনিটির সর্বস্তরের শত শত প্রবাসী অংশ নেন।

জেএমসি'র জানাজা শেষে মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাই (সালু)-এর মরদেহ নিউজার্সী নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার একটি ফিউনেরালে রাখা হয়। বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বাদ জোহর নিউজার্সীর প্যাটারসনস্থ জালালাবাদ মসজিদে মসজিদে মরহুমের দ্বিতীয় দফা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, ফোবানা'র একাংশের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। পরবর্তীতে তাঁর মরদেহ স্থানীয় টটোয়া এলকার লেওরেল গ্রোব সিমেট্রিতে দাফন করা হয়।

আতিকুর রহমান সালু'র পরিচিতি

জন্ম টাঙ্গাইলে ১৯৪৮ সনে। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে দূরন্তপনায়। হাই স্কুলের শেষ প্রান্তে নিউ ক্লাশ টেনে পড়াকালে সমগ্র হাই স্কুলের জেনারেল ক্যাপ্টেন এবং পরবর্তীকালে মধ্য ষাট দশকে টাঙ্গাইল জেলার ঐতিহ্যবাহী করটিয়া কলেজ (বর্তমানে সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) ছাত্র সংসদের এজিএস এবং সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও পরবর্তীতে আইনে ডিগ্রী লাভ। এর মাঝে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সনের টাঙ্গাইলের প্রতিটি ছাত্র আন্দোলনে তথা ঢাকা সহ তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান ও কারাবরণ। ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা-তথা টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি পদ ও পরবর্তীকালে অভিবক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পরবর্তীকালে সংগঠনের (মেনন গ্রুপ) সাংগঠনিক সম্পাদক, পর্যায়ক্রমে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এখানে উল্লেখ্য, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মূল স্লোগান ছিলো 'মেহনতী জনতার সাথে একাত্ত

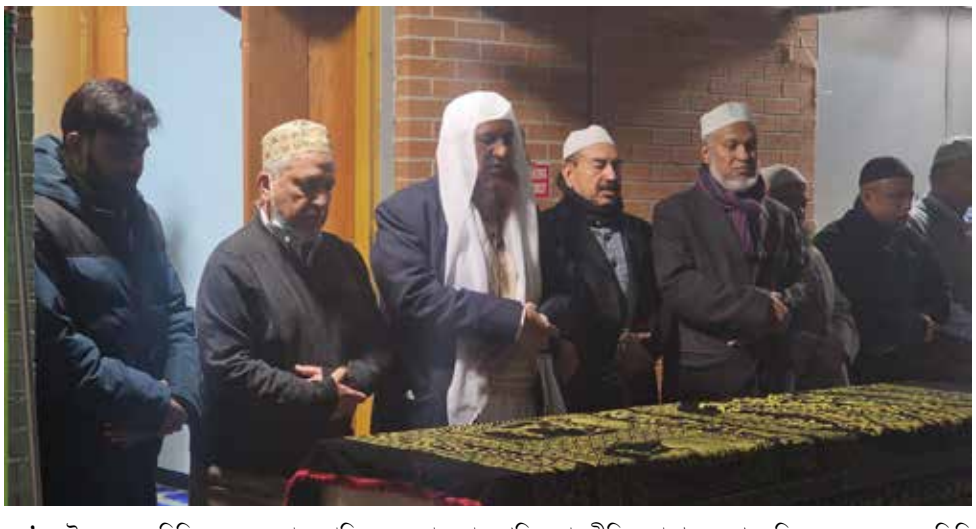

হও', এই মূলমন্ত্রে দিক্ষিত হয়ে জনাব আতিকুর রহমান সালু শ্রমিক রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি তৎকালীন টাঙ্গাই মহকুমা প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৯ সনের ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্ব দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় কখনো কখনো করেছেন প্রতিনিধিত্ব। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে, ১৯৬৯ এর সুমহান গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ছিলেন অন্যতম সংগঠক। মূলত কবি সালু ছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মী। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা।

১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লক্ষ লোকের সমাবেশে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের প্রস্তাব হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু। অনেক আত্মত্যাগ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ, আমাদের সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ সময়ে ভারতে অন্তরীণ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি নামে যে কমিটি গঠিত হয় তিনি ছিলেন সেই কমিটিরও কেন্দ্রীয় সদস্য। বিভিন্ন সময় পট পরিবর্তনের হাওয়াতেও আতিকুর রহমান সালু আদর্শচ্যুত হননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও ফারাক্কা লং মার্চের মহানায়ক মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সান্নিধ্যে থেকে দেশ ও জনগণের জন্যে নির্লোভভাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালের ৪ঠা মার্চ আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে উজানে ভারতের এক তরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ও আমাদের নদী পানির অধিকার রক্ষা ও আদায়ের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে অনুষ্ঠিত লং মার্চেও অন্যদের সাথে নিয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন, যেখানে ৫ লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। তিনি আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আতিকুর রহমান সালু দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এক দিকে কবি, গীতিকার, সুরকার, লেখক, অ্যাক্টিভিষ্ট ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। '৬০ দশক থেকে সমানতালে চলছে তার নিরব কাব্য চর্চা। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আনিকার জন্য কবিতা'। আনিকা ছিলো আতিকুর রহমান সালুর ছোট মেয়ে। ২০০৬ সালের ৩০ মে আমেরিকার ভার্জেনিয়ায় এক গাড়ী দূর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে সফল অস্ত্রপচার পরবর্তীকালে অকালে মৃত্যুবরণ করে ১৬ বছর বয়সের আনিকা ৩১ জুলাই ২০০৬ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 'অন্য রকম কবিতা' জনাব সালুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আলোচনায় বক্তারা শহীদ জিয়ার আদর্শ অনুস্মরণ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ আয়োজিত 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ জিয়া এবং বর্তমান গণতন্ত্রের সংকট' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা ক্ষতাসীন আওয়ামী লী সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছেন। শেখ মুজিবের মতো একদলীয় 'বাকশাল' কায়েমের লক্ষ্যে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পায়তারা করছে। সরকার দেশ আর দেশের জনগণ নয়, বরং দল আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ দেশের আপামর মানুষ জিয়াউর রহমানের ডাকে সারা দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। দেশে রাজণেতিক সংকট চলছে উল্লেখ করে বক্তারা একাত্তুরে শহীদ জিয়ার দেশপ্রেমের আদর্শ অনুস্মরণ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে রোববার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আয়োজিত জিয়া পরিষদের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। সংগঠনের আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি সামসুল ইসলাম মজনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনার সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদার।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মিজানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ছাত্রনেতা ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, বিএনপি নেত্রী রিটা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, গিয়াস উদ্দিন, বদরুল হক আজাদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলে সাবেক নেতা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হানিফ চৌধুরী, প্রফেসর সাঈদ আজাদ, আলমগীর হোসেন, হারুন অর রশীদ ও মোশাররফ হোসেন।

সভায় ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার প্রতীক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক আখ্যায়িত করে বলেন, তাঁর কারণেই আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি, লাল-সবুজের বাংলাদেশ পেয়েছি, গণতন্ত্র পেয়েছি। তিনি আমাদের দেশ ও জাতির সকল জায়গায় বিরাজমান। তাঁকে নিয়ে এবং তার কর্মময় জীবন নিয়ে আমরা যত বেশী গবেষণা করবো, তাঁকে ততই জানবো এবং আমাদের গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

ড. মিজানুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একগুয়েমীর কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে। এই সংকট সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম-আন্দোলন ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হয় না।

ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম বলেন, জিয়া পরিষদ পেশাজীবিদের সংগঠন, গবেষণাধর্মী সংগঠন, একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার আদর্শ আর কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি তা জাতির কল্যানে বাস্তবায়ন করাই জিয়া পরিষদের কাজ। এজন্য তিনি প্রবাসের পেশাজীবিদের জিয়া পরিষদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিষদকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সামসুল ইসলাম মজনু বলেন, বিএনপি রাজনীতির জায়গা। আর জিয়া পরিষদ পেশাজীবিদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বিএনপি করা আর জিয়া পরিষদ করা এক জিনিস নয়। তিনি দেশের চলমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

আলোচনা সভার এক প্রস্তাবে আমেরিকান সাবেক প্রেসিডেন্টদের নামে ও আদলে ঢাকায় জিয়া পরিষদের উদ্যোগে 'জিয়া লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ও গবেষণা প্রকল্প চালু, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হামলা-মামলা ও রোষানলে ক্ষতিগ্রস্ত বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খবর ইউএনএ'র।

এন আর বি এওয়ার্ড পেলেন গীতিকার ইশতিয়াক রুপু

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ ডিসেম্বর ২০২৩,কুইন্স প্যালেস, উডসাইড, নিউইয়র্কে আয়োজিত "শো টাইম মিউজিক এর ১৩তম এনআরবি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩" পেলেন গীতিকার ইশতিয়াক রুপু। প্রতিভা বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় ঘজই অডঅজউ ২০২৩ অনুষ্টানে প্রবাসের একজন জনপ্রিয় গীতিকারের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশের এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৌসুমির হাত থেকে সম্মাননা এওয়ার্ড গ্রহন করেন জল জোসনার শহর সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান দীর্ঘদিন নিউইয়র্ক নগরে বসবাসকারী প্রবাসী লেখক ও কবি ইশতিয়াক রুপু। নিউইয়র্কে জাঁকজমক এবং দর্শক নন্দিত এমন অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন শোটাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম। অনুষ্ঠানে দেশ ও বিদেশের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

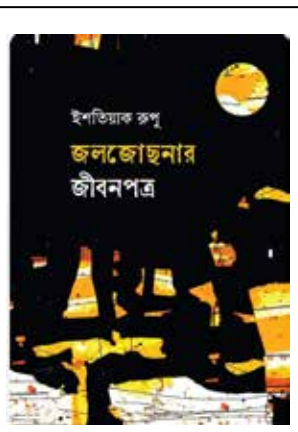

ইশতিয়াক রুপুর বই আসছে একুশের বই মেলায়

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের সর্বপরিচিত ও জনপ্রিয় গীতিকার ও কথা সাহিত্যিক ইশতিয়াক রুপু যার রচিত গান, কবিতা ও গদ্যে আছে বিশেষ মুন্সিয়ানা। স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণোচ্ছল এই লেখকের জীবনাভিজ্ঞতার বিশেষ বিশেষ কিছু স্মৃতি নিয়ে লিখা থেকে বাছাই করা পয়ত্রিশটি নিবন্ধ নিয়ে বুনন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে গদ্যগ্রন্থ জলজোছনার জীবনপত্র।বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্য।বইটি আগামি একুশ বই মেলার পূর্বে প্রকাশ হবে বলে জানান বুনন প্রকাশনার প্রকাশক কবি খালদ উদ-দীন।

বাংলাদেশ সফরে যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র জাসদ এর সভাপতি, এষ্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী বেশ কয়েকবছর পর সপরিবারে বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন রবিবার ১০ জানুয়ারী। বাংলাদেশে অবস্থানকালে দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী সিলেটে তাঁর জৈষ্ঠপুত্রের বিবাহ ও বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন ছাড়ায় ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনও প্রত্যক্ষ করবেন। আগামী জানুয়ারীর মাঝামাঝি তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরে আসবেন। তিনি সকল বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনের দোয়া কামনা করেছেন ।

যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির বাজার দুই বছরে সর্বনিম্ন

৫২ পৃষ্ঠার পর

আগস্ট থেকে সর্বনিম্ন এবং সেপ্টেম্বরে ১ দশমিক ৪৭এর থেকে কম। আগের চেয়ে অনেক কম কর্মী চাকরি থেকে পদত্যাগ করছেন, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি মূল্যস্ফীতি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

নিউইয়র্কে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইকোনমিকস ইন হোয়াইট প্লেইনসের প্রধান অর্থনীতিবিদ রুবিলা ফারুকি বলেছেন, 'এই তথ্যগুলো নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি ভালো খবর হবে।'

শ্রম বিভাগের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়া শ্রম চাহিদার একটি পরিমাপ। যা অক্টোবরের শেষ দিনে ৬ লাখ ১৭ হাজার থেকে ৮৭ দশমিক ৩৩ লাখে নেমে এসেছে। যা ২০২১ সালের মার্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তর এবং সেপ্টেম্বরে ৯৩ লাখের বেশি নেমে এসেছে।

রয়টার্স পরিচালিত এক জরিপে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, অক্টোবরে ৯৩ লাখ চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। মে মাস থেকে শূন্য পদে সবচেয়ে বড় মাসিক পতনের অগ্রভাগে ছিল স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সহায়তা খাত, যেখানে নতুন চাকরি ২ লাখ ৩৬ হাজার কমেছে।

ফিন্যান্স ও ইনস্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতেও নতুন চাকরির সুযোগ ১ লাখ ৬৮ হাজার কমেছে। এখানে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও লিজিংয়ে ৪৯ হাজারের কম পদ রয়েছে। তবে তথ্য খাতে চাকরির সুযোগ বেড়েছে ৩৯ হাজার। গত সেপ্টেম্বরে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি ৫ দশমিক ৬ থেকে ৫ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মী নিয়োগও কমে এসেছে। আবাসন ও খাদ্য পরিষেবাশিল্পে নিয়োগ কমেছে ১ লাখ ১০ হাজার, যা মহামারি থেকে পুনরুদ্ধারের পর থেকে চাকরি বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় চালক ছিল। নিয়োগের হার আগের মাসে ৩ দশমিক ৮ থেকে কমে ৩ দশমিক ৭ হয়েছে।

দেশটিতে পদত্যাগ করা কর্মীর সংখ্যাও নেমে এসেছে। চাকরি ছাড়ার হারকে শ্রমবাজারের আস্থার পরিমাপ হিসেবে দেখা হয়। বছরের চতুর্থ মাসে এই হার অপরিবর্তিত ছিল। পদত্যাগের হার কমে আসা মজুরি বৃদ্ধির মন্থরতা ও অর্থনীতিতে মূল্যের চাপকে নির্দেশ করে।

ইনডিড হায়ারিং ল্যাবের ইকোনমিক রিসার্চের পরিচালক নিক বাঙ্কার বলেন, 'শ্রমবাজারের বর্তমান অবস্থা নির্দেশ করে, শ্রমবাজারে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আর কোনো পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন নেই।'- খবর রয়টার্স এর

নিউইয়র্কে শো টাইম মিউজিক আয়োজিত ১৩তম এনআরবি এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক:এক যুগ পেরিয়ে ১৩ বছরে পা ফেলেছে শোটাইম মিউজিক'র প্রতিভা বিকাশে সর্বাধিক জনপ্রিয় এনআরবি এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। প্রবাসে চরম বাস্তবতার মাঝেও শিল্প সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের কল্যানে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান জানাতে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

আর তাই রোববার বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ১৩তম আসরেও ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ছোট, বড় সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস অডিটরিয়াম ছিল এক মিলনমেলা।

দেশের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, নায়িকা মৌসুমীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলে বহুগুণ।

রাত ৮টায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন শোটাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম। তিনি বলেন, ১৩তম আসরেও আপনাদের সরব উপস্থিতি প্রমাণ করে আপনারা শো টাইম মিউজিকের এই এ্যাওয়ার্ড প্রদানকে

যথার্থ মনে করেন। অর্থাৎ আমরা মানুষকে সম্মানীত করার যে প্রক্রিয়া অনুসরন করছি সেটি সঠিক পথেই এগুচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে যে কাজটি আমরা করছি সেটি আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

বাবু জামান আর সোনিয়ার প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের প্রিয়দর্শিনী নায়িকা মৌসুমী বলেন,প্রবাসে থেকেও যে সকল বাবা মা তাদের সন্তানদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি তথা বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখতে এত পরিশ্রম করছেন, তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। এখানে জন্ম নেওয়া শিল্পীদের পরিবেশনায় তিনি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

এ সময় ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, দিনে দিনে এনআরবি এ্যাওয়ার্ড একটি প্রেস্টিজিয়াস এ্যাওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে। আর এই আয়োজন করে আলমগীর খান আলম যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মানীত করে নিজেকেই সম্মানীত করছেন। আমি এর সঙ্গে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

নিউইয়র্কের সেরা শিল্পীদের নাচ আর গানের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী, সাহিত্যিক,সমাজকর্মীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন চিত্রনায়িকা মৌসুমীসহ অতিথিরা।

নিউইয়র্কের এ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী আলবান, ঋত্বিকা ব্যানার্জি, জারিন মাইসা, সাগ্নিক মজুমদার, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলিমা শশী, কৃষ্ণা তিথি, কামরুল ইসলাম , মিতু মাহমুদ, মিউজিসিয়ান শরীফ, নৃত্যশিল্পী প্রিয়া ডায়েস, অ্যাটর্নি রুমা জান্নাতুল, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, নাসির সবুজ, রহমান মালিক , তারেক হাসান খান গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস, ফারহানা খান (Women Entrepreneur), মাশুদ রানা তপন Sunmun Exchange (Money transfer), এএসএম উদ্দিন Anchor Travel, লেখক ও আবৃত্তিকার গোপন সাহা, গীতিকার ইশতিয়াক রুপু, উপস্থাপক বাবুজামান, সনিয়া, সাংবাদিক ইকবাল ফেরদৌস, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ডিরেক্টর ইমন, বিপ্লব, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট জলি আহমেদ, রেজওয়ানা আলভিস, হোম কেয়ার সার্ভিস মোঃ জামিল, কাজী লিটন, মোঃ খালেক, ডক্টর শাহজাদী পারভীন (মা ফাউন্ডেশন), কমিউনিটি এক্টিভিটি আহসান হাবীব, রাব্বি সাঈদ, হাসান জিলানী , মোঃ কাসেম , সিপিএ চিশতী, মোহাম্মদ সারোয়ার ফ্রেশ ফুড, প্রিয়দর্শনী মৌসুমির হাতে Lifetime Achievement এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম।

এর আগে প্রিয়া ডায়েসের নেতৃত্বে নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিন্দু কনা, কৃষ্ণ তিথি , নীলিমা শশী, মনিকা দাস, মিতু মাহমু, আফতাব জনি, আলভিন, সাগ্নিক মজুমদার, রওশন আরা কাজল, ড. কামরুল হকসহ একঝাঁক তারকা শিল্পী। সব মিলিয়ে এক অসাধারণ সন্ধ্যা কাটাল নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কমিউনিটি।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

বিশ্বব্যাপী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কতটা প্রভাব রাখে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার নিষেধাজ্ঞা। বিশেষ করে দেশটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে মার্কিন প্রশাসন। এই নিষেধাজ্ঞা হতে পারে পুরো দেশের ওপর অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর। সাধারণত মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দা শাখার বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এসব নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। তবে বিশ্বব্যাপী মার্কিন এসব নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ও কার্যকারিতা ঠিক কতটা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে প্রায়ই। কোনো দেশ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে বিদেশে থাকা সেই দেশ বা ব্যক্তির সম্পদ জব্দ করা হয়ে থাকে। ফলে দেশের বাইরে থাকা সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তি। অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। ফলে নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদের পাশাপাশি তার পারিবারিক সম্পদও আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেশটির পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলে সে দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্থগিত করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে অর্থনৈতিকভাবে একটি বড় ধাক্কা খায় নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশটি। তবে সবসময় এসব নিষেধাজ্ঞা *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বিনা খরচায় মন ভালো করার উপায়

পরিচয় ডেস্ক: কোনো বাজে খবর পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, প্রচণ্ড কাজের চাপ অথবা সারাদিনের যে কোনো ঘটনায় কিছুটা বিব্রত হওয়া এমনকি হতাশা ও অস্বস্তি থেকেও মন-মেজাজ খারাপ হতে পারে। মন মেজাজ খারাপ থাকলে কোন *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

মেধা পাচার: বাংলাদেশি তরুণেরা কেন দেশ ছেড়ে যেতে এত উন্মুখ?

নুসমিলা লোহানী: মেধা পাচার বা ব্রেইন ড্রেইন হলো কোনো একটি দেশ থেকে উচ্চ প্রশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের অন্য দেশে গমন এবং তা পুরোদমে চলতে থাকা। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট

পরিচয় ডেস্ক:মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের মহাকাশ পরিবহন প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সক পরিচালিত স্টারলিংককে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লাইসেন্স *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন প্রতিবেদনে বিএনপির চলমান আন্দোলন ও সহিংসতা প্রসঙ্গ

পরিচয় ডেস্ক: রাজধানী ঢাকায় বিএনপির ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল থিংক ট্যাংক ইউনাইটেড স্টেটস ইনস্টিটিউট অব পিস (ইউএসআইপি)-এর একটি প্রতিবেদনে। যেখানে মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে পরবর্তী সহিংসতা ও বিরোধী দলগুলোর ডাকা হরতাল-অবরোধে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের প্রসঙ্গ উঠে আসে। গত ২২ নভেম্বর ইউএসআইপি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। সরকার পতনের একদফা দাবিতে গত ২৮ অক্টোবর রাজধানী ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, যা সহিংসতায় রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বিরোধী সমর্থকরা একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। বেশ কয়েকজনকে গুরুতর আহত করেছে। আগুন দেওয়া হয় একটি পুলিশ হাসপাতালে। হামলা করা হয় প্রধান বিচারপতির বাড়িতে। এ দিন পেশাগত দায়িত্ব পালনে লাঞ্ছিত *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির বাজার দুই বছরে সর্বনিম্ন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির সুযোগ গত দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে এসেছে। উচ্চ সুদহার শ্রমিকদের চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছে এবং ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি কঠোরকরণ চক্র শেষ হওয়ায় আর্থিক বাজারের প্রত্যাশা বেড়েছে। গত মঙ্গলবার মার্কিন শ্রম বিভাগের জব ওপেনিংস অ্যান্ড লেবার টার্নওভার সার্ভে বা জল্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরে প্রতি একজন বেকার ব্যক্তির জন্য ১ দশমিক ৩৪টি শূন্য পদ ছিল, যা ২০২১ সালের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ইসরাইলের আক্রমনে সমর্থন: ১৯ দিনে ১১ বিলিয়ন ডলার খোয়ালো স্টারবাকস

পরিচয় ডেস্ক: গাজার যুদ্ধে ইসরাইলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণার পর বিশ্বব্যাপী বয়কটের মুখে পড়ে আন্তর্জাতিক কফি চেইনশপ স্টারবাকস ১৬ নভেম্বর থেকে ১৯ দিনে ১১ বিলিয়ন ডলার মূলধন হারিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

জালালাবাদ ভবন নিয়ে কম্যুনিটিতে তোলপাড়

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশানের নামে নিউ ইয়র্কে এস্টোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জালালাবাদ ভবন নিয়ে কম্যুনিটিতে নতুন করে আলোচনার সুত্রপাত হয়েছে গত বৃহস্পতিবার (৭ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কার পূর্বাভাস দিতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: বুকে একটা চিন চিন করা ব্যথা? ডাক্তাররা বলেন, ব্যথাটাকে গ্যাস বা অ্যাসিডিটির ব্যথা বলে ধরে না নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতে হবে। কারণ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কানাডায় পড়তে যেতে আগের চেয়ে ব্যাংকে দ্বিগুণ অর্থ দেখাতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদনের খরচ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে দেশটির ফেডারেল সরকার। দেশটির অভিবাসনমন্ত্রী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইসরাইলিদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটেছে - সমীক্ষা

পরিচয় ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলিদের উল্লেখযোগ্যহারে শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটেছে। ইসরাইলের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্য *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান? আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
বিদেশ
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK